Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ কোন ভাষায় মহান রব্বে কারিমের দরবারে শুকরিয়া আদায় করব সে ভাষা আমার জানা নেই। তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী।

২০১৭ সালে যখন হাদিসের দরসে সম্মানিত উস্তাদগণের হাদিসের তাকরির শুনতান তখন বারবার মনের গহীনে একটি সুপ্ত বাসনা পীড়া দিতো। সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ যে দরসগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো যদি কাগজের মাঝে বাঁধা যেত তাহলে কতই না উপকার হতো! বিষেশত সাধারণ উম্মাহর জন্য এবং পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য। কেননা, উলামায়ে কেরামগণ দীর্ঘ গবেষণার ফল আমাদের মাঝে পেশ করে থাকেন। তখন থেকেই কাগজে ইসলাম প্রচারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করতাম। সেই ইচ্ছা থেকেই ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *মাকতাবাতু ইবরাহীম*-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুরু থেকে অনলাইনে সারাদেশে পাঠকদের মাঝে বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রকাশনীর বইগুলো আমানতের সাথে পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সাথে সাথে যুগোপযোগী পাণ্ডুলিপি খুঁজছিলাম। দিন যতই যাচ্ছিল *মাকতাবাতু ইবরাহীম*-এর থেকে বই প্রকাশের ইচ্ছা দিনদিন বাড়তে থাকে। কুরআন ও হাদিসের ইলমগুলো যুগের চাহিদানুযায়ী কাগজের মাধ্যমে প্রচারের ইচ্ছা প্রতিনিয়ত বাড়তেই থাকে।

সম্মানিত লেখক ও অনুবাদক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান ভাইয়ের কাছে মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছা প্রকাশ করে তার স্বরচিত পাণ্ডুলিপি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আহ্বান করলাম। ভাই *সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ* বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখান। প্রথম দেখাতেই প্রকাশের লোভ সামলাতে পারলাম না। *সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ* বইটি বর্তমানের জন্য খুবই যুগোপযোগী মনে হলো। প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। যদিও এর আগে কিছু পাণ্ডুলিপি কয়েকজন সম্মানিত লেখকগণ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করা জরুরি মনে হলো।

লেখক বইটির মাঝে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতার স্বরূপ নিয়ে খুবই তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন। কুরআন-হাদিসের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তির মাধ্যমে আমাদের সামনে পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষতিকর নানা দিক তুলে ধরেছেন। উল্লেখ করেছেন ইসলামি সভ্যতার সুন্দর দিকগুলো।

এ সময়ে ইসলামি লেখালেখি অঙ্গনের পরিচিত মুখ, লেখক, অনুবাদক ও বহুগ্রন্থ সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ ভাই খুবই ব্যস্ত মানুষ। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে বইটি সম্পাদনা করেছেন। আল্লাহ ভাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস যুগিয়েছেন তার নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। যে মানুষটি ছেলেবেলা থেকে সহযোগী হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন সে হলো প্রিয় সহপাঠী আলী আজগর।

একটি কোলের শিশুকে যেভাবে খুবই যত্নের সাথে লালন-পালন করে বড় করতে হয় ঠিক তেমনি এইটি বই পাঠকের সামনে নির্ভুল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ কয়েকজন মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। আমরাও তেমনি করেছি। তারপরও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা লেখক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

—মুহাম্মদ ইবরাহীম খলীল

১৯. ০১. ২০২০ খ্রি.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভূমিকা

এক.

ইসলামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ইসলামি সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস সমৃদ্ধি অর্জন করেছে ইসলামি সভ্যতা। ইসলাম বিশ্বকে এমন এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, যা গোটা মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের পাথেয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ববাসীকে এটা বুঝাতে সচেষ্ট যে, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ধারণ করা ছাড়া অন্যদের আর কোনো উপায় নেই। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে ইসলামি সভ্যতা নয়, বরং পশ্চিমা সভ্যতাই সর্বশ্রেয়।

প্রাচ্যের দেশগুলোর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার পেছনে পাশ্চাত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রাচ্যের দেশ ও জাতিগুলোর নানা অর্জনকে অস্বীকার করে তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সব উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্জনকে নিজেদের অর্জন হিসেবে তুলে ধরা। পাশাপাশি মুসলমানদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঠেকানোও তাদের অশুভ উদ্দেশ্যের প্রধান ব্যাপার।

ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাফিয়ি সার্বেস্তানি মনে করেন, পশ্চিমারা বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে উন্নত প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এখন তারা এই প্রযুক্তি ও শক্তি দিয়ে গোটা বিশ্বে নিজেদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রাচ্যের ওপর নিজেদের রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে। পাশ্চাত্য নিজেদের বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে তুলে ধরার পাশাপাশি অন্যদের ওপর নিজেদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। তাদের এসব অপতৎপরতা ও ভ্রান্তি উম্মাহর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপারে সংকলিত এই গ্রন্থটি সে প্রচেষ্টারই অংশ।

দুই.

বর্তমানে পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তিমূল হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মের পৃথিকীকরণ বা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম চর্চার অনুমোদন দেওয়া। তারা মনে করে—সেক্যুলারিজম থেকে উদ্ভূত তাদের জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ গোটা বিশ্বের মেনে নেওয়া উচিত। এর জন্য অন্যদের বাধ্য করাও তাদের দায়িত্ব বলে তারা মনে করে। কারণ, তাদের বিশ্বাস পশ্চিমা সভ্যতাই একমাত্র সঠিক ও আদর্শিক। অথচ ঝবপঁষধৎরংস বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো এমন এক সামগ্রিক বিশ্বাস, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে, শুধু ব্যক্তিগত ধর্মীয় ইবাদতের অনুমোদন করে। এ মতবাদ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের কোনো প্রভাব গ্রহণযোগ্য নয়; নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো প্রভাব থাকতে পারে না। অথচ ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিগত ইবাদতের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়, অনুরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়। কেননা ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আছে। এসব নির্দেশনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মানা ফরজ। তাই Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ।

ইসলামি সভ্যতা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, ধর্মনিরপেক্ষতা তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলামি সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে একজন মুসলিমের বিশ্বাস ও তার ইবাদত। একটি ইসলামি সমাজ মানেই হলো, মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস এবং কর্মের প্রতিচ্ছবি। ইসলামি শরিয়াহ আইনের ভিত্তিতেই মুসলিম জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এবং নাগরিকনীতি পরিচালিত হবে। আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা একটি চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ এবং কুফর হিসেবে বিবেচিত। এই মূলনীতিটি পরিষ্কারভাবে কুরআনে উল্লেখ আছে—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

'যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।'[১]

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি ফসলমাত্র। জীববস্তুর মতো তার জীবনেরও তেমন বিশেষ কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। ব্যাপারটা এককথায় এমন—'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি করো, আগামীকাল বাঁচবে কী না কে বলতে পারো।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেকের মনে হতে পারে, ধর্ম মানুষকে জীবন উপভোগ করতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মের পুরো ব্যাপারটি পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। কেউ যদি নিজেদের 'রঙিন দুনিয়া' থেকে গুটিয়ে রাখতে চায়; তো রাখুক, তবে বাকিরা যেভাবে খুশি সেভাবে জীবনযাপন করতে পারবে, ধর্মের সেখানে নাক গলানো চলবে না। এই চিন্তা হলো পশ্চিমা সভ্যতার মূলভিত্তি, যা সকল নোংরামির জন্ম দিয়েছে।

---

[১] সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF-Compressor by DLM Infosoft

পাশ্চাত্য সভ্যতার আরেকটি দিক হলো যৌনসম্পর্ক। তাদের সভ্যতা মতে বিবাহ ছাড়াই যৌনসম্পর্ক সম্পূর্ণ বৈধ বলে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। আধুনিক যুগের পশ্চিমা আইনপ্রণেতারা হিসাব-নিকাশ করে এই উপসংহারে এসে পৌঁছেছে যে, বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট নামের এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণেই এখানে 'পারস্পরিক সম্মতি' সত্ত্বেও যৌনতাকে অবৈধ বলা হচ্ছে। তাই নারী-পুরুষ দুজনের সম্মতি থাকলেই যৌনসম্পর্ক করা যাবে; এতে কোনো বাধা নেই। আর এরই ভিত্তিতে পশ্চিমারা অবাধ যৌনতার বাঁধভাঙা জোয়ারে ভাসছে। নিজেদের মধ্যে স্ত্রী অদলবদলের পার্টি (Wife Swapping) থেকে শুরু করে—দল বেঁধে যৌনমিলন, টপলেস বার কালচার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অনাচার ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমাদের মাঝে।

পাশ্চাত্যের এই হীন চিন্তা থেকেই তারা বিয়েকে উপেক্ষা করে, বোঝা মনে করে। তারা মেয়েদের শুধুই একটি খেলনা মনে করে। মনে করে মেয়েরা কেবল পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানোর বস্তুমাত্র।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিগত দূরত্ব বিরাট। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হলো—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, অর্থাৎ জীবনের সবকিছুর হুকুম আসবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে। যেসব হুকুম-আহকাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো, সেক্যুলারিজম, ডেমোক্রেসি, ডারউইনিজম, মেটেরিয়ালিজম ইত্যাদি। তাই ইসলামি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। এদের মধ্যে সমন্বয়ের বা সমঝোতার কোনো উপায় নেই।

সুতরাং উভয় সভ্যতার কৃষ্টি-কালচারে বিরাট পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক কাঠামোতে, নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধের বিধান সম্পর্কে, আনন্দ-বিনোদন উপভোগের ধরনের ব্যাপারে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আশা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করি এ পার্থক্যগুলোর জট খুলবে এই গ্রন্থের মাধ্যমে। বইটিতে মূলত আলোচনা করা হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়, পার্থক্য ও অবস্থান নিয়ে।

তিন.

এটি সংকলনগ্রন্থ। যেসব বই, ডকুমেন্টারি, আর্টিকেল ও ওয়েবসাইটের সহযোগিতায় গ্রন্থটি লেখা হয়েছে তার একটি তালিকা বইয়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরে গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়েছে অনলাইনে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের চমৎকার কিছু আর্টিকেল, যা বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম।

লেখক, অনুবাদক ও বহুগ্রন্থ সম্পাদক, প্রিয় বন্ধু সালমান মোহাম্মদ-এর জন্য রইল আন্তরিক অভিনন্দন। সম্পাদনার কঠিন কাজটুকু তিনি অতি যত্নের সাথে করে আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন। সত্যিই আমি তার কাছে ঋণী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি 'মাকতাবাতু ইবরাহীম'-এর স্বত্বাধিকারী মুহতারাম মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল-এর। যার বিশেষ আগ্রহের ফলে আল্লাহর তাওফিকে বইটি আলোর মুখ দেখছে। অন্যথা আমার ব্যস্ততার ফলে হয়তো আরও দেরি হতো বইটি বাজারে আসতে। নতুন এ প্রকাশনীর জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা ও দোয়া। আল্লাহ তাদের এ খেদমত কবুল করুন।

পরিশেষে মহান রবের কাছে একান্ত প্রার্থনা—লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। বইটি উম্মাহর হিদায়াতের অসিলা হিসেবে কবুল করুন, আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৭/০১/২০২০ খ্রি.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব
সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়

সভ্যতা কী? ১৭
সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয় ১৮

দ্বিতীয় পর্ব
সভ্যতায় সভ্যতায় দ্বন্দ্ব

দুটি সভ্যতায় দ্বন্দ্ব কীসে? ২১
পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্র-বিন্দু ২৫
উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতার বিপর্যয় ২৭

তৃতীয় পর্ব
ইসলামি সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ ৩৩
নির্ভুল জ্ঞানের উৎস ৩৪
গণতন্ত্র ৩৫
তাদের এই অবাধ যৌনাচারের আরেকটি নমুনা ৪৫
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম ৪৭
বস্তুবাদের বিশ্বাস ৪৮
ডারউইনিজম ৫০
সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি ৫১
পাশ্চাত্য কী বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন? ৫৮
পাশ্চাত্যে পারিবারিক সংকট ৬০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবজাতিকে আর কী-ই বা দিতে পারবে? ৬৭
পাশ্চাত্যে লাগামহীন যৌন স্বাধীনতা ও নৈতিক অবক্ষয় ৬৯
যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা ৭৪
শালীনতা ৮০
ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি ৮৪
সারকথা ৮৯

চতুর্থ পর্ব
সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ

পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি ৯৫
পাশ্চাত্য সভ্যতার এপিঠ-ওপিঠ ১০৩
উন্নত বিশ্বের ব্যাধিগ্রস্ত জাতিসমূহ ১১০
মানবীয় আইন বনাম আল্লাহর আইন ১১৫
মুসলমান কেন পাশ্চাত্যের অনুসারী ১১২
পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসলীলা ১৩২

পঞ্চম পর্ব
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতি

সংস্কৃতির পরিচয় ১৩৭
ইসলামি সংস্কৃতি ১৩৮
ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি ১৩৮
ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ১৩৮
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ১৩৯
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি ১৩৯
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ক্ষুদ্র রূপায়ণ ১৪০
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ১৪০
পশ্চিমা সংস্কৃতির বিশেষ দিবস-রজনী ১৪২
থার্টিফার্স্ট নাইট ১৪২
যেসব কারণে থার্টিফার্স্ট নাইট ইসলামে নিষিদ্ধ ১৪২
এপ্রিল ফুল ১৪৩
ভালোবাসা দিবস ১৪৫
শেষকথা ১৪৬
গ্রন্থপঞ্জি ১৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

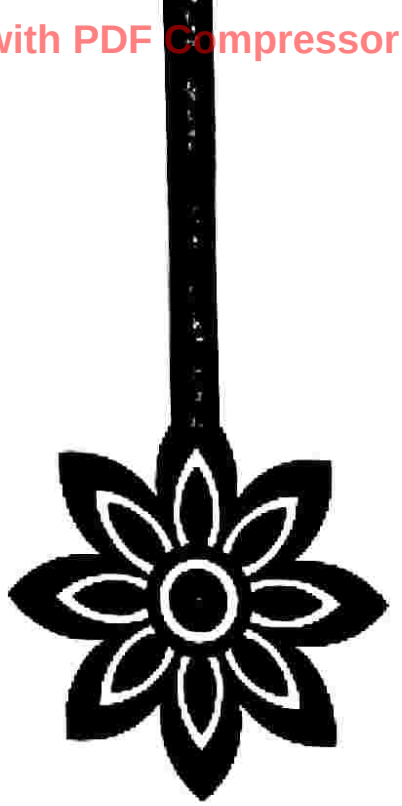

প্রথম পর্ব

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়

সভ্যতা কী?

ইংরেজি Civilization-এর বাংলা অর্থ করা হয়েছে সভ্যতা। সমাজবিকাশের পদ্ধতি বা পর্যায় বিশেষ। Oxford English Dictionary অনুসারে ইংরেজি Civilize শব্দটির অর্থ হলো—আদিম বা অজ্ঞ অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থায় তুলে আনা, সভ্য করা, উন্নত ও শিক্ষিত করা।

বাংলা ভাষায় সভ্যতার আভিধানিক অর্থ হলো শিষ্টতা, সামাজিকতা, জীবনযাত্রা, জীবনযাত্রা প্রণালির উৎকর্ষতা। সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি সভা হতে এবং সভার অর্থ হলো যা সকলকে নিয়ে শোভা পায়, এ অর্থে সভ্যতার অন্যতম অর্থ-সামাজিক সুসংগত। যে অবস্থায় মানুষের সামাজিক জীবন প্রতিভাত হয়, তার বিকাশ বা উন্নতি হয় তাই সভ্যতা। এটি মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালির শোভনতার পরিচয়।

আবার 'সভ্যতা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Civilization যা ল্যাটিন শব্দ Civilis থেকে এসেছে। Civilis এর অর্থ—নাগরিক। ইংরেজি প্রতিশব্দের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিবেচনায় আক্ষরিক অর্থে সভ্যতা বলতে সুসংহত নগর বা রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের অর্জিত গুণাবলিকে বুঝায়।

সভ্যতা বলতে অনেকে বস্তুগত উৎকর্ষতাকে বুঝিয়েছেন। এ অর্থে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সব বস্তুগত আবিষ্কারের ফলকে একত্রে সভ্যতা বলা হয়; বিভিন্ন প্রকার কারিগরি কলা-কৌশল ও বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা, সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে তারই সামগ্রিক রূপ। কেবল যে আমাদের সামাজিক সংগঠনের নানারূপ রীতি এর অন্তর্গত হয়েছে তা নয়, নানাবিধ কারিগরি কলা-কৌশল ও বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

অথবা বিষয়টি এভাবেও বলা যায়—'সভ্য জাতির জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি-সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও বিবিধ বিদ্যার অনুশীলনহেতু মন-মগজের উৎকর্ষ সাধন।'

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয়

ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা ও ক্রমপ্রবৃদ্ধির জন্য তার দেহ ও প্রাণ বা আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষতা একান্তই জরুরি। এ যেমন সত্য, তেমনি একটি জাতির উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে। কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে দেহ।

অর্থাৎ মানবজীবন দুটি দিক সমন্বিত। একটি বস্তুনির্ভর, অপরটি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক। এ দুটির-ই রয়েছে বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও দাবি-দাওয়া। সে চাহিদা পরিপূরণে মানুষ প্রতিমুহূর্তে থাকে গভীরভাবে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত। একদিকে যদি দৈহিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাকে টানে এবং জীবিকার সন্ধানে সে হয় ব্যস্ত, তাহলে তার আত্মার দাবি পূরণ করার জন্যে তার মন ও মগজ হয় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

তাই মানুষের সূক্ষ্ম ও সুকোমল আবেগ-অনুভূতি এবং আত্মার দাবি ও প্রবণতা পূর্ণ করে যেসব উপায়-উপকরণ, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। সঙ্গীত, কবিতা, ছবি অঙ্কন, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতি এক-একটা জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ-মাধ্যম এবং দর্পণ। আত্মিক চাহিদা পূরণই এগুলোর আসল লক্ষ্য। একজন দার্শনিকের চিন্তা ও মতাদর্শ, কবির কবিতা, সুরকার ও বাদ্যকারের সুর-ঝংকার, এর সবই ব্যক্তির হৃদয়-বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। এসবের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধ্যমেই তার মন ও আত্মা সুখ-আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। এসব মূল্যমান, ল্যবোধ, হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকেই হয় সংস্কৃতির রূপায়ণ। কিন্তু ভ্যতার রূপ এর থেকে ভিন্নতর। নিচে সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা তুলনামূলক রিচয় উল্লেখ করা হলো—

জীবন পরিচালনার জন্য এবং জীবনের গতিকে উৎকর্ষ ও সাবলীল করতে যা কিছু সাহায্যকারী তা সভ্যতা নামে অভিহিত।

কিন্তু মন-মানস ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের উপায়-উপকরণকেই বলা হয় সংস্কৃতি।

সভ্যতা ক্রম-বিকাশমান, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, তা নিত্য-নতুন দিগন্তের সন্ধানী। কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থি। প্রাচীনতম দৃষ্টিকোণ ও মতাদর্শ থেকে সম্পর্কহীন হওয়া তার পক্ষে কঠিন।

৩. সভ্যতা দেশের সীমা-বন্ধনমুক্ত বিশ্বজনীন ভাবধারাসম্পন্ন। প্রায় সব চিন্তা-বিশ্বাসের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু সংস্কৃতির উপর পরিবেশ ও ভৌগোলিক বিশেষত্বের ব্যাপক প্রভাব যুক্ত থাকে; অর্থাৎ সংস্কৃতি আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুলাংশে বন্দি; কেবল সমমতের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন : মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক মেজাজ-প্রকৃতির উপর তাদের বিশেষ ধর্মের সর্বাত্মক প্রভাব বিরাজমান। সেই সঙ্গে উপমহাদেশের একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর।

৪. সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলিই তার মূলক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানাদি (সভ্যতার মহাকীর্তি) এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্নদেশ ও জাতির মধ্যে চলে যায়। অনুন্নত জাতিগুলোও তা থেকে উপকৃত হয়। স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্য তার পথে বাধা হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে। তার কল্যাণ লাভে কোন প্রতিবন্ধকতাই নেই। বাছাই-প্রক্রিয়াও এখানে অচল।

সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ জীবন-কেন্দ্রিক। সংস্কৃতি হচ্ছে মন ও মগজকেন্দ্রিক আবর্তন-বিবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশ। এই কারণে সংস্কৃতি স্বাধীন-মুক্ত সমাজ-পরিবেশেই যথার্থ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক সময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই বলে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল অজ্ঞতাবশত নয়, সেটা সচেতনভাবে করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার স্বার্থে। সেসব প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল সভ্য-অসভ্য পার্থক্য দিয়ে ভিন্ন দেশের জনগণকে হেয় করা। অন্যদের প্রতি অসভ্য বর্বর বুনো—এসব শব্দ ব্যবহার করে পাশ্চাত্যশক্তি নিজেদের সভ্যতা ও উৎকর্ষ দাম্ভিকভাবে উপস্থাপন করে। সম্ভবত এই পর্যায়ে সংস্কৃতি শব্দটির ব্যবহার খুব একটা প্রচলিত ছিল না। সাধারণ জ্ঞানে যাকে আমরা 'সংস্কৃতি' বলে মেনে নিয়েছি সেটাকে পরিশীলিত মার্জিত কৃষ্টি জাতীয় একটা কিছুতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টার শুরু ১৯ শতকে, উপনিবেশ বিস্তার ও সুদৃঢ়করণের প্রক্রিয়াকালে।

পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতি একত্র করে ফেলাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। তবে এ কথা মনে রাখতেই হবে যে বাঙালির জন্য নয়, মানবতাকে রক্ষার জন্যই এ দুটিকে পৃথক রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আবুল ফজলের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

'সংস্কৃতি ও সভ্যতা কী জিনিস তা না জেনেই আমরা বিশেষ বিশেষ সভ্যতার প্রতি আগ্রহ ও পক্ষপাত দেখিয়ে থাকি। এই ভাবে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় বলেই আমরা সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না।' (আবুল ফজল, ১৯৬১ : ১২)

সর্বোপরি কথা—সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঢালাওভাবে এটা ঠিক নয়। তবে এ দুটির মাঝে মূল্যমানের সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। মোটরগাড়ি সভ্যতার উৎপাদন। সংস্কৃতি তাতে সৌন্দর্য, শোভনতা ও চিত্ত-বিনোদনমূলক কারুকাজ ও সূক্ষ্ম উপকরণাদি বৃদ্ধি করেছে। সভ্যতা আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করেছে; সংস্কৃতি সে প্রাসাদকে সুদৃশ্য, মহিমামণ্ডিত এবং বিস্ময়কর প্যাটার্নে সুশোভিত করে দিয়েছে। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটিই মানবজীবনের মৌল প্রয়োজন। যে জাতির জীবনে একসঙ্গে এ দুটির সমন্বয় ঘটেনি, তার উন্নতি অসম্ভব। সভ্যতা একটা জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিতে মহিমাময় করে আর সংস্কৃতি তাকে গতিবান করে নির্ভুল পথে। মানবসভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে এ দুটির মাঝে গভীর একাত্মতা প্রকট। তাই সভ্যতার অর্থে সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি অর্থে সভ্যতাকে গ্রহণ করা কিছুমাত্র অশোভন নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এভাবেই পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় পর্ব

সভ্যতায় সভ্যতায় দ্বন্দ্ব

দুটি সভ্যতায় দ্বন্দ্ব কীসে?

বর্তমানে গোটা বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা ইউরোপ, আমেরিকার জয়জয়কার। বিশ্বব্যাপী তাদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক শাসনামলে; বর্তমানে নব্য সাম্রাজ্যবাদের যুগেও পরোক্ষ শাসন হিসেবে তা টিকে আছে। মিডিয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে বিংশ শতাব্দীতে এসে পশ্চিমা সংস্কৃতি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। তাই এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়, যখন ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে নেংটি পড়া দক্ষিণ আমেরিকান কোনো উপজাতি তরুণকে অ্যামাজনের গহীন জঙ্গলে মাথায় নাইকি'র লোগো সম্বলিত বেসবল ক্যাপ পরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল দেশেই পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব আজ প্রবল। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে এই সংঘাত একটি অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ, পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য সবখানেই সংস্কৃতি এমনই একটি বিষয়, যা তাদের সামাজিক ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাজনৈতিক নীতিমালাকে নিয়ন্ত্রণ করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন The Clash of Civilization গ্রন্থে ইসলামের সাথে পশ্চিম সভ্যতার সংঘাত এভাবে তুলে ধরেছেন—

'ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে খোদ ইসলামই তাদের মূল সমস্যা। কারণ, এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবনাচার বা ইসলামের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে; যদিও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের দীনতা বর্তমানে তাদের মনকে কিছুটা দুর্বল করে রেখেছে। একইভাবে ইসলামের জন্য CIA কিংবা আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো সমস্যা নয়, বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। কারণ, তারাও বিশ্বাস করে যে, তাদের জীবনধারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বজনীন। এমনকি তারা এ-ও বিশ্বাস করে যে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও গোটা বিশ্বের মানুষকে আমাদের সভ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত। ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পেছনের এটাই হলো মূল কারণ।'[১]

বর্তমানে যদিওবা ব্যাপক মাত্রায় প্রচার করা হয়ে থাকে যে, 'ইসলামি মৌলবাদই পশ্চিমাদের নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।' পশ্চিমা মিডিয়াগুলো ইসলামি মৌলবাদকে বিশ্বের সকল সমস্যার মূল কারণ আখ্যা দিতে ব্যস্ত। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

'বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তার প্রধান হুমকি হিসেবে দৃশ্যপটে মুসলিম মৌলবাদ আবির্ভূত হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। শুধু তাই নয়, বরং তা জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নানা প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করছে। ১৯৩০ এর দশকে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ এবং পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকে সমাজতন্ত্র যে ভীতিকর অবস্থার জন্ম দিয়েছিল, ইসলামি মৌলবাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে।'[২]

তবে অধ্যাপক হান্টিংটন এসব দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে গোটা ইসলামকেই পশ্চিমাদের জন্য সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন। কেননা ইসলামি সভ্যতা মৌলিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী।

---

[১] দ্য ক্লাশ অব সিভিলাইজেশনস, পৃষ্ঠা ২১৭-১৮।

[২] নিউ ইয়র্ক টাইমস/ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ৯/৯/৯৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি এর পেছনে দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন, যাকে তিনি এই দ্বন্দ্বের অন্যতম চালিকাশক্তি বলে মনে করেন।

১. মুসলমানরা নিজেদের সংস্কৃতিকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর ও মর্যাদাকর বলে মনে করে। অধিকাংশ মুসলিম গর্বভরে দাবি করে যে, তাদের ধর্ম ইসলাম অন্য যেকোনো ধর্ম বা দর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ। 'ইসলামি জীবনব্যবস্থা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'—এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক দাবি হিসেবে তাদের মধ্যে এ ধরনের আত্মবিশ্বাসী মনোভাব জন্ম নিয়েছে। আর এটা মনে করা তো আসলেই যুক্তিসংগত যে, মহান আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের অনুশীলন যে সংস্কৃতির জন্ম দেয়, নিঃসন্দেহে তা মানুষের গবেষণা, আন্দাজ-অনুমানভিত্তিক সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠতর হবে।

২. মুসলমানদের মনে তাদের দেশে ইসলামি আইন বা শরিয়াহ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা। আলজেরিয়া, মিসর, চেচনিয়া, বোসনিয়া, দাগেস্তান, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, সিরিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে যে অস্থিতিশীলতা বর্তমানে বিরাজমান তা এই স্পৃহারই বহিঃপ্রকাশ। ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিক যুগে তারা মুসলিম দেশগুলোর শরিয়াহ ভিত্তিক আইনব্যবস্থাকে ইউরোপিয়ান আইনকাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। আর নব্য সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু নামধারী মুসলমানদের হাতেই শাসন-কর্তৃত্বের লাগাম উঠেছে এবং তারাও সেই ইউরোপিয়ান আইন অনুসারে মুসলিম দেশগুলো শাসন করছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের সরকার ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান এবং ডাচ আইন দ্বারা দেশ শাসন করছে, আর ইসলামি আইনগুলোকে কেবল পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এ কারণে ইসলামের পুনর্জাগরণের ঢেউ মুসলিম বিশ্বকে বারবার আন্দোলিত করছে। মুসলিম জাতির মনে বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার দাবির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রশাসনের সঙ্গে সহিংস সংঘাতের আকারে। ইন্দোনেশিয়ার মতো ৯৫% মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশে সুকর্ত (১৯৪৫-১৯৬৫-) এবং তার উত্তরসূরি সুহার্তোর শাসনামলে (১৯৬৮-১৯৯৮), Pancasilia কে রাষ্ট্রধর্ম বা রাষ্ট্রের মূল দর্শন হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং স্কুলগুলোতে এই দর্শনই শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে ইসলামি আইনকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবর্তন করার দাবিকেই রীতিমত একটি রাষ্ট্রদ্রোহী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৮ সালে যখন প্রবল জনরোষের মুখে সুহার্তোর পতন ঘটে, তখন ক্ষমতালোভী প্রতিটি ব্যক্তি, এমনকি সুহার্তোর তল্পিবাহক বি জে হাবিবিসহ সকলেই তৎক্ষণাৎ ইসলামের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ত প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগে। ১৯৯৯ এর নির্বাচনে সুকর্ততনয়া মেঘবতী সুকর্তপুত্রী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন ইসলামি দল আন-নাহদাতুল উলামা'র নেতা আবদুর রহমান ওয়াহিদের কাছে, যিনি প্রায় অন্ধ এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরাও করতে পারতেন না।

অধ্যাপক হান্টিংটন আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-কে মুসলমানদের প্রধান শত্রু মনে করার যৌক্তিকতা নাকচ করে দিয়েছেন। যদিও বিভিন্ন দেশের সরকার পতন এবং অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে সিআইএ'র যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে; কিন্তু তারপরও তিনি বলছেন যে, সিআইএ মুসলমানদের প্রধান শত্রু নয়। তিনি আমেরিকান সেনাবাহিনীকেও এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন; যদিও সৌদি আরবের মাটিতে এই সেনাবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং ইরাককে ধ্বংস করেছে, সুদান এবং আফগানিস্তানে মিসাইল আক্রমণ করেছে এবং প্রকাশ্যে ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে আসছে।

সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে অধ্যাপক হান্টিংটন বলেন, মুসলিম বিশ্ব প্রধান যে সমস্যা মোকাবিলা করছে, তা হলো—স্বয়ং পশ্চিমা সভ্যতা; এটা নিছক সিআইএ'র ষড়যন্ত্র বা আমেরিকান সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের বিষয় নয়। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, এ সমস্যার মূলে রয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা কর্তৃক নিজেদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জীবনধারাকে অন্য যেকোনো সংস্কৃতির চেয়ে উন্নতর মনে করা। পশ্চিমারা মনে করে, অন্য সকলের উচিত আমাদের সভ্যতা মেনে নেওয়া, আমাদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা এবং সে হিসেবে জীবনযাপন করা।

তাদের এই বিশ্বাসের পেছনে মূল কারণ হলো, ডারউইনিজম। এ তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং একটি ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানবসমাজ এগিয়ে যেতে থাকে। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের কল্পিত পূর্বপুরুষ বানর থেকে সূচনা করে এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানবসমাজের ধারাবাহিকতায় অগ্রগতি হয়ে আসছে। গত কয়েক শতক জুড়ে বিবর্তন তত্ত্বের 'যোগ্যরাই টিকে থাকে' শীর্ষক নীতির ভিত্তিতে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মানবসভ্যতার শীর্ষস্থানটি দেওয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছে। আর এর ভিত্তিতেই তারা দাবি করে যে, তাদের সভ্যতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে গোটা মানবজাতির মুক্তি।

অধ্যাপক হান্টিংটন আরও একধাপ এগিয়ে যে বাস্তবতাটি তুলে ধরেছেন, তা হলো—পশ্চিমারা নিজেদের জীবনব্যবস্থাকে অন্য সকলের জন্য কেবল যথাযথই মনে করে না, বরং অন্যদের তাদের সংস্কৃতি মেনে নিতে বাধ্য করাকেও তারা তাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে। আর সে দায়িত্ব পালনের জন্য রাজনৈতিক, কূটনৈতিক কিংবা সামরিক পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এ ব্যাপারগুলো যে সভ্যতার চলমান সংঘাতে মূল উপাদান ও অনুঘটন হিসেবে কাজ করছে তা প্রফেসর হান্টিংটন যথাযথই শনাক্ত করেছেন।

পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্র-বিন্দু

আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কেন্দ্র হলো ইউরোপে। বলা হয়, রোমান ও গ্রিক সভ্যতা থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, প্রাচীন গ্রিক, রোমান এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর মাঝে যে পৌত্তলিক চেতনা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ এখনো পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়; যদিও তাদের জীবনধারায় ধর্মীয় অনুশাসন নেই বললেই চলে। যেমন প্রতিটি দিনের নামের কথাই ধরুন। প্রতিটি দেশেরই নিজ ভাষায় সপ্তাহের প্রতিটি দিনের নাম আছে, তবে ইংরেজি নামগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এগুলোর সঙ্গে পৌত্তলিকতার রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। রোমানরা যে দিনে যে গ্রহের উপাসনা করত সে দিনের নাম রাখা হয়েছে সে দেবতার নামের সাথে মিলিয়ে। শনিবারের কথাই ধরুন; শনিবার বা Saturday শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Saeterndaeg থেকে, যার অর্থ হচ্ছে 'শনি বা Sateren এর দিবস' (Saturn-স্যাটার্ন হলো রোমানদের কৃষিদেবতা)। রবিবার বা Sunday এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Sunnandaeg থেকে, যার অর্থ হলো 'সূর্য দিবস' আর সোমবার বা Monday -এর উৎপত্তি হলো ইংরেজি শব্দ Monandaeg থেকে।

ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোর নামের উৎপত্তি জার্মান পুরাণে দেবতাদের যে নামে অভিহিত করা হতো সেগুলোর বিট্রিশ-ফরাসি প্রতিশব্দ থেকে। যেমন রুন, মঙ্গলবার বা Tuesday এটি এসেছে Tiwesdaeg থেকে। যার অর্থ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলো, Tiw (Tiw হলো Tyr নামক নরওয়েজিয়ান যুদ্ধদেবতার নামের ইংরেজি-ফরাসি প্রতিশব্দ)-এর দিবস। বুধবার বা Wednesday এর উৎপত্তি হয়েছে Woden থেকে, এর মানে Frig এর দিবস, সে জার্মানদের প্রধান দেবতা। বৃহস্পতিবার বা Thursday এসেছে Thunor (Thor) থেকে, বজ্রদেবতার ইংরেজি-ফরাসি প্রতিশব্দ অনুসারে। আর শুক্রবার বা Friday এসেছে Frigedaeg থেকে, এর অর্থ হলো দেবী ফ্রিগ (Frig) এর জন্য নির্ধারিত দিবস। সৌন্দর্য আর ভালোবাসার দেবী ফ্রিগ (Frig) হচ্ছে দেবতা Woden এর স্ত্রী।

এখানেই শেষ নয়, বরং পশ্চিমা সভ্যতার মূলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের আরেকটি পরিচয়। আর তা হলো—এটি একটি ইহুদি-খ্রিষ্টানভিত্তিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা। হজরত ইসা আলাইহিস সালাম ছিলেন ইহুদিদের মাঝে ইনজিল কিতাব নিয়ে প্রেরিত একজন নবি। খ্রিষ্টানরা বাংলায় তাকে যিশুখ্রিষ্ট বলে থাকে, আর ইংরেজিতে বলে Jisus। কিন্তু ইসা আলাইহিস সালাম যে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছিলেন কালের আবর্তনে তার প্রকৃত শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তৎকালীন রোমান এবং গ্রিক দেবতাদের আকৃতি ছিল মানুষের মতো। তাদের ব্যাপারে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, তারাও মানুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এমনকি তাদের মিলনে জন্ম নেয় অর্ধদেবতা বা হাফ গড। কী অদ্ভুত ধারণা তাদের! কেমন অথর্ব সভ্যতা!

খ্রিষ্টবাদের সাথে পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, ক্রিসমাস ডে, যাকে প্রাচীন ইংরেজিতে বলা হয় Cristes Maesse অর্থাৎ খ্রিষ্টের আগমন। কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই রোমান ক্যাথলিক চার্চ ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন হিসেবে গ্রহণ করে। এর আগে সর্বশেষ তার জন্মদিন উদ্‌যাপনের সন্ধান পাওয়া যায় ৩৩৬ সালে রোমে। এই ২৫ ডিসেম্বরের সাথে মিলে যায় রোমানদের 'অজেয় সূর্যের জন্মদিন'-এর উৎসব। এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হতো সূর্যের দক্ষিণায়নের দিনে, যেদিন থেকে দিনের দৈর্ঘ্য বাড়তে শুরু করে। এই তারিখটি আরও মিলে যায় স্যাটার্নালিয়া উদ্‌যাপনের দিনের সাথে (১৭ ডিসেম্বর), যেদিন উপহার আদান-প্রদান করা হয়। গাছপালার আরাধনা করা ছিল পৌত্তলিক ইউরোপিয়ানদের খুব সাধারণ রীতির একটি। পরবর্তীকালে তারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও চিরসবুজ গাছ বা ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে বাড়িঘর সাজানোর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রথার মধ্য দিয়ে তাদের এই পৌত্তলিকসুলভ অভ্যাসটি টিকে থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পশ্চিমাদের এ ধরনের অথর্ব চিন্তা-ভাবনার একটি বিষয় হলো, ১৩ তম সংখ্যা। আপনি পশ্চিমা কোনো দেশে ঘুরতে গেলে দেখতে পাবেন এপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স কিংবা হোটেলগুলোতে ১৩ নম্বর বলে কোনো ফ্লোর নেই! কেউই ১৩ নম্বর বাসা, এপার্টমেন্ট কিংবা ফ্লোরে থাকতে আগ্রহী নয়!

এর পেছনের কারণ হলো, ষাটের দশকে একটি অ্যাপোলো মহাকাশযান চাঁদে যাত্রা করে গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। মহাকাশে হারিয়ে যেতে যেতে একেবারে শেষ মুহূর্তে রক্ষা পায় এবং কোনোমতে নিরাপদে পৃথিবীতে ল্যান্ড করে। এরপর ক্রুদের আটলান্টিক থেকে উদ্ধার করে কেপ কার্নিভালে বেইসে ফিরিয়ে আনা হলে সাংবাদিকরা ফ্লাইট কমান্ডারের কাছে এই বিপদজনক ভ্রমণ সম্পর্কে তার অনুভূতি জানতে চান। তারা জিজ্ঞেস করলেন, মহাকাশযানে কোনো কারিগরি ত্রুটি ছিল কিনা, যা তাদের চোখে তখন পড়েনি? তিনি বললেন, এমন কিছু নয়, বরং ব্যাপারটি হলো, তাদের ফ্লাইটটি ছিল অ্যাপোলো—১৩; সেটি ১৩ তারিখ শুক্রবারে ঠিক ১৩ : ১৩ মিনিটে নিক্ষিপ্ত হয়। ১৩ সংখ্যার ব্যাপারে তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই বিশ্বাসের সূত্র ধরে পেছনের দিকে গেলে আমরা দেখতে পাব, এর সূত্রপাত হয়েছিল মূলত খ্রিষ্টান ঐতিহ্য থেকে। কারণ, এ ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করে, যিশুখ্রিষ্ট তার শিষ্যদের নিয়ে যে 'শেষ নৈশভোজ' করেছিলেন সেখানে তাদের সংখ্যা ছিল ১২ জন, যিশুসহ ১৩ জন। তাদের মধ্যে একজন ছিল জুডাস, যে যিশুখ্রিষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস মতে যা পরবর্তীকালে যিশুখ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই ভাগ্যের ভালো-মন্দের ব্যাপারে পৌত্তলিকদের বিশ্বাসটি ১৩ সংখ্যার মোড়কে নতুনরূপে আবির্ভূত হয় পশ্চিমাদের কাছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় এ রকম অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কার রয়েছে।

উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতার বিপর্যয়

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমান মুসলিম জাহানের অধিকাংশ দেশই সোনালি যুগের মুজাহিদদের প্রচেষ্টায় বিজিত হয়েছে। যারা এই দেশগুলো জয় করেছেন, তারা রাজ্য বিস্তার কিংবা সম্পদের নেশায় নয়, বরং দুনিয়ার বুকে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যেই জীবনপণ করে নিজেদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছিলেন। তারা দুনিয়ার বদলে পরকালের স্থায়ী সুখের নেশায় বিভোর ছিলেন। এ জন্যেই তারা বিজিতদের শুধু নিজেদের অনুগত ও করদাতা বানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাদের ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তুলবারও ব্যবস্থা করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের গোটা জনসংখ্যা কিংবা তার অধিকাংশকেই মিল্লাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেন। জ্ঞানচর্চা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের ভেতর ইসলামি চিন্তাধারা ও সভ্যতা এমন দৃঢ় করে দেন যে, তারা নিজেরাই ইসলামি কৃষ্টি-সভ্যতার ধারকবাহক এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষকে পরিণত হন। এগুলো ছাড়া বাকি দেশগুলো বিজিত হয় সোনালি যুগের বহু পরে। তখন ইসলামি প্রাণ-চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐসব দেশে ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বহুলাংশে সফল হয়।

দুর্ভাগ্যবশত এই উপমহাদেশের ব্যাপারটি উপর্যুক্ত দুই শ্রেণির দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সোনালি যুগে এ দেশের খুব সামান্য অংশই বিজিত হয়। আর ঐ সামান্য অংশেও ইসলামি শিক্ষা ও সভ্যতার যেটুকু প্রভাব পড়েছিল, তথাকথিত মারেফাতের বন্যাপ্রবাহে তাও বিকৃত হয়ে যায়। এরপরেই এখানে শুরু হয় মুসলমানদের বিজয় অভিযানের আসল ধারাক্রম। কিন্তু তখন বিজেতাদের মধ্যে সোনালি যুগের মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল না। তারা এখানে ইসলাম প্রচারের পরিবর্তে রাজ্য বিস্তারের কাজেই নিজেদের সমগ্র শক্তি ব্যয় করেন। তারা লোকদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের বদলে নিজেদের আনুগত্য ও রাজস্ব দাবি করেন। এরই ফলে কয়েকশ বছর রাজ্য শাসনের পরও উপমহাদেশের বেশির ভাগ অধিবাসী অমুসলিম থেকে যায় এবং ইসলামি কৃষ্টি ও সভ্যতা এখানে বদ্ধমূল হতে পারেনি। তা ছাড়া এখানের যেসব অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যে ইসলামি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে নওমুসলিমদের ভেতরে প্রাচীন হিন্দুয়ানী চিন্তাধারা, ধর্ম-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ কম-বেশি থেকে যায়।

মুসলিম ভারতের ইতিহাস এবং তার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ দেশে যখন মুসলমানদের রাষ্ট্রশক্তি পূর্ণমাত্রায় ছিল তখনও ইসলামের প্রভাব ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এখানের পরিবেশ যথার্থ ইসলামি পরিবেশ ছিল না। মুসলিম শাসকদের উদারতা ও গাফলতির পরিবেশে পুরোপুরি ইসলামি শিক্ষা লাভ না করায় মুসলমানদেরও একটি বিরাট অংশ নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস ও কৃষ্টি-সভ্যতার ক্ষেত্রে ততটা পরিপক্ক ও পূর্নাঙ্গ মুসলমান হতে পারেনি, যতটা হতে পারত খালেস ইসলামি পরিবেশে।

অবশেষে ঈসায়ী ১৮ শতকে ভারতে ইসলামি সভ্যতার সবচেয়ে বড় সহায়ক সেই রাষ্ট্রক্ষমতাও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেল। প্রথমে মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোটখাটো রাষ্ট্রে বিভক্ত হলো। তারপর একে একে মারাঠা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিখ ও ইংরেজদের বন্যাপ্রবাহ এসে বেশির ভাগ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন করে দিলো। এরপর স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেল। যে দেশে কয়েক শতাব্দীকাল ধরে মুসলমানরা শাসন চালিয়েছিল, মাত্র ১০০ বছরেই পুরো দেশ থেকে উৎখাত হয়ে তারা পরাভূত ও পদানত হলো। আর যেসব শক্তির সহায়তায় ভারতে ইসলামি কৃষ্টি ও সভ্যতা কিছু কায়েম ছিল, ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তা মুসলমানদের হাতছাড়া হতে লাগল। তারা ফারসি ও আরবির পরিবর্তে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করল। সেই সাথে ইসলামি আইনব্যবস্থা বাতিল করল, শরয়ি আদালত ভেঙে দিলো এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি ব্যাপারে নিজস্ব আইন প্রবর্তন করল। এমনকি তারা ইসলামি আইনের প্রয়োগকে খোদ মুসলমানদের জন্যেও শুধু বিবাহ তালাক ইত্যাদির মধ্যে সীমিত করে দিলো, আর এই সীমিত প্রয়োগ ক্ষমতাও কাজিদের পরিবর্তে সাধারণ দেওয়ানি আদালতের উপর ন্যস্ত করা হলো। এই সব আদালতের বিচারকরা সাধারণত অমুসলিম বিধায় তাদের হাতে তথাকথিত 'মুহামেডান ল' দিন দিনই বিকৃত হতে লাগল। অধিকন্তু শুরু থেকেই ইংরেজ শাসকদের এই নীতি ছিল যে, একটি শাসক জাতি হিসেবে মুসলমানদের হৃদয়ে শতাব্দীকাল ধরে যে গৌরব ও মর্যাদাবোধ লালিত ও পরিপুষ্ট হয়ে আসছে আর্থিক বঞ্চনা ও নিষ্পেষণের সাহায্যে সেটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। তাই একটি শতাব্দীর মধ্যেই এই জাতিকে তারা দরিদ্র, মুর্খ, নীচুমনা, চরিত্রহীন এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে সমর্থ হলো।

এই পতনশীল জাতির উপর শেষ আঘাতটি আসে ১৮৫৭ সালের গোলযোগের সময়। সে আঘাত শুধু মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতারই অবসান ঘটায়নি; বরং তাদের মনোবল একেবারে ভেঙে দিলো। তাদের হৃদয়ে নৈরাশ্য ও হীনম্মন্যতার অমানিশা নেমে এল। তারা ইংরেজদের শাসনক্ষমতার দাপটে এতখানি সম্মোহিত হলো যে, তাদের ভেতরে স্বজাত্যবোধের চিহ্নমাত্র বাকি রইল না। এমনকি অপমান ও লাঞ্ছনার চরম প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে তারা এ পর্যন্ত ভাবতে বাধ্য হলো যে, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় হচ্ছে ইংরেজদের আনুগত্য করা; মান ইজ্জত লাভের পন্থা হচ্ছে ইংরেজদের সেবা করা এবং উন্নতি ও প্রগতির উপায় হচ্ছে ইংরেজদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা—এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পক্ষান্তরে তাদের নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সভ্যতার যা কিছু সম্পদ রয়েছে, তা হচ্ছে দীনতা ও হীনতার প্রধানতম কারণ।

১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানরা যখন আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, তখন তাদের মধ্যে দুরকম দুর্বলতা বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, চিন্তা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কর্মের দিক থেকে আগে থেকেই তারা ইসলামি প্রত্যয় ও কৃষ্টি-সভ্যতায় পরিপক্ক ছিল না। উপরন্তু এক অনৈসলামি পরিবেশ তার জাহেলি ধ্যান-ধারণা ও তামাদ্দুনসহ তাদের ঘিরে রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, গোলামি তার সমস্ত দোষত্রুটি সমেত কেবল তাদের দেহের উপরই নয়; বরং তাদের হৃদয় ও আত্মার উপরও চেপে বসেছিল। ফলে যেসব শক্তির সাহায্যে একটি জাতি তার তাহজিব ও তামাদ্দুনকে বহাল রাখতে পারে, সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

এই দ্বিবিধ কমজোরীর মধ্যেই মুসলমানরা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, ইংরেজ শাসকরা অতি সুকৌশলে আর্থিক উন্নতির সমস্ত দরজা তাদের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার চাবি রেখে দিয়েছে ইংরেজি স্কুল ও কলেজের মধ্যে। এবার ইংরেজি শিক্ষা লাভ করা ছাড়া মুসলমানদের আর কোনোই গতি রইল না। তাই স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে এক প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে উঠল। তার প্রভাবে গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হলো। এ ব্যাপারে প্রাচীনপন্থিদের বিরোধিতা সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। কারণ, ধন-দৌলত, মান ইজ্জত ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে জাতির আসল শক্তি যাদের করায়ত্তে ছিল, তারা এই নয়া আন্দোলনকে অভিনন্দন জানাল এবং এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় এগিয়ে এলো। ফলে ভারতের মুসলমানরা অতি দ্রুত ইংরেজি শিক্ষার দিকে এগিয়ে চলল। জাতির অকেজো ও অপদার্থ অংশটিকে পুরানো ধর্মীয় মাদরাসার জন্যে রেখে দেওয়া হলো যাতে করে তারা মসজিদের ইমামতি ও মক্তব-মাদরাসায় শিক্ষকতার কাজ আনজাম দিতে পারে। আর স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ শ্রেণির উত্তম শিশুদের ইংরেজি স্কুল-কলেজে পাঠানো হলো, যেন তাদের নিষ্কলুষ মন-মগজে ফিরিঙ্গি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার ছাপ অঙ্কিত হতে পারে।

এটা ছিল ১৯ শতকের শেষ চতুর্থাংশের অবস্থা। ইউরোপে তখন বস্তুবাদের চরম উন্নতি ঘটে। আধুনিক দর্শন ও নতুন বিজ্ঞানের নেতৃত্বে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের তাবৎ পুরানো মতবাদ বাতিল হয়ে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বস্তুত এই সময়ই আমাদের যুবসমাজকে ইংরেজি শিক্ষা ও ফিরিঙ্গি সংস্কৃতির দ্বারা অনুগৃহীত হবার জন্যে ইংরেজি স্কুল ও কলেজে প্রেরণ করা হলো। তারা আগে থেকেই ইসলামি শিক্ষায় আনকোরা এবং ইসলামি সংস্কৃতিতে অপরিপক্ক ছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজ শক্তির সামনে পরাভূত এবং ফিরিঙ্গি সভ্যতার জাঁকজমকে ছিল মোহমুগ্ধ। ফলে ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মানসিক কাঠামো বদলে গেল। তাদের ঝোঁক প্রবণতা ধর্মের দিক থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিরে গেল। কারণ, ইউরোপের কোনো লেখক-গবেষকের নামে কিছু পেশ করা হলে তাকে বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া এবং কুরআন-হাদিস ও ইসলামি মনীষীদের তরফ থেকে কিছু বলা হলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ দাবি করা ছিল ওই আবহাওয়ার সবচেয়ে প্রথম প্রভাব। এই পরিবর্তিত মানসিকতা নিয়ে তারা যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করল, তার মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার অধিকাংশই ছিল ইসলামের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার পরিপন্থি।

ইসলাম ধর্মের ধারণা হলো, তা হচ্ছে মানুষের জীবনবিধান। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ধর্মের ধারণা হচ্ছে, তা একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাত্র, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামে প্রথম জিনিস হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান, আর পাশ্চাত্যে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। ইসলামের গোটা কৃষ্টি ও সভ্যতাই ওহি ও রিসালাতে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর পাশ্চাত্যে ওহির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ এবং রিসালাতের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় রয়েছে। ইসলামে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে গোটা জীবনপদ্ধতি ও আচরণবিধির ভিত্তি, আর পাশ্চাত্যে এ মৌলিকটাই ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত। ইসলামে যেসব ইবাদত ও কাজ ফরয বলে গণ্য, পাশ্চাত্যে তা শুধু জাহেলি যুগের অর্থহীন প্রথা-মাত্র। এভাবে ইসলামের তাহজিব ও তামাদ্দুন পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আইনের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, আল্লাহই হচ্ছেন আইন প্রণেতা; রাসুল আইনের ব্যাখ্যাদাতা, আর মানুষ শুধু আইনের অনুগত মাত্র। কিন্তু পাশ্চাত্যে আইন প্রণয়নে আল্লাহর কোন অধিকারই স্বীকৃত নয়। সেখানে আইনপরিষদ হচ্ছে আইনপ্রণেতা আর জনগণ হচ্ছে পরিষদের নির্বাচক। রাষ্ট্রনীতিতে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর হুকুম কায়েম করা, আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্য জাতীয় রাষ্ট্র। ইসলামের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদ আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। অর্থনীতিতে ইসলাম হালাল উপার্জন এবং যাকাত ও সাদাকা প্রদান ও সুদ বর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে, আর পাশ্চাত্যের গোটা অর্থব্যবস্থাই সুদ নামক মুনাফার ভিত্তিতে চালিত। নীতিশাস্ত্রে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে আখিরাতের সাফল্য আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়ার মঙ্গল।

অনুরূপভাবে সামাজিক বিষয়াদিতেও ইসলামের পথ প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই পাশ্চাত্যের পথ থেকে ভিন্নতর। পর্দা ও পোশাক, নারী পুরুষের সম্পর্ক, একাধিক বিবাহ, বিবাহ-তালাকসংক্রান্ত আইন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, পিতা-মাতার অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং এ ধরনের আরও বহুতর বিষয়ে এ দু' সভ্যতার পার্থক্য অনেক এবং এত প্রকট যে, তা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিষ্প্রয়োজন। এ পার্থক্যের কারণ হলো, উভয় সভ্যতার মূলনীতিই পৃথক। আমাদের যুবসমাজ পরাভূত ও গোলামিসুলভ মানসিকতা এবং অসম্পূর্ণ ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে যখন ওই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবাধীনে প্রশিক্ষণ লাভ করল, তখন তার পরিণাম যা হবার তা-ই হলো। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের কোন যোগ্যতা সৃষ্টি হলো না। পাশ্চাত্য থেকে তারা যা কিছু শিখেছিল, তাকেই যথার্থ ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করল। অতঃপর অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত জ্ঞান নিয়ে ইসলামের নীতি ও আইন কানুনকে তারা উক্ত মানদণ্ডে যাচাই করতে লাগল এবং কোনো বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পেলে কখনও পাশ্চাত্যের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারেনি; বরং ইসলামকেই ত্রুটিপূর্ণ মনে করে তার নীতি ও আইন-কানুনের সংশোধন ও পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হলো।

ফলকথা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আধুনিক শিক্ষা হিমালিয়ান উপমহাদেশের মুসলমানদের যতই কল্যাণ সাধন করুক না কেন, তাদের ধর্ম ও সভ্যতার যে বিরাট ক্ষতিসাধন করেছে, কোনো কল্যাণের দ্বারাই তা পূর্ণ হতে পারে না।[৩]

[৩] তর্জমানুল কুরআন: অক্টোবর ১৯৩৪ইং।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

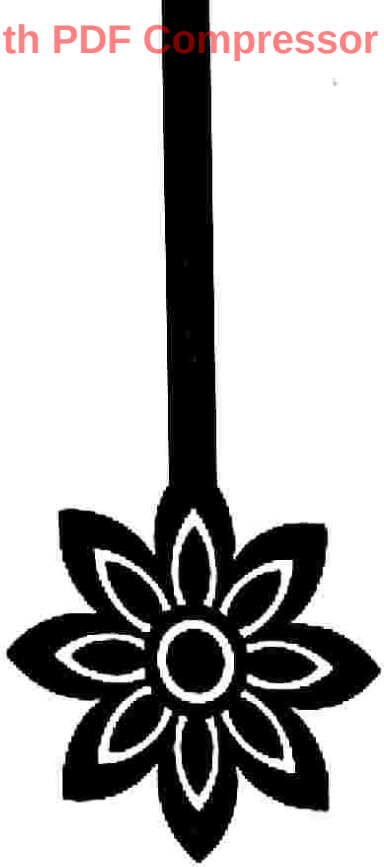

তৃতীয় পর্ব

ইসলামি সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

ইসলামি সভ্যতার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ঘোষণা হলো, মানবজাতি ও গোটা বিশ্বজগৎ সুপরিকল্পিতভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।

ইসলাম শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম নয়। আল্লাহ তাআলা নবি ও রাসুল পাঠিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে জীবন-যাপনের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেছেন। ঐসব জ্ঞানের সমষ্টিই হলো—দীন ইসলাম বা ইসলামি জীবনবিধান। মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি কীভাবে ব্যবহার করবে, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক জীবন কীভাবে পরিচালনা করলে দুনিয়ায় মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে এবং অশান্তি ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাবে, সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবি-রাসুলগণকে যে জ্ঞান দান করে পাঠিয়েছেন সেসবের সামষ্টিক নাম-ই দ্বীন ইসলাম।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আল্লাহর হেদায়াতের কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। ধর্মের নামে চার্চের অন্যায় ও জুলুমের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তারা তাদের গডকে চার্চে বন্দি করে রেখেছে এবং চার্চের বাইরে আসার উপর ১৪৪ ধারার মতো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাই তারা গড থেকে কোন পথনির্দেশ নিতে রাজি নয়। তাদের কাছে গড-এর বাণী হিসেবে যে বাইবেল রয়েছে, তা তো মানব রচিত গ্রন্থ। ইনজিল কিতাব যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল বর্তমানে তার তো কোনো অস্তিত্ব নেই; তাহলে গড-এর পথনির্দেশ তারা কোথায় পাবে?

তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলেই বিশ্বস্রষ্টার কোনো অবস্থান নেই। তাদের জ্ঞানের উৎস সৃষ্টিকর্তা নয়, ইতিহাসলব্ধ মানবজাতির অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং মানুষের মেধা, প্রজ্ঞা ও সাধনালব্ধ জ্ঞানই তাদের একমাত্র সম্বল, তাই তারা সেক্যুলার হতে বাধ্য।

আজ পর্যন্ত কুরআনের কোনো জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। কারণ, বিজ্ঞান সৃষ্টিজগতের যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তা যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, কুরআনও ঐ একই উৎস থেকে এসেছে। কুরআনের মতো কোনো বিশুদ্ধ সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে জ্ঞান পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নেই। বিশ্বে মুসলিম শাসনামলে কুরআনই বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা জুগিয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতি কুরআনের জ্ঞান চর্চা না করায় পাশ্চাত্যের দুয়ারে জ্ঞানের ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে।

নির্ভুল জ্ঞানের উৎস

একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানই নির্ভুল ও বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ জ্ঞান চিরন্তন সত্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান এক সময় আবার অশুদ্ধ হয়ে যায় না। তাই আল্লাহর দেওয়া নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে মানবজীবন পরিচালিত হলে কোনো সময়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে না। মানুষের মেধা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা যদি আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানকে অবলম্বন করে, তাহলে তারা যত জ্ঞান আহরণ করবে সবই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হবে। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষ যত জ্ঞান-ই চর্চা করুক না কেন তাতে নির্ভুল জ্ঞানের নিশ্চয়তা নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রেই নির্ভুল জ্ঞান নেই। ব্যক্তি গঠন, পরিবার গঠন, সমাজ গঠন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার পরিচালনা, অর্থনৈতিক বিধান, শিক্ষাব্যবস্থা, জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি অগণিত ব্যাপার রয়েছে, যেখানে নির্ভুল জ্ঞান না থাকার কারণে ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ভুল জ্ঞান প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বাস্তবে সমস্যা দেখা দেয়। তখন নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সে জ্ঞান প্রয়োগ করার পর আবার কোনো সমস্যা দেখা দিলে নতুন জ্ঞানের ভিত্তিতে আবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এভাবেই মানবজাতি ভুলের ভেতর আবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনের ঘানি টেনে চলছে।

এ বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক হেগেল 'দ্বন্দ্ববাদ'-নামক থিউরি পেশ করেন, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি প্রধান ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। সহজ ভাষায় এ থিউরির বক্তব্য নিম্নরূপ—

মানুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা, সাধনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৪০০ বছরের পুরানো জ্ঞান আধুনিক যুগে অচল। অতীত কালের যা কিছু, তা এ যুগে চলতে পারে না। এ সিদ্ধান্ত কত মারাত্মক! প্রাচীন চিন্তাধারা ও জ্ঞান সবই বর্জনীয় বলে বিশ্বাস করলে নতুন সবকিছু যত ভ্রান্তই হোক তা গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়।

অথচ এমন থিউরি বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার কষ্টিপাথরে এক মুহূর্তও টিকে না। 'সত্য কথা বলা ভালো, মিথ্যা বলা মন্দ'—এ চিন্তাটি কত প্রাচীন? কিন্তু প্রাচীন বলেই কি এ মহাসত্য পরিত্যাজ্য বলে কেউ দাবি করতে সাহস করবে? সকল মানবীয় গুণাবলিই জ্ঞানের ময়দানে প্রাচীন। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ সবই প্রাচীন। হয়তো এ কারণেই আধুনিকতার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট নৈতিক মূল্যবোধের কোনো মূল্য নেই।

গণতন্ত্র

পশ্চিমা চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র নেহায়েত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং গণতন্ত্র একটি জীবনাদর্শ এবং দর্শন। তারা অত্যন্ত উচ্চাভিলাসের সাথে ঘোষণা দেয়—পশ্চিমা গণতন্ত্র সরকার ব্যবস্থার গণ্ডি পেরিয়ে মানবীয় সম্পর্কের সকল পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। সে হিসেবে তাদের ধারণা, তাদের সভ্যতার গৌরবময় আদর্শ হলো সেক্যুলার ডেমোক্রেসি। এর তাৎপর্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলো, সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতকেই গ্রহণ করতে হবে। এমনকি নৈতিক বিষয়েও মেজরিটির রায়কেই সঠিক বলে নিতে হবে। কমিউনিজম সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্বে ৭০ বছর দাপটের সঙ্গে ডেমোক্রেসির মোকাবিলা করেছে। মস্কোতেই কমিউনিজম আত্মহত্যা করে Secular Democracy-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পর পাশ্চাত্য সভ্যতা এ বিষয়ে মানবজাতির অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ বলে গর্ববোধ করছে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিকোণে গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, 'মিথ্যা বলা ভালো'—এমন কথা হাজারও লোক দাবি করলেও যেমন মিথ্যা কখনো ভালো বলে গৃহীত হয় না, ঠিক তেমনি পশ্চিমারা এবং তাদের দালালরা গণতন্ত্রকে যত ডাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করুক না কেন, তা কখনোই বৈধ হবে না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আরেকটি দিক হলো—যৌনসম্পর্ক। তাদের সভ্যতা মতে বিবাহ ছাড়াই যৌনসম্পর্ক সম্পূর্ণ বৈধ বলে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। আধুনিক যুগের পশ্চিমা আইনপ্রণেতারা হিসাব-নিকাশ করে এই উপসংহারে এসে পৌঁছেছে যে, 'বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট নামের এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণেই এখানে 'পারস্পরিক সম্মতি' সত্ত্বেও যৌনতাকে অবৈধ বলা হচ্ছে।'

সে সময়ের আইনপ্রণেতারা বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্কের বৈধতা নিরূপণে নতুন আইন প্রণয়ন করে। ধর্ষণ যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে একটি অগ্রহণযোগ্য ব্যাপার; তাই তারা আইনটি সাজাল এভাবে—উভয়পক্ষের 'সম্মতি' থাকলেই যেকোনো যৌনসম্পর্ক বৈধ এবং গ্রহণযোগ্য হবে। তবে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোনো শিশুর সাথে যৌনসম্পর্ক (Pedophilia) স্থাপন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা শিশুদের অপরিপক্কতার সুযোগ নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এ আইনের অপব্যবহার করতে পারে। এ কারণে তারা এ ধরনের যৌনসম্পর্কের বৈধতা প্রদান করতে 'সাবালকত্ব' (Adulthood) নামে একটি নতুন ধারা সংযোজন করল, যা প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি স্লোগানটি পুরো পশ্চিমজুড়ে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। অবাধ যৌনতার বাঁধভাঙা জোয়ারে ভাসে তারা। নিজেদের মধ্যে স্ত্রী অদল-বদলের পার্টি (Wife Swapping) থেকে শুরু করে দল বেঁধে যৌনমিলন, টপলেস বার কালচার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অনাচার ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমাদের মাঝে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশ্চাত্যের এই হীন চিন্তা থেকেই তারা বিয়েকে উপেক্ষা করে, বোঝা মনে করে। তারা মেয়েদের শুধু খেলনা মনে করে। মনে করে মেয়েরা কেবল পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানোর বস্তুমাত্র।

এই প্রসঙ্গে শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দির বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। তিনি নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। একবার তিনি একটি কারখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানকার এক সিনিয়র ইনজিনিয়ার আরেকজনকে বলছে, তুমি এক মাসের জন্য এখানে এসেছ, যখন তুমি ফিরে যাবে তখন এ কথা জানা নেই, তুমি তোমার স্ত্রীকে পাবে কি না? এ কথার উত্তরে লোকটি বলল, আরে এটা চিন্তার কোনো বিষয় নয়। কারণ, Women are like buses if you miss one, take another one. (মেয়েরা হচ্ছে বাসের ন্যায়, যদি তুমি একটি বাস ফেল করো, তাহলে আরেকটিতে চড়ে বসবে)। যে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির এ অবস্থা সেখানে নারীর মর্যাদা কোন পর্যায়ে!

তিনি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার UK এর এক ইনজিনিয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। কথোপকথনের একপর্যায়ে সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সন্তান-সন্ততি কয়জন? আমি আমার পারিবারিক অবস্থা তাকে বললাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সন্তানাদির খবর কী? সে বলল, আমি তো এখনো কুমার, বিয়ে করিনি। আমি বললাম, মনে তো হচ্ছে আপনার বিয়ের বয়স হয়েছে। সে বলল, হ্যাঁ, আমার বয়স এখন ৫২ বছর। আমি বললাম, আপনি শিক্ষিত মানুষ, বয়সও অনেক হয়েছে, কেন বিবাহ করছেন না? সে উত্তরে বলল—If you can find milk in the market, there is no need to have a cow in your house. (যখন তুমি বাজারে দুধ পাচ্ছ, তখন ঘরে গাভি পালার তো কোনো প্রয়োজন নেই)।

চিন্তা করুন, যে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির ভেতর এই ধ্যান-ধারণা, সে সমাজের অবস্থা কতটা নির্লজ্জ হতে পারে! ইসলাম এই নির্লজ্জতা ও বেলেল্লাপনার কঠোর বিরোধিতা করেছে। এর বিপরীতে লজ্জাশীলতার পবিত্র জীবন অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

এবার দেখুন তাদের এ থিউরি তথা বিয়েকে উপেক্ষা করা বা অবাধ যৌনাচারের ফলে কী ক্ষতি হচ্ছে তাদের—'এশিয়ার সমৃদ্ধ দেশ চীনেও পশ্চিমা সভ্যতার বাঁধভাঙা জোয়ার এসে আঘাত হানতে শুরু করেছে। সেখানে পারিবারিক সম্পর্ক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খুব দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক দৈনিকে এ খবর প্রকাশিত হয়। খবরে আরও বলা হয়—গত বছর চীনে প্রায় ২০ লাখ দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। অন্যদিকে মাত্র ১০ লাখ ২০ হাজার লোক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।'

এ থেকে বোঝা যায়, বিয়ে হচ্ছে একটা আর ভেঙে যাচ্ছে দুটো। তার মানে পশ্চিমা সভ্যতার দৌরাত্ম্যে ইউরোপ-আমেরিকাতে যেভাবে পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে, তেমনই অন্যান্য রাষ্ট্রেও ভয়াবহ এ সভ্যতা আঘাত হানছে।

এর ফলাফল তথা তাদের এই বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলাফল কী হচ্ছে? এর ফলাফল হলো, পরিণত বয়সে পিতা-মাতা যখন প্রায় একঘরে হয়ে মৃত্যুর দিন গোনে, তখন তাদের সন্তানরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে কিংবা নাইট ক্লাবে মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। শুধু তাই না, ঠুনকো বিষয় নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে স্বামী থাকে একখানে আর স্ত্রী থাকে অন্যখানে।

পরিণত বয়সে দৈহিক চাহিদা না থাকলেও মানসিক ও মানবিক চাহিদা যে মানুষের থাকেই তা বোধ হয় পশ্চিমারা সকলে না হলেও অনেকেই স্বীকার করতে বাধ্য। মানুষ সামাজিক জীব। বিয়ে একটি স্বীকৃত সামাজিক বন্ধন। এর মাধ্যমে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব বাড়ে। মানবিক সম্পর্ক গভীর ও দৃঢ় হয়। ভালোবাসা, প্রেমপ্রীতি, সৌহার্দ্য প্রভৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পৃথিবীর জীবন হয়ে ওঠে ছন্দময় ও গতিশীল। এ জন্য ইসলামি জীবনব্যবস্থায় বৈবাহিক জীবনকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের সম্পর্ককে হারাম করা হয়েছে। এমন স্বীকৃতি রয়েছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মেও। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের সমাজেও আজকাল আধুনিকতার নামে বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের জীবনাচার ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে।

এখানেই শেষ নয়, বরং এরচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, তারা সমকামিতার মতো মহাপাপকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে পাশবিক জীবনকে উৎসাহিত করে চলছে অনবরত। এরই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পশ্চিমারা বিবাহের মতো সামাজিক বন্ধনকে উপেক্ষা করার মতো দুঃসাহস দেখিয়ে পশুপ্রবৃত্তিকে বরণ করছে। এমনকি যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারিবারিক জীবনে আবদ্ধ হয়েছিল তাদের সামাজিক কালচারের ফলে তাদেরও অনেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে বর্তমানে একাকিত্বকে গ্রহণ করছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ এবং নির্মম তা তাদের থেকেই আমরা দেখতে পাই। পশ্চিমা দেশে এমনও ঘটনা ঘটে যে, আধুনিক চাকচিক্যময় বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি মরে পড়ে থাকে, তাদের দাফনের জন্য কোনো পুত্র-কন্যা বা আত্মীয়-স্বজনকে পাওয়া যায় না। সরকারের পুলিশ এসে তাদের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করে। তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছ থেকে এর চাইতে মানবিক কোনো আচরণ প্রত্যাশা করা যায় কি? প্রকৃত অর্থে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসে বিবাহ, পারিবারিক সম্পর্ক, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য, আত্মীয়তার বন্ধন, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার তথা সামাজিক বন্ধন ও প্রশান্তির যে গুরুত্ব দিয়েছে তার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত বটে, তবে এ কাজটি বাধাহীনভাবে উৎসাহিত করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, ইসলামি শরিয়তে যতগুলো জায়েজ বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় একটি জায়েজ বিষয় হলো—তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ। ইউরোপ-আমেরিকাসহ চীনে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, বিবাহ বহির্ভূত জীবন-যাপনে মানুষ যে হারে উৎসাহিত হচ্ছে এবং সেসব দেশে পারিবারিক সম্পর্ক যে হারে ভেঙে যাচ্ছে তা পশ্চিমা সমাজের একটি ব্যাধি বৈকি।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, পশ্চিমাদের কাছে নারী কেবল ভোগের বস্তু বৈ কিছুই নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে একশ্রেণির জ্ঞানপাপীরা এ কথা বলে বেড়াচ্ছে যে, ইসলাম নারীকে পর্দার বেষ্টনীতে আটকে রেখে তাদের কেবল ভোগের বস্তু বানাতে চায়। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতায় নারীর অবস্থানটা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সেই সাথে ইসলামপূর্ব যুগে নারীর অবস্থা ও বর্তমানে অন্যান্য ধর্মে বা সমাজে নারীর অবস্থানও তুলে ধরছি :

হিন্দুস্থানে নারী

হিন্দুস্থানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'মনু সংহিতা'য় পিতা, স্বামী কিংবা দুজনের মৃত্যুর পর পুত্রহীন নারীর স্বতন্ত্র-ব্যক্তিগত কোনো অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আর পিতা, স্বামী ও পুত্র; এই তিন জন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোনো এক পুরুষ-আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা আবশ্যক ছিল। সে কোনো অবস্থাতেই তার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল না। জীবিকার ক্ষেত্রে তার অধিকার বঞ্চনার চাইতেও বেশি নির্মম ছিল স্বামীর বিয়োগপরবর্তী জীবনে বেঁচে থাকার অধিকারের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামাজিক অস্বীকৃতি। সমাজ মনে করত স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যার ফলে স্বামীর মৃত্যুর দিন 'সতীদাহ'ই (স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মরা) ছিল এমন নারীর অবধারিত নিয়তি। এই প্রাচীন রীতি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে ১৭ শতক পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির মুখে এর বিলুপ্তি ঘটে।

ফ্রান্সে নারীদের সম্পর্কে ধারণা

উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের কথা উল্লেখ করছি, ফ্রান্সে নারীদের সম্পর্কে ধারণা ছিল, নারীই হলো সমাজের যত অনিষ্ট ও অকল্যাণের কারণ।

চীনে নারীদের সম্পর্কে ধারণা

চীনে নারীদের সম্পর্কে ধারণা হলো, তাদের মধ্যে শয়তানের প্রেতাত্মা থাকে। ফলে নারীই হলো সমাজের যত অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলার একমাত্র ভিত্তি।

জাপানে নারীদের সম্পর্কে ধারণা

খ্রিষ্টবাদ বৈরাগ্যতার আবিষ্কার করেছে। ফলে তাদের আলিমদের মত হলো, দাম্পত্যজীবন আল্লাহর মারিফত তথা পরিচয় লাভের প্রতিবন্ধক। সুতরাং তাদের শিক্ষা হলো, পুরুষরা পুরোহিত হয়ে থাকবে আর নারীরা নান হয়ে থাকবে। নারী-পুরুষ সকলেই একাকী জীবনযাপন করবে, তাহলেই আল্লাহর মারিফাত লাভ করা সম্ভব হবে। তারা দাম্পত্যজীবনকে এর জন্য প্রতিবন্ধক মনে করে থাকে।

হিন্দু ধর্মে নারীদের প্রতি আচরণ

হিন্দু ধর্মে কোনো নারীর স্বামী বিয়োগ হলে সেই যুবতীকে অলুক্ষণে মনে করা হয়। ফলে তার স্বামীর লাশ পোড়ানোর সময় তাকেও স্বামীর সাথে চিতায় আত্মাহুতি দিতে হতো। তাদের ইচ্ছানুযায়ী, এভাবে সে নারী তার সতীত্ব রক্ষা করত। এটিকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়। যদি কোনো নারী এরূপ আত্মাহুতি না দিত তাহলে হিন্দু সমাজে তার সম্মানজনক অবস্থান ও জীবনযাপন সম্ভব হতো না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হামুরাবী আইনে নারী

হামুরাবী আইন—যার জন্য ঐতিহাসিক বাবেল নগরী প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে নারীকে গৃহপালিত পশুর উর্ধ্বে মনে করা হতো না। নারীর মর্যাদার অবস্থা ছিল, কেউ যদি কারও কন্যাকে হত্যা করত, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহত কন্যার বাবার হাতে হত্যাকারীর নিজের কন্যাকে আজীবনের জন্য হস্তান্তর করতে হতো। নিহতের বাবা তাকে হত্যা করবে না মাফ করবে নাকি তাকে তার দাসী-বাঁদি হিসেবে রেখে দেবে সেটা ছিল তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। অবশ্য প্রতিশোধ হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যাই করা হতো।

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় নারী

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় নারী ছিল সব ধরনের অধিকার এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। তাদের স্বল্পসংখ্যক জানালাবিশিষ্ট এমন বিশাল ঘরে রাখা হতো, যা হতো রাস্তা থেকে অনেক দূরে।

ইসলামপূর্ব যুগে নারীর অবস্থান এবং ইসলামে নারী মর্যাদা

আরবে ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীদের অধিকার এমনভাবে পদদলিত করা হতো যে, মানুষ নিজের ঘরে কন্যাসন্তানের জন্মকে সহ্য করতে পারত না। ফলে পিতা নিজের কন্যাসন্তান জীবন্ত পুঁতে ফেলত। নারীদের অধিকার এ পরিমাণে ভূলুণ্ঠিত ছিল যে, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার সহায়-সম্পত্তি যেমনিভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মালিকানায় স্থানান্তরিত হতো, তেমনিভাবে তার স্ত্রীও তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রীদের কাতারে শামিল হয়ে যেত। অর্থাৎ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আপন মাতাকে স্ত্রীতে পরিণত করত।

এমনই এক সময়ে রহমতের নবি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরার বুকে আগমন করে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—হে লোকসকল, নারী যখন কন্যা, তখন সে তোমার সম্মানের বিষয়। নারী যখন বোন, তখন সে তোমার মর্যাদা ও পবিত্রতা। নারী যখন স্ত্রী, তখন সে তোমার জীবনসঙ্গিনী। নারী যখন মাতা, তখন তার পদতলে তোমার জান্নাত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি আরও বলেন—যে ব্যক্তির দুটি কন্যাসন্তান আছে, সে যদি তাদের উত্তম শিক্ষা দান করে ও তাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সে জান্নাতে আমার এত নিকটবর্তী হবে, যেমন হাতের দুটি আঙ্গুল পরস্পর নিকটবর্তী। সুতরাং কন্যাসন্তান জন্মের দ্বারা যেন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সুতরাং কোনো সংকোচ ছাড়াই এ কথা বলা যায় যে, ইসলাম কস্মিনকালেও নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করে না। এর আরও প্রমাণ হলো—১. ইসলামে নারীকে সম্মানজনক মোহর প্রদানের মাধ্যমে বিয়ে করতে হয়। ২. নারীর সারা জীবনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে তুলে নিতে হয়। তা ছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন—

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ করো, তাহলে তোমরা এমন বস্তুকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৪]

হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

'তোমাদের পরিবারের নিকট উত্তম ব্যক্তিই হলো প্রকৃত উত্তম ব্যক্তি।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে ইরশাদ করেন—

وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম।'

সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনকে উদাহরণ ও আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে বলেন, কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

[৪]. সুরা নিসা, আয়াত ১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাচাই করতে হলে তার বন্ধু-বান্ধব থেকে জিজ্ঞাসা না করে, তার ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারকি না করে, তার স্ত্রীর নিকট জানতে চাও, ব্যক্তি হিসেবে সে কোন পর্যায়ের? স্ত্রী যদি সাক্ষ্য দেয়, আচরণে সে একজন উত্তম ব্যক্তি, তাহলেই সে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন—

يَظِلُّ أَحَدُكُمْ يَضْرِبُ اِمْرَاَتَه ضَرْبَ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَظِلُّ يُعَانِقُهَا وَلَا يَسْتَحْيِي

(বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার!) তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীকে দাস-দাসীর মতো প্রহার করে, এরপর তার সাথে আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে লজ্জাবোধ করে না![৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন—

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ اَعْلَاه فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُه كَسَرْتَه وَاِنْ تَرَكْتَه لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ-

তোমরা নারীদের সম্পর্কে আমার অসিয়ত (নির্দেশ) গ্রহণ করো। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের (পুরুষের) পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সর্বাধিক বাঁকা উপরের হাড়। (আদম আ.-এর পাঁজরের হাড় হতে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।) যদি তুমি ঐ হাড় সোজা করতে চাও, তবে ভেঙে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় বাঁকা থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের সম্পর্কে আমার উপদেশ গ্রহণ করো।[৬]

এখানে নারীর প্রতি ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন! নারী যদি পুরুষের ভোগের সামগ্রী হবে, তাহলে কী তার ব্যাপারে হাদিসে এভাবে বর্ণনা করা হতো? একাধিক হাদিস ও বিভিন্ন ঘটনার পাশাপাশি উম্মুল মুমিনিনদের জীবনাদর্শ দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন, নারীর সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে। তিনি

---

[৫] কানযুল উম্মাল, হাদিস নং- ৪৯৮২।

[৬] বুখারি, মুসলিম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুঝিয়েছেন যে, নারী কোনো ভোগের বস্তু নয়, বরং নারী পুরুষের পরিপূরক।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أَلَا اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

হে লোকসকল, তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচরণ করবে।[৭]

সুতরাং এ সকল আয়াত ও হাদিস দ্বারা কি প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারীকে ভোগ্য সামগ্রী মনে করে? ইসলাম নারীকে পুরুষের পরিপূরক হিসেবে মূল্যায়ন করে। নারী ছাড়া পুরুষ মূল্যহীন। সুতরাং যে জিনিস ছাড়া একটি মানুষের জীবন মূল্যহীন, সে জিনিসটি সে মানুষের কাছে কত মূল্যবান হতে পারে, ভেবে দেখুন।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা নারীদের হারানো মর্যাদা ও অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, নারী কি ইসলামি সভ্যতায় ভোগের বস্তু না কি পাশ্চাত্য সভ্যতায়?

তাদের ধ্বংস সবে শুরু হয়েছে। কারণ, যৌনাচারের জন্য বর্তমানে তারা 'প্রাপ্ত বয়স্কের সম্মতি' নীতিকে কাজে লাগিয়ে যে আইন প্রণয়ন করেছে তাতে তারা চাইলেই তাদের মাহরাম তথা মা, বোন কিংবা আপন কন্যার সঙ্গে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হতে পারবে; কেবল তারা দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং এ কাজে সম্মত হলেই হয়; এটা ছাড়া এই পশুসুলভ নিকৃষ্ট কাজে তাদের আর কোনো আইনগত বাধা নেই। আর এটিই তাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আমরা উপরের আলোচনায় জানতে পেরেছি।

কিন্তু তাদের এই জীবনব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামি জীবনব্যবস্থা হলো—আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আইনই হলো সর্বোচ্চ এবং অপরিবর্তনীয়। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ তাআলা যেটাকে মন্দ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, ইসলামি নৈতিকতার বিচারে তা সবসময় মন্দ হিসেবেই বিবেচিত হবে; কখনোই তা উত্তম বিবেচিত হবে না। কারণ, মানবজাতি এবং মানবসমাজের মৌলিক যে প্রকৃতি তাতে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি এবং তা হওয়াও সম্ভব

[৭] সুনানে তিরমিযি: ১১৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নয়। নৈতিকতার একটি দৃঢ় ভিত্তি না থাকলে মানবসমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে। আর যদি মানুষের হাতে নৈতিকতার ভিত্তি গড়ার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়, সেটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ

সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে আসমান, জমিন এবং এগুলোর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত।[৮]

তাদের এই অবাধ যৌনাচারের আরেকটি নমুনা

বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকরী নৈতিক গুণাবলি বর্জন করা হয়েছে। তাদের সমাজে অবৈধ ও যৌনসম্পর্ক এমনকি সমমৈথুনকেও চরিত্রহীনতা বিবেচনা করা হয় না। নৈতিকতাকে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কারণ, এ দুটি ক্ষেত্রে সরকারি স্বার্থে নৈতিকতা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ খ্রিষ্টান কিলার ও ব্রিটিশ মন্ত্রী প্রফুমোর যৌন কেলেংকারীর বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ সমাজ যৌন অপরাধ হিসেবে এ বিষয়টিকে লজ্জাজনক বিবেচনা করেনি। খ্রিষ্টান কিলার ব্রিটিশ মন্ত্রী প্রফুমো ছাড়াও রাশীয় দূতাবাসের জনৈক নৌবাহিনীর কর্মকর্তার সাথে একই সময় যৌনসম্পর্ক স্থাপন করায় রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকেই নিন্দনীয় বিবেচনা করা হয়। যৌন কেলেংকারী বিষয়টিকে মোটেও অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়নি। সব চাইতে জঘন্য ব্যাপার এই যে, মন্ত্রী-মহোদয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং পরে তার ঐ মিথ্যা উক্তি প্রকাশ হয়ে যায়। আমেরিকান নাগরিকদের মধ্য থেকে যারা উল্লিখিত ধরনের গুপ্তচর বৃত্তি সম্পর্কিত কেলেংকারীর সাথে জড়িয়ে পড়ে তারা রাশিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে। সেখানেও যৌন অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় দানে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

তাদের সমাজের লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও গল্প লেখক অবিবাহিত হোক কিংবা বিবাহিত সকলেই প্রকাশ্য অবাধে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের পরামর্শ দেয় এবং

---

[৮] সূরা মুমিন, আয়াত : ৭১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ বিষয়টি নৈতিক অপরাধ নয় বলে অভিমত প্রকাশ করে। হ্যাঁ, তাদের বিবেচনায় যদি কোনো যুবক বা যুবতি সত্যিকার আন্তরিক ভালোবাসা ছাড়াই পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তবে তা অপরাধ। বিপরীতে কোনো স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর জন্যে কোনো ভালোবাসা না থাকা সত্ত্বেও যদি সে নিজের সম্ভ্রম ও সতীত্বের হেফাজত করতে থাকে, তাহলে সে সমাজে এ মহিলা নিন্দনীয়, বরং এ অবস্থায় অন্য কোনো প্রেমিক খুঁজে নেওয়াই প্রশংসনীয়। এ পন্থা অবলম্বনের পক্ষে ডজন ডজন গল্প লেখা হয়। সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, সাধারণ প্রবন্ধ, ভাবগম্ভীর ও হালকা ফিচার এবং কার্টুনাদির মাধ্যমে নোংরা ও নির্লজ্জ জীবনযাত্রার প্রতি আহ্বান করা হয়।

মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এবং মানবতার ক্রমবিকাশের মানদণ্ড অনুসারে উল্লিখিত ধরনের সমাজব্যবস্থা পশ্চাদমুখী এবং সভ্যতা বিবর্জিত সমাজ।

মানুষের উন্নতির ধারা পশুপ্রবৃত্তির পর্যায় থেকে ঊর্ধ্বগামী হয়ে উচ্চ মূল্যবোধের দিকে পরিচালিত হয়। মানুষের স্বভাবে যে প্রবৃত্তি রয়েছে, তার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করার জন্য ইসলাম বিবাহব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে দেহের জৈবিক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে ভবিষ্যৎ বংশধরদের লালন-পালন ও পূর্ণ মানবসুলভ বৈশিষ্ট্য-সহকারে তাদের গড়ে তোলার জন্যে প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। মানবসভ্যতা এভাবেই টিকে থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই যে সমাজ মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সাথে মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকাশ লাভ করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দানে আগ্রহী, সে সমাজকে পারিবারিক পবিত্রতা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিবারকে দৈহিক উত্তেজনার প্রভাব মুক্ত হয়ে তার মৌলিক কর্তব্য পালনের সুযোগ দান করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। অপরপক্ষে যে সমাজে নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষা ও বিষাক্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিরাজমান এবং যেখানে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকে নৈতিক মূল্যবোধের বহির্ভূত বিবেচনা করা হয়, সে সমাজে মনুষ্যত্ব গড়ে উঠার সুযোগ কোথায়?

তাই একমাত্র ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ইসলামি শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই মানবসমাজের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। মানবসমাজের উন্নয়নের জন্য গৃহীত স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এ সত্য স্বীকৃতি লাভ করে যে, ইসলামি সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা এবং ইসলামি সমাজই হচ্ছে সত্যিকার সভ্য সমাজ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম

পশ্চিমা সভ্যতার মূলভিত্তি হলো—সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ বা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মচর্চার অনুমোদন দেওয়া। তারা মনে করে—সেক্যুলারিজম থেকে উদ্ভূত তাদের জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ গোটা বিশ্বের মেনে নেওয়া উচিত। এর জন্য অন্যদের বাধ্য করাও তাদের দায়িত্ব বলে তারা মনে করে। কারণ, তাদের বিশ্বাস পশ্চিমা সভ্যতাই একমাত্র সঠিক ও আদর্শিক।

অথচ Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো এমন এক সামগ্রিক বিশ্বাস, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে, শুধু ব্যক্তিগত ধর্মীয় ইবাদতের অনুমোদন করে। এ মতবাদ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের কোনো প্রভাব গ্রহণযোগ্য নয়; নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো প্রভাব থাকতে পারে না। অথচ ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিগত ইবাদতের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়, অনুরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়। কেননা ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আছে। এসব নির্দেশনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মানা ফরজ। তাই Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ।

ইসলামি সভ্যতা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, ধর্মনিরপেক্ষতা তার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলামি সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে একজন মুসলিমের বিশ্বাস ও তার ইবাদত। একটি ইসলামি সমাজ মানেই হলো মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস এবং কর্মের প্রতিচ্ছবি। ইসলামি শরিয়াহ আইনের ভিত্তিতেই মুসলিম জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এবং নাগরিকনীতি পরিচালিত হবে। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা একটি চরম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ এবং কুফর হিসেবে বিবেচিত। এই মূলনীতিটি পরিষ্কারভাবে কুরআনে উল্লেখ আছে—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।[৯]

---

[৯] সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি ফসলমাত্র। জীবজন্তুর মতো তার জীবনেরও তেমন বিশেষ কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। ব্যাপারটা এককথায় এমন—'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি করো, আগামীকাল বাঁচবে কিনা কে বলতে পারো।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেকের মনে হতে পারে, ধর্ম মানুষকে জীবন উপভোগ করতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই, ধর্মের পুরো ব্যাপারটি পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। কেউ যদি নিজেদের 'রঙিন দুনিয়া' থেকে গুটিয়ে রাখতে চায় রাখুক, তবে বাকিরা যেভাবে খুশি সেভাবে জীবনযাপন করতে পারবে, ধর্মের সেখানে নাক গলানো চলবে না। এই চিন্তা হলো পশ্চিমা সভ্যতা ও আদর্শের ভিত্তি, যা সকল অনিষ্টতার জন্ম দিয়েছে।

বস্তুবাদের বিশ্বাস

Matter বা বস্তু কিংবা জড়পদার্থ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যা কিছু দেখা যায়, ধরা যায়, যার অস্তিত্ব বাস্তবে টের পাওয়া যায় তাকেই বস্তু বলা হয়। খ্রিষ্টধর্মের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ যখন চরমে পৌঁছে তখন দার্শনিক Hume দাবি করেন যে, বস্তুর উর্ধ্বে আর কিছু নেই। যদি থাকেও তা আমাদের প্রয়োজনে আসে না। এ মতবাদকেই Materialism বা বস্তুবাদ বা জড়বাদ বলা হয়।

বিজ্ঞান শুধু বস্তু ও বস্তুগত শক্তি (Matter and Material Energy) নিয়েই চর্চা করে। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে অত্যন্ত সহজেই প্রভাবিত করে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার তো বাস্তব সত্য হিসেবেই ধরা দেয়। খ্রিষ্টান পাদ্রিরা এ বিজ্ঞানের বিরোধিতা করার ফলে বিজ্ঞানের প্রভাবিত মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়। গড, বাইবেল, প্রফেট, পরকাল, দোজখ, জান্নাত ইত্যাদি যেহেতু বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে, সেহেতু এসবকে ধর্মীয় নেতাদের মনগড়া চিন্তার ফসল বলে উড়িয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। ধর্মের নামে অযৌক্তিক বাড়াবাড়িই ধর্মের বিরুদ্ধে এ বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

Hume এ মনোভাবটিকে দার্শনিকতার রূপ দান করে দাবি করেন যে, বস্তুর বাইরের কোনো কিছুকে বিশ্বাস ও স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, সেসব মানুষের বাস্তব জীবনে কাজে আসে না। তাই বস্তুবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের নিকট আল্লাহ, রাসুল, ওহি, পরকাল ইত্যাদি নিছক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমাত্র। আধুনিক মতবাদ হিসেবে বস্তুবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের দৃষ্টিতে এ মতবাদ চরম জাহেলিয়াত। এ মতবাদকে সত্য বলে স্বীকার করলে মানুষের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। অথচ ইসলামের বক্তব্য হলো, মানবদেহ বস্তুগত সত্তা হলেও আসল মানুষটি বস্তু নয়, বরং তা রুহ। সুতরাং ভালো ও মন্দের বিচারবোধ বা বিবেকের অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? বিবেককে জড় পদার্থ বলে দাবি করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

বিশ্বে কি বস্তুই সবকিছু? ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, সহানুভূতি ইত্যাদির কি কোনো অস্তিত্ব নেই? বস্তুজগৎ নিয়ে গবেষণায় তৎপর ল্যাবরেটরি কি এসব নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম? এসবই বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। অথচ এসবের অস্তিত্ব মানবজীবনে স্বীকৃত মহাসত্য। সন্তানের জন্য মায়ের ত্যাগ, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের জজবা অস্বীকার করা কি সম্ভব? এসব অস্তিত্ববান হলেও বিজ্ঞানের নাগালের মধ্যে পড়ে না। পরীক্ষাগারে যা আনা সম্ভব, বিজ্ঞানের আলোচনা তো ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ। তাই বস্তুর উর্ধ্বেও সত্যের অস্তিত্ব রয়েছে এটা মানতেই হবে। কিন্তু এ বিষয়টি মানতে পশ্চিমারা নারাজ। কারণ, আগেই বলা হয়েছে তারা বস্তুবাদে বিশ্বাসী। আর এ কারণেই তারা বিয়ে করে পরিবার গঠন করার চেয়ে লিভ-টুগেদারেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নাবালক সন্তান বেবি কেয়ারে পারিবারিক বন্ধনহীনভাবে পিতা-মাতার স্নেহ বঞ্চিত হয়ে বেড়ে ওঠাই তাদের কাছে অধিক পছন্দের। তারা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখাশোনার জন্য বৃদ্ধাশ্রমের উপর নির্ভর করে। পারিবারিক বন্ধনহীনতা ও বিকৃত মানসিকতা সেখানে এমনরূপ ধারণ করেছে যে আজ কুকুর-বিড়ালের সাথেও তারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়—এমন অসুস্থ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অনুকরণ করার ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মানুষের নিরাপদ আশ্রয় পিতা-মাতার কাছেও সন্তান আর নিরাপদ নেই। বাবা বা মায়ের হাতেই সন্তান খুন হচ্ছে। বিপরীতে পিতা-মাতাকেও সন্তান খুন করতে দ্বিধা করছে না। পিতা-মাতার সঞ্চিত অর্থসম্পদ আত্মসাতের জন্য তাদের শেষজীবনে সন্তানই বিভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাইরের চোর-ডাকাত না হয় আইনের আশ্রয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় কিন্তু ঘরের এই বিভীষণকে কে রুখবে? তাই এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে- পাশ্চাত্যের এই বস্তুবাদী, আত্মাহীন সভ্যতার তৈরি প্রচলিত সিস্টেম অনুকরণ করার ফলে সমাজে যে ভয়াবহ পচন ধরেছে আমরা সেটাকেই চর্চা করে যাব;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না কি আল্লাহর দেওয়া নিখুঁত, ভারসাম্যপূর্ণ, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থাকে জাতীয় জীবনে গ্রহণ করব। এখন সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলে ভবিষ্যতে শত আইন করেও আমরা এর চেয়ে করুণ পরিণতি এড়াতে পারব না।

ডারউইনিজম

Science এর বইগুলোতে মানুষের আদি উৎসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডারউইনের বিবর্তনবাদের Theory উপস্থাপন করা হয়েছে। চার্লস ডারউইন তার The Origin of Species (১৮৫৯) বইয়ে প্রাণিজগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই Theory অবতারণা করেন। এই তত্ত্ব মতে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে বানর জাতীয় মানুষ (Ape) থেকে, পর্যায়ক্রমে মিলিয়ন বছরের মাধ্যমে। আর তিনি এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বা 'যোগ্যরাই টিকে থাকে' বা Survival of the Fittest নামে অধিকতর পরিচিত। এই সূত্র ধরে মানব ইতিহাসের সকল ঘটনাকে ধনী-গরিবের মধ্যকার অর্থনৈতিক সংঘাতের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। তার মতে, সবকিছুই বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ নিয়ে সম্পদের কাড়াকাড়ি থেকে সৃষ্ট। এটিকে তিনি অভিহিত করেছেন 'শ্রেণিসংগ্রাম' নামে। তার কাছে যেকোনো সমাজব্যবস্থাকে দুটি শ্রেণিতে বিন্যাস করা যাবে; প্রথমটি শাসকশ্রেণি এবং অপরটি শোষিত শ্রেণি। এভাবেই মার্ক্সবাদ অনুসারে ধর্ম হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর একটি হাতিয়ার, যার দ্বারা তারা সমাজে তাদের শাসন কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখে। এ নাটকে ঈশ্বর হচ্ছেন এক কাল্পনিক চরিত্র, যে কিনা কেবল ধনীদের বন্ধু। গরিবের উপর ধনীদের শাসন কর্তৃত্বের ছড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে; ভাগ্যের দোহাই দিয়ে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—উভয়টিই মানবজাতির অস্তিত্বে আসার ব্যাপারটি নিছক প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। মানুষের জীবনপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি ও পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট থেকে। অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ বস্তুবাদের আলোকে এই দুটো তত্ত্ব মানুষের জীবনের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছে।

ডারউইন মনে করতেন, সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানরা অন্যদের তুলনায় বেশি উন্নত। কারণ, তার তো ধারণা ছিল, বানর-সদৃশ কোনো প্রাণী থেকে বিবর্তন হতে হতে মনুষ্য জাতির জন্ম, তথাপি তিনি মনে করতেন, মানুষের মধ্যেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবার কিছু কিছু নরগোষ্ঠীর বিবর্তন অন্যদের তুলনায় বেশি সংগঠিত হয়েছে; তাই তারা অন্যদের থেকে উন্নত। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প-বিবর্তিত নরগোষ্ঠীর মধ্যে বানরের বৈশিষ্ট্য অধিকতর বিদ্যমান। ডারউইন তার The Decent of Man বইয়ে (এটি প্রকাশিত হয়েছিল The Origin of Species এর পরে) সাদা-কালো বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিবর্তনের তারতম্যের কারণে সৃষ্ট পার্থক্যগুলো নিয়ে বেশ জোরালো আলোচনা করেছেন—

'কালো চামড়ার মানুষেরা নিম্নজাত এবং তুলনামূলক কম বিবর্তিত বিধায় অনুন্নত'—ডারউইনের এই চিন্তা ভিক্টোরিয়া-পূর্ববর্তী যুগে ব্যাপকতা লাভ করে, যা সাম্প্রদায়িকতাকে আরও উস্কে দেয় এবং এর মাধ্যমে প্রশস্ত হয় সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের পথ। ডারইউনের মতবাদ ইউরোপিয়ান সেনাবাহিনীকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং প্যাসিফিকের বিস্তীর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়। তারা সেসব অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, সেখানকার জনগোষ্ঠীকে হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে। প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদীরা দাবি করে যে, তাদের এ দখলদারিত্বের মহান উদ্দেশ্য হলো, বিবর্তনের সিঁড়ির নিচের ধাপে পড়ে থাকা এই সব পশ্চাদপদ ও অনুন্নত জাতিগুলোকে সভ্য ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি

সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে তিনটি বিষয় উঠে আসে—

১. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমকামিতার স্বরূপ।

২. সমকামিতার ধারক-বাহক কারা?

৩. সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

সে হিসেবে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার নিরিখে সমকামিতার আলোচনা এমন—

বিবর্তনবাদের প্রচারকরা এর প্রচারে উগ্রতার আশ্রয় নিলেও তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদ বেশ উদার, কারণ এর মধ্যে সবকিছুকেই জায়গা দেওয়া যায়। ধর্ষণের অসাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় বিবর্তনবাদের আলোকে! ধর্ষণ পুনঃউৎপাদনের জন্য খুব কার্যকরী মাধ্যম! অপরদিকে পুনঃউৎপাদনের সহায়ক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নয়, বরং ক্ষতিকর হয়েও সমকামিতা বিবর্তনবাদে জায়গা করে নেয়—অন্যান্য প্রাণী বিশেষ করে প্রাইমেট বা বানরদের আচরণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

ভোগবাদে সমকামিতা একটি পণ্য, অপরদিকে পশুপাখির আচরণের ধারাবাহিকতায় বিরাজমান একটি শখ! ১৩০ টার মতো পাখির মধ্যে (এর মধ্যে লেইসান আলবাট্রসের ৩১% এর মধ্যে মেয়ে-মেয়ে ও গ্রেলাগ গিজ এর ২০% এর মধ্যে ছেলে-ছেলে) সমকামিতার প্রধান কারণ প্যারেন্টিং এর চাহিদা কম থাকা। পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাহীনতা বা এককথায় অসামাজিকতা সমকামিতাকে শখে পরিণত করে। যুক্তরাজ্যের এক্সটার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভলুশনারী জেনেটিসিস্ট এল্যান মুর মানুষের সমকামিতাকেও সেভাবেই দেখেছেন।

যে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখন ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো হয় সেই তামাককেই ইউরোপিয়ান ডাক্তাররা (১৫০০ শতকে) মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে ও ক্যান্সারের নিরাময়কল্পে সেবন করার পরামর্শ দিত। তা ছাড়া আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় তামাক চাষে উৎসাহ দান করা হতো, কারণ এই তামাক চাষের দ্বারা তারা ফরাসীদের কাছ থেকে করা ঋণ পরিশোধ করতে পারত। তামাক ব্যবসায়ীরাও তাদের ব্যবসাকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে পেরেছিল শক্তিশালী লবিস্ট গ্রুপদের দ্বারা। আপাতদৃষ্টিতে যে তামাককে একসময় উপকারী বলে ধরা হয়েছিল সেটা ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার স্বার্থ হাসিলের জন্য কিংবা ব্যবসায়িক লাভের জন্যও ক্ষতিটাকে ঢাকতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়। লবিস্ট গ্রুপকে তাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। এর সাথে যুক্ত হয় ভোগবাদী প্রোপাগান্ডা মেশিনগুলো। নগ্নতার মধ্যে যে রকম আধুনিকতা থাকে, সমকামিতার পক্ষাবলম্বনের মধ্যেও থাকে সভ্যতার অহমিকা! ফলে এর কিছু প্রচারক ও সমর্থকও আনাচে-কানাচে পাওয়া যায়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিশ্চিত ক্ষতিকর জেনেও শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য এর বিপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় (গ্লোবাল ওয়ার্মিং-সভ্যতার খোলসে অমানবিকতা!) সমকামিতার বিরুদ্ধাচারণকেও এখন পাশ্চাত্য মিডিয়া, একাডেমিক পরিসরে একেবারেই সহ্য করা হয় না! অথচ ১৯৭৩ সালের আগে একে মানসিক অসুস্থতা হিসেবেই দেখা হতো। ১৯৭৩ সালে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন (APA) সমকামিতাকে মানসিক অসুস্থতা থেকে অব্যাহতি দেয়।

তাহলে দেখা যাক সমকামিতার সাথে স্বাভাবিক যৌন জীবনের তুলনামূলক চিত্রটি কেমন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১. সমকামিতার সমর্থনে যে পশুপাখির সমকামিতার দোহাই দেওয়া হয় তাতে ঘাপলা আছে। দেখা গেছে, পশুপাখিদের সমকামিতার অন্যতম একটি কারণ হলো, পিতা-মাতার সান্নিধ্য কম থাকা।

২. ইন্টারনেশনাল জার্নাল ও এপিডিওলজিতে প্রকাশিত ১৯৮৭ এর শেষ দিকে এবং ১৯৯২ এর প্রথম দিকে এক জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে সমকামী ও উভয়কামীরা অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করে এবং তাদের গড় আয়ু স্বাভাবিকের চেয়ে কম।

৩. ইস্টার্ণ সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশনে প্রকাশিত "Federal distortion of the homosexual footprint" এ ড. পল ক্যামেরুন দেখিয়েছেন, পুরুষ ও মেয়ের বিবাহসম্পর্ক আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেয় যেখানে সমকামীদের ক্ষেত্রে আয়ুষ্কাল ২৪ বছর কম। পল ক্যামেরুন ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, কানাডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন জার্নাল, পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল জার্নাল এর সম্পাদনা করে থাকেন। তার নিজের ৪০ টার মতো আর্টিকেল আছে সমকামিতার উপর। ১৯৯০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ডেনমার্কে স্বাভাবিক যৌনাচারীর গড় আয়ু যেখানে পাওয়া গেছে ৭৪, সেখানে ৫৬১ গে পার্টনার (সমকামী পুরুষ) এর গড় আয়ু পাওয়া যায় ৫১! সমকামী মহিলাদের (লেসবিয়ান) ক্ষেত্রেও এই গড় আয়ুর হার কম, আনুমানিক ২০ বছর কম! অপরদিকে ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে এই আয়ুষ্কাল কমে যাবার হার মাত্র ১ থেকে ৭ বছর!

৪. স্বাভাবিক যৌনাচারের চেয়ে সমকামীদের অবসাদ ও ড্রাগে আসক্তির সম্ভাবনা প্রায় ৫০ গুন বেশি। তা ছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে সমকামীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ২০০ গুণ বেশি। সমকামী পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা আরও বেশি। সমকামী লেসবিয়ান, গে ও উভয়কামীদের মধ্যে নিজেদের ক্ষতি করার প্রবণতাও থাকে বেশি।

পশ্চিমাদের আত্মহত্যা প্রবণতার অন্যতম কারণ সমকামিতা।

৫. সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল ও প্রিভেনশন এর মতে সমকামীদের মধ্যে এইডস নামক রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ২০০৬ সালে এক জরিপে দেখা গেছে, ৫৬০০০ নতুন এইচআইভি আক্রান্তের মধ্যে ৫৩% গে অথবা সমকামী। তা ছাড়া গে'দের মধ্যে যারা এইডসে আক্রান্ত তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি অন্যান্য এইডস আক্রান্তদের থেকে ১৩ গুন বেশি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬. সমকামিতা সিফিলিস এর মতো রোগ ছড়াতেও ব্যাপকভাবে দায়ি। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটাতে ২০০৮ সালে সিফিলিস ৪০ ভাগ বেড়ে যাবার কারণ উদ্‌ঘাটনে সমকামিতার সম্পর্ক পাওয়া যায়। ২০০৮ সালে মিনেসোটার ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এ ১৫৯টি সিফিলিস এর ঘটনা পাওয়া যায়, এর মধ্যে ১৫৪টিই ঘটে পুরুষের মধ্যে আর এর মধ্যে ১৩৪ জনই আরেকজন পুরুষের সাথে যৌনক্রিয়া করেছে বলে স্বীকার করে।

৭. কিছু কিছু রোগ আবার 'গে রোগ' নামের খ্যাতি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে, এ রকমই একটি হলো, 'স্টাপ স্টেইন'। একসময় ধারণা করা হয়েছিল এটা সাধারণ জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৮. সমকামিতা যৌনবাহিত আরও অনেক রোগের প্রসার ঘটানোর জন্য দায়ি। কারণটা উদ্‌ঘাটনে দেখা গেছে, ২৪ ভাগ গে'র গড়ে পার্টনারের সংখ্যা ১০০, ৪৩ ভাগ গে'এর পার্টনার ৫০০'রও বেশি, ২৮ ভাগ গে'এর পার্টনার ১,০০০ এরও বেশি।

সমকামিতা বিবর্তনবাদের দোহাই দিয়ে একাডেমিক লেভেলে একধরনের প্রশ্রয় পায়। কিন্তু সেসব গবেষণায় যে জরিপের ডাটা ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে। সমকামীদের সমানাধিকারের পক্ষে প্রচার চালানো যুক্তরাজ্যের গ্রিফিথ ভন উইলিয়াম থেকে জানা যায়, সমকামীদের নিয়ে গবেষণায় সমকামীরা স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। তা ছাড়া ১৯৯৩ সালে চালানো গবেষণায় সমকামিতার জন্য জিনের[১০] সাথে যে সংযোগ দেখানো হয়, নতুন গবেষণায় তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। অথচ একসময় সমকামিতার ব্যাপারে জিনের ভূমিকাকে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ বলে ধরা হতো।

অনেক বিজ্ঞানী গে জিন পাবার ব্যাপারে দাবিও করেছিলেন। কিন্তু দেখা যায়, তাদের সেসব দাবি শেষপর্যন্ত অসার বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। সমকামিতা যদি জিনগতই হবে তাহলে সমকামী পুরুষ ও মহিলার জমজ সন্তানদের ১০০ ভাগ সমকামী হওয়ার কথা। অথচ জমজ সন্তানদের উপর গবেষণার চিত্র থেকে এটা ভুল বলেই প্রতীয়মান হয়।

অনেক গবেষণায় আবার এভাবে দেখানো হয় যে, সমকামী সন্তান জন্মদানকারী মা সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি উর্বর হয়। কিন্তু গবেষকরা এও

[১০] একটি বিস্তৃত DNA অণুর নির্দিষ্ট খণ্ডাংশ, যা জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাকে জিন বলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বীকার করেছেন যে, এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। আর তা ছাড়া সমকামিতার কারণ উদ্‌ঘাটনে এই প্রচেষ্টা যদি পুনঃগবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়ও তার হার খুব কম। পরে ২০০২ সালে নাফিল্ড কাউন্সিল অব বায়োএথিক্স জিন ও আচরণ নিয়ে তাদের রিপোর্টে, লিঙ্গ নির্ধারণে জিন ও জীববিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে সমস্যার কথা স্বীকার করে এবং গবেষণাকে সতর্কতার সাথে দেখা উচিত বলে মতামত দেন।

দুঃখজনকভাবে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় সমকামিতার পক্ষে যে অতিরিক্ত মাতামাতি দেখা যায় তার প্রতি পাল্লা দিতে গিয়ে অনেক বিজ্ঞানীই নিজেদের তথ্যকে অনাবশ্যকভাবে হাইলাইট করতে গিয়ে পুরো বিষয়টিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে ফেলছেন। শুধু গে'জিনই নয় সমকামিতাকে মস্তিষ্কের কোনো অংশের নিউরনের কিছু ভিন্নতা হিসাবে দেখানোর প্রয়াস চালানো হয়, যা শেষপর্যন্ত সে রকম সাফল্য পায়নি। এ ছাড়া সমকামিতার সাথে মাতৃগর্ভকালীন হরমোন নিঃসরণের যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছিল তাও ঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়।

এখন কথা হলো, সমকামিতার ধারক-বাহক কারা?

সংক্ষেপে এর উত্তর—পশ্চিমারা বা পাশ্চাত্য। পশ্চিমারা কারা? সাধারণভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বা ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত দেশই 'পশ্চিমা বিশ্ব' নামে পরিচিত। সে হিসেবে পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম—রাশিয়া, বেলারুশ ও ইউক্রেন ব্যতীত; সকল ইউরোপীয় দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, এ সকল দেশে সমকামিতা রয়েছে কি না? তবে দেখা যাক আইনি বৈধতা পেয়েছে কোন কোন দেশ—

১। ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডসে সমকামী বিবাহ আইনিভাবে স্বীকৃতি পায়। নেদারল্যান্ডসই বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ, যেখানে সমকামী বিবাহ আইনত সিদ্ধ। এ দেশে এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার সমকামী মানুষ বিয়ে সেরেছেন।

২। ১৯৭৫ সালে সমকামী কার্যকলাপ আইনি স্বীকৃতি পেয়েছিল বেলজিয়ামে। তবে বিয়ে নিয়ে স্বীকৃতি পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ২০০৩ সাল পর্যন্ত।

৩। ২০০৫ সালে কানাডা এবং স্পেনে বিয়ে করে সমকামী সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়ার স্বীকৃতি মেলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪। ২০০৬ সালের ৩০ নভেম্বর প্রবল আন্দোলনের মুখে পড়ে অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় সমকামী বিবাহ বৈধতা অর্জন করে।

৫। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি ছিল দিনটা। নরওয়েতে বসবাসকারী সমকামী মানুষের কাছে খবরটি এসেছিল বছরের প্রথম দিনেই। আর মেক্সিকোতে স্বীকৃতি পেয়েছিল সেই বছরেরই নভেম্বরে।

৬। ২০১০ সালে আইল্যান্ড, পর্তুগাল এবং আর্জেন্টিনায় সমকামী বিবাহ স্বীকৃতি পেয়েছিল।

৭। ২০১২ সালের ১৫ জুন। ডেনমার্ক পার্লামেন্টে সমকামী বিবাহ বিল পাশ হয়।

৮। ২০১৩ সালে ফ্রান্স, ব্রাজিল, নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডে পাশ হয় সমকামী বিবাহ বিল।

৯। লুক্সেমবার্গে সমলিঙ্গ বিবাহ স্বীকৃতি পায় ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি। একই বছরের ১৬ নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডে সমকামী মানুষের মধ্যে বিয়ে বৈধতা পায়।

১০। ২০১৭ সালে সমকামী বিবাহ বিল পাশ হয় ফিনল্যান্ডে।

১১। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায়ও সমকামিতা বৈধতা পেয়েছে।

১২। অস্ট্রিয়ায় এবার অক্টোবরের নির্বাচনে জয়ী হয়েছে রক্ষণশীল দল। কিন্তু জনগণ সমকামিতার পক্ষে মত দিয়েছে। চলতি বছরে ওস্টেরাইস পত্রিকা একটি জরিপ করে, যেখানে দেখা গেছে দেশটির ৫৯ ভাগ মানুষ সমকামী বিয়ের পক্ষে, বিপক্ষে ২৫ শতাংশ মানুষ। ফলে অস্ট্রিয়াতেও খুব শিগগিরই সমকামী বিয়ে বৈধতা পাচ্ছে বলে আশা করা যায়।

১৩। চলতি বছরের ৩০ জুন জার্মানিতে সমকামী বিয়ে বৈধতা পায়। অর্থাৎ ইউরোপের ১৫ তম দেশ হিসেবে জার্মানিতে সমকামী বিয়ে বৈধতা পেয়েছে। জার্মান পার্লামেন্টের পক্ষে ৩৯৩টি ভোট পড়ে আর বিপক্ষে পড়ে ২২৬টি ভোট।

১৪। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে মাল্টায় সমকামী বিয়ে বৈধতা পায়, যদিও এর বিরোধিতা করেছিল ক্যাথলিক চার্চ।

১৫। ২০০৯ সালে সংবিধান সংশোধন করে সমকামী বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বলিভিয়া। কিন্তু ২০১৬ সালে তারা ট্রান্সজেন্ডারদের নানারকম অধিকার দেওয়াকে সমর্থন করে। ২০১৭ সালের জুনে ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে বিয়ের বৈধতা দেয় রক্ষণশীল এই দেশটি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উল্লিখিত তথ্য থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, পশ্চিমা বিশ্বই এ জঘন্য কাজের ধারক-বাহক। অবশ্য এর বাইরে কিছু মুসলিম অধ্যুষিত দেশেও সমকামিতা রয়েছে। কিন্তু সেগুলো প্রাচ্যের উপর পশ্চিমাদের চালান করা হামলার ফলাফল মাত্র।

এখন বাকি রইল, ইসলাম কী বলে এ বিষয়ে?

ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখে এমন কারোরই অজানা নয় যে, ইসলামে সমকামিতা বা homosexuality সম্পূর্ণ হারাম এবং স্বাভাবিক ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য।

আল্লাহর তাআলা কওমে নুত তথা লুত আলাইহিস সালামের কওমকে যেসব কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তার মাঝে সমকামিতা ছিল অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য—

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ۔

এবং আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কী এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন করো নারীদের ছেড়ে, বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।[১১]

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ۔

সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে তোমরাই কী পুরুষদের সাথে অপকর্ম করো? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের বর্জন করো? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।[১২]

---

[১১] সূরা আরাফ, আয়াত : ৮০-৮১।

[১২] সূরা শুআরা, আয়াত : ১৬৫-১৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরআনের সাথে এ ব্যাপারে হাদিসেও রয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারি—

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি কাউকে পাও যে লুতের সম্প্রদায় যা করত তা করছে, তবে হত্যা করো যে করছে তাকে আর যাকে করা হচ্ছে তাকেও।[১৩]

হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক পুরুষ আরেক পুরুষের যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক নারী আরেক নারীর যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে উলঙ্গ অবস্থায় একই চাদরের নিচে ঘুমাবে না। এক নারী আরেক নারীর সাথে কখনো উলঙ্গ অবস্থায় একই চাদরের নিচে ঘুমাবে না।[১৪]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে বা এক নারী আরেক নারীর সাথে ঘুমাতে পারবে না লজ্জাস্থান ঢাকা ব্যতীত। তবে ব্যতিক্রম করা যাবে, শিশু আর পিতার ক্ষেত্রে...। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তয় আরেকজনের কথা বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি।[১৫]

হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার কওমের জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আশঙ্কা করি সেটা হলো, লুতের কওম যা করত সেটা যদি কেউ করে...।[১৬]

পাশ্চাত্য কী বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন?

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। সেটা হলো, অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন স্বরচিত গ্রন্থ—The Clash of Civilization বইয়ে দাবি করেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন। তিনি এর নিম্নরূপ বাস্তবতা এভাবে তুলে ধরেন—

১. পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকার দোসরের ভূমিকা পালন করছে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। এদের ভাষা হলো ইংরেজি।

---

[১৩] আবু দাউদ।

[১৪] প্রাগুক্ত।

[১৫] প্রাগুক্ত।

[১৬] তিরমিযি, হাদিস নং-১৪৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করছে। বিশ্বের সকল দেশে ইংরেজি ভাষা শেখার প্রতিযোগিতা চলছে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য কৃষ্টি বিশ্বকৃষ্টিতে পরিণত হচ্ছে।

হান্টিংটন এতে আত্মতৃপ্তি বোধ করছেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে তার জানা উচিত যে, একসময় আরবি ভাষা পৌত্তলিক কালচারেরই বাহন ছিল। কিন্তু আরবরা যখন ইসলামি সভ্যতা গ্রহণ করল তখন ঐ ভাষাকেই মুসলমান বানিয়ে ফেলল। সুতরাং ভাষা কৃষ্টির বাহন মাত্র; সভ্যতার ভিত্তি নয়। তাই ইংরেজি ভাষা বিশ্বজনীন হয়ে গেলেও ইসলামি সভ্যতার বিকাশকে ঠেকাতে পারবে না। মুসলিমরা এ ভাষাকেও ইসলামাইজ করে ফেলবে।

২. পাশ্চাত্যের পোশাক মুসলিম বিশ্বেও ব্যাপকভাবে চালু হচ্ছে। এটাও পাশ্চাত্য কালচারের বিশ্বজনীন হবার প্রমাণ বহন করে। এ কথা সত্য যে, আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্য পোশাক ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। তবে সকলের মধ্যে জনপ্রিয় হয়নি। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে পাশ্চাত্য পোশাক মোটেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। আপনার মনে রাখা দরকার যে, পোশাককেও আরব মুসলিমরা ইসলামিকরণ করে নিয়েছিলেন।

৩. তিনি দাবি করেন—প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে পাশ্চাত্য উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে, পাশ্চাত্যের পণ্যদ্রব্য বিশ্বের সর্বত্র জনপ্রিয় হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুন সব দেশের মানুষ পাশ্চাত্যে যাতায়াত করছে এবং তারা পাশ্চাত্যের উন্নত কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বিশ্বের সব দেশ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য যারা আসছে তারাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

হান্টিংটনের এ দাবি উড়িয়ে দেওয়া যায় না বটে; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে। যারা মুসলিম তাদের মধ্যে ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি সম্পর্কে যারা সচেতন, তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিকে মোটেই গ্রহণযোগ্য মনে করে না। এমনকি পাশ্চাত্যে যেসব মুসলিম স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তাদের মধ্যেও ইসলামি সভ্যতার প্রতি গভীর বিশ্বাসী লোক রয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারমাধ্যমে চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বেশসংখ্যক খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করছে। কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো মুসলিম মানবিক দুর্বলতার কারণে পাশ্চাত্য কালচারে আকৃষ্ট হলেও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে না।

আল্লাহর কুরআন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শ অবিকৃত অবস্থায় মুসলিম জাতির নিকট সংরক্ষিত আছে। ইসলামি আন্দোলন গোটা বিশ্বে সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম জনগণের মধ্যে তাদের প্রতি সমর্থন ব্যাপকতর হচ্ছে। এ কারণেই যে প্রফেসর হান্টিংটন ইসলামকে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য বিরাট হুমকি বলে মনে করেছেন এবং আমেরিকা ইসলামের পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকা যে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে তাদের এ পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা হওয়ারই কথা।

পাশ্চাত্যে পারিবারিক সংকট

অবশ্য উপরে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

পাশ্চাত্যে ক্রমেই পরিবার প্রথার বিলোপ ঘটছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সংকট। পুঁজিবাদ তথা বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা, পরিবারব্যবস্থা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উস্কানি হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেও এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সভ্যতা নির্মাণে পরিবারের অবদানই সবচেয়ে বেশি। মাতৃগর্ভে জন্ম নিলেই একটি শিশু মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠে না। মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাকে মূল প্রশিক্ষণ দেয় তার পরিবার। কাজেই একটি সভ্যতা নির্মাণের জন্য পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পাশ্চাত্যে মানবইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানটি আজ বিপর্যয়ের মুখে। পরিবারই যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, সে কথাটি যেন পাশ্চাত্যের সরকার ও নীতিনির্ধারকরা ভুলতেই বসেছেন। পরিবার যে উচ্চতর এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গড়ে ওঠে, তারা পরোক্ষভাবে তা অস্বীকার করছেন।

মনে রাখা দরকার, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌনতাই পরিবারের সবকিছু নয়। পরিবার প্রথা ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজ এবং রাষ্ট্রে শান্তি নিশ্চিত করে। কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশ্চাত্যে যৌনতাকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হচ্ছে। সব কিছুর ওপর যৌনতা প্রাধান্য পেলে মানুষ আর পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে না। মূলত সুস্থ ও সমৃদ্ধ পরিবার একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ ও সভ্যতার জন্ম দেয়। অপরদিকে পারিবারিক বিপর্যয় সভ্যতা ধ্বংসের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে।

হজরত আদম আ. ও হজরত হাওয়া আ. যে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী, তা সব ঐশী ধর্মের অনুসারীরাই স্বীকার করেন। তারা এটাও স্বীকার করেন যে, ঐ দুই আদি মানুষ দিয়ে মানবজাতি শুরু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বংশবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকবে। নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমেই যে পরিবারের ভিত্তি গড়ে ওঠে, তা সবাই মানেন। দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনকে ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে দেখা হয়। পারিবারিক জীবনে অনাবিল শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে পরিবার হয়ে ওঠে সব উদ্যম, প্রেরণা ও প্রশান্তির ক্ষেত্র। তেমন একটি পরিবারই সমাজকে ইতিবাচক অর্থে সার্থকভাবে কিছু দিতে পারে, যা সুস্থ সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। পরিবার প্রথার বন্ধনকে আকড়ে ধরে রাখা না হলে পাশ্চাত্যের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরিবার প্রথায় বিপর্যয় নেমে এলে সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটবে।

জার্মানির বিখ্যাত লেখক ও রাজনীতিবিদ কার্ল শ্লাইডার পাশ্চাত্যে পরিবার বিষয়ক আইনের সমালোচনা করে বলেছেন, প্রচলিত আইন পরিবারের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার মতে, পরিবার হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। ব্যক্তিত্ব গঠন ও নারীর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে পরিবারের বিকল্প নেই। কিন্তু তারপরও পাশ্চাত্যে পরিবার প্রথাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, মানুষের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু সব কিছু জেনেও পাশ্চাত্যের মানুষ নিজেই নিজের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। পরিবারের সদস্যরা তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ কারণে পাশ্চাত্যে নারীরা মা ও স্ত্রী হিসেবে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। একজন পুরুষও পরিবারের প্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। বাবা-মায়েরা নিজেদের বিনোদন ও স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সন্তান লালন-পালন তথা পরিবার ব্যবস্থাপনা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। পাশ্চাত্যের পরিবারগুলোর এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই ঐ সমাজের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় বয়ে আনছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী নীতিও পরিবারব্যবস্থাকে পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশ্চাত্য সমাজের বাবা-মায়েরা ডে-কেয়ার সেন্টারে সন্তানদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রেখে দেন। সেখান থেকে ভালো-মন্দ যা শেখে, তাকেই তারা যথেষ্ট বলে মনে করে। কিন্তু ডে-কেয়ার সেন্টার যে কখনোই বাবা-মায়ের মতো মায়া-মমতা ও উষ্ণতা দিতে পারবে না, তা তারা বুঝেন না। পরিবার হচ্ছে শান্তি-সুখের নীড়। তা ছাড়া, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের জন্য বিনোদনের বিষয়ও ভেবেছে। শিশুদের ভেবেছে মন ও দৃষ্টি জুড়ানো আদরের ধন হিসেবে। ধর্মীয় জীবন ধারায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ভাবনাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরিবার-স্বজন, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করে ব্যক্তিকে আলাদা করে ভাবার কোনো অবকাশ রাখেনি।

পাশ্চাত্যে পরিবার বিপর্যস্ত হওয়ায় সবচেয়ে বেশি অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী। পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন, পর্নচিত্র ও নাচ-গানের মতো বিনোদন শিল্পে। পাশ্চাত্যে বর্তমানে পারিবারিক-ব্যবস্থার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা ঐতিহ্যবাহী ও প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। আগে পরিবার ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন একজন পুরুষ। যেমন : ইসলাম ধর্মে দায়িত্বের দিক থেকে পুরুষকে অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ ভাবা হয়। তবে কর্তৃত্বপরায়ণ হিসেবে নয়। ধর্মীয় ও সাধারণ বিবেচনায়, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের পোশাকের মতো। এ ক্ষেত্রে একজনের উপর অন্যজনের কর্তৃত্ব নেই, আছে দায়িত্ববোধ। ইরানের সমাজ বিজ্ঞানী ড. শাহলা বাকেরি বলেছেন, পাশ্চাত্যে পরিবারব্যবস্থায় এই যে পরিবর্তন, তা সমসাময়িক ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং এ পরিবর্তন সব শিল্পোন্নত দেশে প্রভাব ফেলেছে।

পাশ্চাত্যে যে রাষ্ট্র ও সমাজে 'বস্তুবাদ' যত বেশি প্রভাব ফেলতে পেরেছে, সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে লিভ-টুগেদার ও সমকামিতা তত বেশি বেড়েছে। সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে। পরিবারগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। শিশু কিশোররা নীতি ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বৃদ্ধ মা ও বাবার ঠাঁই হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা বাড়ছে। সমকামিতার মতো প্রকৃতিবিরোধী প্রবণতাও সমাজকে গ্রাস করছে। এরইমধ্যে পাশ্চাত্যের অনেক দেশে প্রকৃতি ও ধর্মবিরোধী এমন প্রবণতাকে আইনি স্বীকৃতিও দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে 'পরিবার' সম্পর্কে চিরাচরিত সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নারী-পুরুষের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিয়ে হচ্ছে একমাত্র বৈধ উপায় এবং তা মানুষের চরিত্র ও সতীত্বকে রক্ষার হাতিয়ারও বটে। বিয়ের মধ্য দিয়ে পরিবারের ভিত্তি রচিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে পবিরারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। এভাবেই ভালোবাসা এবং মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ এক শান্তি-সুখের নীড় অস্তিত্ব পায়। আর পরিবার নামের এ প্রতিষ্ঠান থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। নির্মিত হয় সভ্যতা। প্রতিটি মানুষেরই কিছু মৌলিক চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে যৌন চাহিদা অন্যতম। এ ধরনের চাহিদাগুলো সময় মতো সঠিক পন্থায় পূরণ করা না হলে ভয়াবহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। আর এ সংক্রান্ত ক্ষতির গণ্ডি শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। তা সামাজিক পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়ে। ইরানের বিশিষ্ট গবেষক ও আলেম শহিদ মোর্তজা মোতাহারি মানুষের যৌন চাহিদা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন—যৌন চাহিদার বিষয়টি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এবং নবি-রাসুলগণও এর বাইরে ছিলেন না। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বিয়ে ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং যারা বিয়ে প্রথার বিপক্ষে তাদের ভর্ৎসনা করেছেন।

ইসলাম বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ কারণে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মে। যৌন সক্ষমতা মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বড় নিয়ামত। আর নিয়ামতকে কাজে লাগানোর জন্য বিয়ে করার বিকল্প নেই। ভিন্ন কোনো পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করতে চাইলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও অনিরাপত্তা সৃষ্টি হবেই। ফলে ব্যক্তি ও সমাজকে পবিত্র ও সুস্থ রাখার জন্য বিয়ে তথা পরিবার গঠন অত্যন্ত জরুরি। তবে যৌন চাহিদা পূরণই বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানবজাতি তথা গোটা বিশ্বকে টিকিয়ে রাখাও বিয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক থেকেও পরিবার গঠনের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। ইসলাম ধর্মে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। সুরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতে পুরুষকে পরিবারের আর্থিক ব্যয়বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সুরা নিসায় ব্যবহৃত 'নাফাকা' শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, আসবাবপত্র নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যয়সহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যান্য খরচ মেটাতে পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। নারীর ওপর পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। নারীর মূল দায়িত্ব হচ্ছে, সাংসারিক বিষয়াদি দেখাশোনা করা এবং সন্তান লালন-পালন করা। পাশাপাশি নারী সমাজের সব ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার অধিকার রাখে। তবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান বিলিয়ে দিয়ে নয়। নারী যাতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠামুক্ত থেকে পরিবারকে মায়া-মমতা ও ভালোবাসার নীড়ে পরিণত করতে পারেন, সে জন্য তাকে অর্থনৈতিক দায়িত্বের বাইরে রাখা হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, নারী অর্থনৈতিক বিষয়ে একদম কথা বলতে পারবে না। বস্তুত মূল দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার গঠনের ফলে নারী ও পুরুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি মনোযোগী হয়। অতীত অভিজ্ঞতাতেও দেখা গেছে, বিয়ের পর নারী ও পুরুষ-উভয়েই আরও বেশি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে, অপচয় করা থেকে দূরে থাকে এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আরও সচেতন হয়।

বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, একদিন অবিবাহিত এক যুবক রাসুলের কাছে এসে কিছু সাহায্য চাইল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? যুবকটি বলল, না। তিনি ঐ যুবককে বিয়ে করতে বললেন। এরপর দেখা গেল, বিয়ের পরই তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটল।

সুরা নূরের ৩২ নম্বর আয়াতে বিয়ে করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

পরিবার থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, সমাজের প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষ তার পরিবার থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় লাভ করে। পারিবারিক-বন্ধন সুদৃঢ় না হলে সামাজিক সম্পর্কেও এর প্রভাব পড়ে।

কিন্তু পাশ্চাত্য-সমাজ পরিবারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারার কারণে তারা সমকামিতা ও লিভ-টুগেদারের মতো ঘৃণ্য পথ বেছে নিচ্ছে। এমন ঘৃণ্য অপরাধকেও দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বৈধতা।

লিঙ্গ ভেদের জন্য প্রকৃতিগতভাবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, সে কারণেই সমাজে পুরুষ ও মহিলার মধ্য মেজাজ-মর্জি ও যৌন আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতিগতভাবেই নারীর দৈহিক সৌন্দর্য তুলনামূলক বেশি আকর্ষণীয় হওয়ায় এবং পুরুষরা তুলনামূলক যৌনতার বিষয়ে বেশি তৎপর হওয়ায় ইসলাম ধর্ম পুরুষের চেয়ে নারীদের শরীর বেশি ঢাকার বিধান দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে এর উল্টো চিত্র লক্ষ্য করা যায়। পুরুষদের চেয়ে নারীদের শরীরই বেশি খোলামেলা থাকে, যা সমাজে যৌন অনাচারের ক্ষেত্র তৈরি করছে। আর এসব কারণেই পাশ্চাত্যে পারিবারিক সংকট দিন দিন বেড়ে চলেছে।

আর সেটার উত্তম দৃষ্টান্ত উপরে নকশবন্দির ঘটনায় আলোচনা করা হয়েছে—স্বাভাবিকভাবে যদি বাজারে দুধ কিনতে পাওয়া যায়, তাহলে গাভি পোষার কি দরকার?

যেহেতু পাশ্চাত্যের থিউরি অনুযায়ী বিয়ে কেবল নারী-পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানোর একটি কাগজের টুকরো মাত্র। এ কাগজের টুকরো ছাড়াও নারী-পুরুষ দুজনের সম্মতি থাকলে যৌন চাহিদা মিটাতে পারবে, সেহেতু বিয়ে করে বউ পোষার কী দরকার? আর বিয়ের প্রয়োজনীয়তা না থাকলে পরিবারগঠন হবে কীভাবে?

পাশ্চাত্য-সমাজে পরিবার সংকটের যে বর্তমান দৃশ্য আমরা দেখছি তার পেছনে অন্যতম কারণ হলো—হিউম্যানিজম, লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম ও ফেমিনিজমের মতো বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব। গত কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকনীতির উৎস হিসেবে অনুসরণ করা হচ্ছে এসব মতবাদকে। পাশ্চাত্যের এসব মতবাদে ধর্ম ও নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব মতবাদ অনুযায়ী, অন্যের ক্ষতি না করে একজন ব্যক্তি সব ধরনের অনৈতিক কাজ করতে পারে। এ কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সমকামিতা, বিয়ে বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক এবং গর্ভপাতের মতো অনাচারগুলো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হতে শুরু করেছে।

পাশ্চাত্য বিশ্বে পরিবারের চিরাচরিত সংজ্ঞায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেখানে এখন পরিবার বা সামষ্টিক স্বার্থ ও কল্যাণের ঊর্ধ্বে স্থান পাচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থ। হিউম্যানিজমের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের মানুষ ব্যক্তিবাদী হয়ে ওঠায় পরিবারের প্রতিটি মানুষ কেবল তার নিজের স্বার্থ নিয়েই চিন্তিত। অন্যদের স্বার্থ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর ফলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতার মতো অলৌকিক বিষয়গুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যক্তিবাদ অনুসরণ করার কারণে পরিবারের ভিত্তিগুলো ভঙ্গুর হয়ে গেছে। নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনেও হিউম্যানিজমের ভিত্তিতে ব্যক্তিবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে পরিবারে একজন পরিচালকের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। ওই কনভেনশনের ১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, পরিবার গঠনের পর স্বামী ও স্ত্রী যে-যার মতো বাসস্থান নির্বাচনের অধিকার রাখে। ওই কনভেনশন অনুযায়ী, একজন নারী ও একজন পুরুষ বিয়ের পরও যথেচ্ছা আলাদা আলাদা বাসায় বসবাস করতে পারেন। যেমন : স্বামীর শহর বাদ দিয়ে স্ত্রী ভিন্ন কোনো শহরকে বসবাসের জন্য বেছে নিতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌনতার বাইরেও যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, পাশ্চাত্য তা স্বীকার করে না। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর পারিবারিক আইনে বিয়ের বন্ধনকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

পাশ্চাত্যে পরিবার গঠনের ঘোষণা দিয়ে দুই জন বা ততোধিক ব্যক্তি যদি একসঙ্গে বসবাস করে তাহলেও তা দাম্পত্য জীবন হিসেবে গণ্য হয়। এ কারণে ওই সব দেশে দাম্পত্য জীবন গড়তে বিয়ে করার প্রয়োজন পড়ে না। এর ফলে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং তালাকের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমকামীদের সংখ্যা বাড়ছে। মার্কিন লেখক পেট্রিক জে. বুকানানের মতে, পশ্চিমা সমাজে গর্ভপাত, তালাক ও আত্মহত্যা বেড়ে গেছে। পাশাপাশি সন্তান লাভে আগ্রহ হারাচ্ছে। মাদকসেবীর সংখ্যাও দিন দিনই বাড়ছে। নারী ও বয়স্কদের সাথে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া অবাধ যৌনাচার বেড়ে গেছে। আর এ সবই প্রমাণ করে পশ্চিমা সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু।

মার্কিন এই লেখক পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবকে হেরোইনের ভয়াবহ প্রভাবের সাথে তুলনা করেছেন। হেরোইন যেমন প্রথমে মানুষকে দৃশ্যত প্রশান্তি দিলেও ক্রমেই মানবদেহকে বিকল করে দিয়ে মাদকসেবীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তেমনই পশ্চিমা সভ্যতাও বাহ্যত আকর্ষণীয় হলেও এর চূড়ান্ত ফল বিষময়।

আরেক বিখ্যাত মার্কিন লেখক কেনেথ মিনং তার নিউ স্ট্যান্ডার্ড শীর্ষক বইয়ে লিখেছেন, পশ্চিমা সভ্যতা নীতি-নৈতিকতা থেকে অনেক খানি দূরে সরে গেছে, কাজেই পশ্চিমা সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠতর বলা যাবে না।

ইসলাম ধর্ম, ব্যক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার পক্ষে। সমাজে কুপ্রথা ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলে ঘোষণা করেছে ইসলাম। ধর্ম মতে, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই দাম্পত্য জীবন সুখী ও সমৃদ্ধ হয়। স্বামীর উপর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বামী ও স্ত্রীকে তাদের পারস্পরিক যৌন অধিকার মেনে চলতে বলা হয়েছে। মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাবাকে। পাশাপাশি নারীর উপরও বেশ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্তান লালন-পালনে মায়েদের ভূমিকাই থাকে সবচেয়ে বেশি। এ কারণে নারীকে পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কঠিন দায়িত্বের বাইরে রাখা হয়েছে। সর্বোপরি পরিবারের সব সদস্যকে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম ব্যক্তি স্বার্থে নৈতিকতাসহ পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করার অধিকার কাউকে দেয়নি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবজাতিকে আর কী-ই বা দিতে পারবে?

ইতিহাস এ কথার বলিষ্ঠ সাক্ষী যে, বিশ্বে যখন মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। পাশ্চাত্য জগতে তখন সভ্যতার ছোঁয়াই লাগেনি। আজ যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত শিক্ষার জন্য মুসলিমরা পাশ্চাত্যে যেতে বাধ্য হয়, তেমন ঐ সময়ও পাশ্চাত্য দেশ থেকে উন্নত শিক্ষার জন্য মুসলিমদের পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী হিসেবে তারা আসত। মুসলিম জাতি যখন ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় অবহেলা করল, তখন পাশ্চাত্যে তাদেরই শাগরিদরা সাধনা-গবেষণায় এগিয়ে গেল। ঐ অগ্রগতির ফলেই তারা ১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলোকে দখল করতে সক্ষম হয়।

পৃথিবীতে যত দিন ইসলামি সভ্যতার নেতৃত্ব চালু ছিল তত দিন মানবজাতির জীবনে তেমন কোনো বিপর্যয় দেখা দেয়নি। কারণ, ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ তাদের অমানবিক কাজ থেকে বিরত রাখত। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য কায়েম হওয়ার পর মানবজাতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, তারা Divine Guidance-এর ধার ধারে না বলে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনুযায়ী যে দেশই দখল করেছে সেখানে জনগণকে ভয়ংকর নির্যাতন করেছে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জঘন্য পাশবিক আচরণ করতেও দ্বিধা করেনি। বর্তমানে ইরাক ও আফগানিস্তান এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের দলে দলে শিকারী পশুর ন্যায় বন্দি করে তারা আমেরিকায় নিয়ে দাস হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিজিত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে ইউরোপের দেশসমূহ সমৃদ্ধ হয়েছে। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে অন্যান্য দেশকে পরাধীন করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিশ্বকে বিজ্ঞানের উন্নতির ফসল ও উন্নত প্রযুক্তি তারা অবশ্যই দিয়েছে; কিন্তু এসব কি মানবতার কল্যাণে লেগেছে?

প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। উদাহরণটি এমন—একই মানের ইস্পাত দিয়ে দুটি ছুরি তৈরি করা হলো। একটি ছুরি সিভিল সার্জনের হাতে গেল, অপরটি ছিনতাইকারী বা ডাকাতের হাতে পড়ল। একই মানের ছুরি বটে, কিন্তু ব্যবহারকারী একই মানের নয়। একজনের ছুরি জীবন রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, আরেকজনেরটা জীবন হরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে ছুরির কোনো দোষ নেই, বরং ছুরি মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাটাই অপরাধ; ছুরি অপরাধী নয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকদের বিশ্বাসের ভিত্তি হলো নষ্ট-পচা। কারণ, তারা আল্লাহর দেওয়া মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়, পরকালে জবাবদিহি করার চিন্তা তাদের নেই। তাই তারা উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবতার প্রতি কী অবদান রেখেছে? তারা দুটো বিশ্বযুদ্ধ মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে। এটমিক শক্তিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুহূর্তে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করেছে। তাদের যাবতীয় শক্তি সন্ত্রাসী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করছে। ফিলিস্তিনের আরব মুসলিম অধিবাসীদের জোর করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের সকল ইহুদিদের সেখানে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। এটা মানবতার কোন ধরনের খিদমত? আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার বিশাল অনাবাদি এলাকায় ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্য স্থান বরাদ্দ করা যেত।

সন্ত্রাসীরা নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থে অস্ত্র ও বোমা ব্যবহার করে থাকে। আমেরিকা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী ভূমিকা পালন করে আফগানিস্তান ও ইরাকে হিংস্র পশুর মতো আচরণ করছে। শক্তি প্রয়োগ করে অপরের অধিকার হরণ করা যদি সন্ত্রাস বলে গণ্য হয়, তাহলে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকা যা করছে তা কেন সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে না?

আমার বাড়িতে যদি কেউ হামলা করে তাহলে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ করা আমার আইনগত অধিকার। বিশ্বের সর্বত্র এ কথা স্বীকৃত। ফিলিস্তিন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আফগানিস্তান ও ইরাকে বহিরাগত যারা হামলা করেছে তাদের ওখানকার অধিবাসীদের প্রতিহত করার সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আফগানিস্তান ও ইরাক জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্যায় দখলদারকে প্রতিরোধ করা তাদের স্বীকৃত অধিকার। অথচ অন্যায় দখলকারীরা প্রতিরোধকারীদের সন্ত্রাসী বলে দোষী সাব্যস্ত করে বোমা হামলা করে জনগণের সম্পদ ও বাড়িঘর ধ্বংস করছে ও নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন—

আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে। পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত-রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকা মনে করছে যে, তাদের উদার গণতন্ত্রই মানবজাতির একমাত্র আদর্শ। বিশ্বের সবাই এ আদর্শ মেনে নিতে বাধ্য। কারণ, তাদের মতে আর কোনো জীবনাদর্শ বিশ্বে নেই। এ গণতন্ত্র এত উদার যে, মনুষ্যত্ব ত্যাগ করে পশুত্ব গ্রহণের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায় হলে, তা-ই সঠিক বলে স্বীকার করতে হবে।

ইসলাম তাদের আদর্শের বিরোধী বলে আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধেই ক্রুসেড শুরু করেছে। কিন্তু তারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পর্কে অবহিত বলে মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের তল্পীবাহক মুসলিম নামধারী শাসকদের উপদেশ দিচ্ছে যে, আসল ইসলামকে 'মৌলবাদ' বলে দমন করতে হবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টির সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো লিবারেল ইসলামের প্রচার করতে হবে। ইসলাম শব্দের সাথে মুসলিম জনগণের প্রবল আবেগ জড়িত। তাই ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত নয়। তোমরা লিবারেল ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে জনগণকে নেতৃত্ব দাও, যাতে মৌলবাদী বা মিলিট্যান্ট ইসলামের নেতৃত্ব দেশে কায়েম হতে না পারে।

মজার ব্যাপার হলো, আমেরিকা মুসলিম দেশে গণতন্ত্রকেও নিরাপদ মনে করতে পারছে না। কারণ, জনগণ স্বাধীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ পেলে মৌলবাদীদের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পাশ্চাত্যে লাগামহীন যৌন স্বাধীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়

পাশ্চাত্যে লাগামহীন যৌন স্বাধীনতা ও পরিবার-ব্যবস্থায় ধ্বংসের মতো নৈতিক অবক্ষয়ের পেছনে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও ডারউইনের চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে। এই সব দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আর এরই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিণতিতে পাশ্চাত্যে যৌনাচার হয়ে পড়েছে অবাধ এবং পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্যে নৈতিক অধঃপতন দিনকে দিন শোচনীয় হচ্ছে। সেখানে কে কত বেশি নৈতিক ও পারিবারিক মূল্যবোধগুলোকে পদদলিত করবেন তারই প্রতিযোগিতা চলছে। চারিত্রিক অধঃপতন ও বিচ্যুতির এই ধারাকে তারা যৌন বিপ্লব বলে অভিহিত করছেন। ফলে পরিবার-ব্যবস্থা উপনীত হয়েছে পতনের দ্বার-প্রান্তে।

ইতালীয় দৈনিক 'লাস্তাম্পা' এক প্রতিবেদনে লিখেছে, 'অত্যন্ত অমানবিক ও অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য যে, আমোদ-ফুর্তির জন্য ইতালীয়রা একে-অপরের কাছে স্ত্রী ধার দিচ্ছে।

রোমের 'তুস্কানা' নামক একটি সুন্দর এলাকায় গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কাটানোর জন্য যেসব আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়, তাতে সম্মতি দেওয়ার আগে নারী ও পুরুষদের খুব ভালোভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে বলেছে এই দৈনিক। কারণ, সেখানে বসবাস করতে হলে স্বামী বা স্ত্রীকে অন্যের স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে বদল করতে হতে পারে পারস্পরিক ধার হিসেবে।

দৈনিক 'লাস্তাম্পা' আরও লিখেছে, প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে প্রায় ৫০ হাজার নারী-পুরুষ ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলের ২০০টি নাইট ক্লাবে তাদের স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের সঙ্গে বদল করেন। এ ছাড়া গাড়ির পার্কিং, সমুদ্র সৈকতের বিশেষ স্থানে, এমনকি কবরস্থানের মতো নানা জায়গায় স্বামী-স্ত্রী বদলের হাজারো ঘটনা ঘটছে। এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে 'ফিডার' নামের একটি সংস্থা। সংস্থাটি ইতালিতে স্বামী-স্ত্রী বদলকারীদের সংখ্যা ৫০ হাজার বলে উল্লেখ করলেও বাস্তবে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। অনুমান করা হচ্ছে, এ ধরনের ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। ফিডার আরও জানিয়েছে, ইতালিতে স্ত্রী বদলকারী পুরুষদের গড় বয়স প্রায় ৪৩ এবং মহিলাদের বয়স ৩৫। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ইতালির সাবেক প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লোসকুনিও কিছু দিন আগে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী রাসমুসেনের সঙ্গে স্ত্রী বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লাম্পট্যের জন্য কুখ্যাত বার্লোসকুনি তার স্ত্রী ভেরেনিকার বিনিময়ে রাসমুসেনের স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চাইলেও রাসমুসেন ও তার স্ত্রী তাতে রাজি হয়েছিলেন কিনা তা উল্লেখ করেনি দৈনিকটি।

ইউরোপের কয়েকটি গণমাধ্যম জানিয়েছে—ব্রিটেন, হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের 'নতুন পরিবার' নামে একটি গ্রুপ শনিবারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ওই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাতের জন্য নিজ স্ত্রীদের পরস্পরের সঙ্গে বদল করেন। এ ধরনের পদক্ষেপের ফলে পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ ইউরোপের বিচার বিভাগ এই সব নোংরা কাজের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখাচ্ছে না। এসব অনাচারের বিরুদ্ধে ইতালির খ্রিষ্টান পাদ্রিরা গির্জাগুলোতে বক্তব্য রাখবেন বলে কেউ কেউ আশা করলেও মনে হয় যেন তারাও অসচেতনতার গভীরে নিমজ্জিত। উৎসব অনুষ্ঠানে স্বামী-স্ত্রী বদলের এসব ঘটনা 'পাইকারী সম্পর্ক' নামে পরিচিত এবং এ ধরনের নোংরা রীতি ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাশ্চাত্যে অবাধ যৌনাচার ও ব্যাভিচারের মতো নৈতিক অধঃপতন যে চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, দৈনিক লাস্তাম্পার প্রতিবেদনই তার প্রমাণ। পাশ্চাত্যে এখন সব কিছুই যৌন-অশ্লীলতার সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। মনে হয় যেন পশ্চিমা সভ্যতার সদস্যরা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার চেতনা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন। আরও পরিহাসের ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্যের এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললে তাকে স্বাধীনতা বিরোধী, স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে অপবাদ দেওয়া হয়।

এ জন্যই বলি, পরাধীনতার চেয়েও জঘন্য কিছু স্বাধীনতা আছে যা কখনো কাম্য হওয়া উচিত নয়। যে স্বাধীনতা নিজের স্বকীয়তা এবং সমভ্রমের জন্য হুমকি তাতে গা ভাসিয়ে দেওয়াকে আধুনিকতা বলা যায় না। নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা লাগামহীন স্বাধীনতার চেয়ে ঢের ভালো।

একটি কুকুর কোথায় গেল কি করল; তার গর্ভে কার বাচ্চা ধারণ করল এটি সভ্য সমাজের প্রশ্ন নয়। তদ্রূপ পেট আমার তাই সন্তান জন্মের অধিকারও আমার; আমি কার থেকে বাচ্চা নেব আর কার থেকে নিব না সে অধিকার কেবলই আমার। এখানে স্বামীর কর্তৃত্ব চলবে না। এটিও কোনো সভ্য সমাজের রীতিনীতি হতে পারে না। পাশ্চাত্য হলো, এমনই একটি সভ্যতার ধারক-বাহক।

আমাদের সভ্যতা আর পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে পার্থক্য হলো, আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি মাকে আর পশ্চিমারা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে এই মাকেই। এর কারণ হলো, তারা মাকে চিনে কিন্তু বাবার পরিচয় জানে না। বাবার পরিচয় জানার জন্য তাদের সম্ভাব্য বাবাদের একটি শর্টলিস্ট তৈরি করে তাদের ডি ন এ পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয়। ভাগ্য বেশি ভালো হলে বাবার পরিচয় মিলল-নচেৎ নয়। কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে, যৌনতার ক্ষেত্রে তাদের কোনো বাচ-বিচার নেই। দুজনের সম্মতি থাকলেই যে কেউ যে কারোর সঙ্গে যৌনমিলন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে পারবে। চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। এর ফলাফল কি হচ্ছে? এমন প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ নিচের ঘটনাটি দেখুন—

ব্রিটেনের ১৩ বছর বয়সি এক স্কুলছাত্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি! সে ইতিমধ্যে তার গার্লফ্রেন্ডের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে সাড়া ফেলে দিয়েছে। আমাদের এক দৈনিক তার উপাধি দিয়েছে পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ পিতা! এ ঘটনায় স্বয়ং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, 'এখন শিশুরা শিশুর পিতা হচ্ছে। এটা বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই তা বন্ধ করতে হবে!' তার উদ্বেগ প্রশংসনীয়। কিন্তু তার সমাজ ও সমাজব্যবস্থা কি এই উদ্বেগ কে সমর্থন করে? যে সমাজের কিশোর ও কিশোরী অবাধ যৌনতার অসংখ্য উপাদান তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকেই পাচ্ছে, সে সমাজের কোনো কর্ণধার যদি বলেন এই অনাচার রোধ করতে হবে তাহলে তার প্রতি করুণা জাগে। তিনি বলেছেন বন্ধ করতে হবে, কিন্তু কীভাবে তা বন্ধ হবে? অশ্লীলতা ও অবাধ যৌনতার সকল পথ খোলা রেখে শুধু তার ফলাফলটুকু ঠেকিয়ে রাখা কি কোনোভাবেই সম্ভব?

পাশ্চাত্যে নৈতিক অনাচার এতটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে; এমনকি গির্জাগুলোও এসব অনাচারের মোকাবিলায় নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পক্ষে কথা বলার চেষ্টা করছে না। এসব ব্যাপারে মুখ খুলতে গেলে গির্জাকে মানুষের স্বাধীনতা-বিরোধী বলা হতে পারে বলে তারা নীরবতা অবলম্বন করছেন।

বিশিষ্ট ফরাসি চিন্তাবিদ মন্তেস্কু শার্ল মনে করেন, সমাজগুলো দুইভাবে ধ্বংস ও দুর্নীতির শিকার হয়—

প্রথম পথটি হলো, মানুষ যখন আইন মানে না; তবে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় পথটি হলো, খোদ আইনই জনগণকে দুর্নীতি ও বিচ্যুতির দিকে ঠেলে দেয়। এই দ্বিতীয় সংকটের নিরাময় অসম্ভব। কারণ, যখন ওষুধের মধ্যেই থাকে সমস্যা বা রোগের বীজ তখন তা রোগ ও ব্যথা আরও ছড়িয়ে দেবে—এটাই স্বাভাবিক।

পাশ্চাত্যের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট উল্লিখিত দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির।

আসলে পশ্চিমারা যখনই আইন থেকে ধর্ম, মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে দূরে রেখেছে তখনই তাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। সেখানকার অবস্থা এখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন যে, অনৈতিক ঘটনাগুলো আর পরিসংখ্যানের সীমায় প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, অনৈতিকতা সেখানে সংখ্যার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পাশ্চাত্যে অর্ধেকেরও বেশি শিশু জন্ম নেয় পরিবারের বাইরে অবৈধভাবে। সেখানে কোনো পরিবার টিকে থাকার ঘটনাই বরং ব্যতিক্রমী ঘটনা।

পাশ্চাত্যের বিয়েগুলোর শতকরা ৮০ ভাগই তালাকে গড়াচ্ছে। সেখানে বিবাহ-পূর্ব যৌনসম্পর্ক এবং বিয়ের পরও বহুমুখী ব্যভিচার এখন যেন সামাজিকভাবেই স্বীকৃত বিষয়। সমকামিতার মত জঘন্য বিষয়ও আজ আইনসিদ্ধ অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে পাশ্চাত্যে। সমকামীরা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে প্রকাশ্যে জনসমাবেশ করে এই বিকৃত যৌন-জীবনকে স্বাভাবিক মানুষের জীবন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানাচ্ছে। এরই মধ্যে পাশ্চাত্যের বহু সরকার সমকামীদের কথিত বিয়েকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে দূরে থাকা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেকোনো উপায়ে ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করার চরম বস্তুবাদী মনোভাবের কারণেই পাশ্চাত্যের আজ এই চরম দুর্দশা। তারা ভুলে গেছে মানুষ সৃষ্টির এবং নবি-রাসুল প্রেরণের খোদায়ী উদ্দেশ্য। উন্নত নৈতিক জীবন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময় তাদের নেই।

পাশ্চাত্যে বস্তুবাদী চিন্তার পেছনে ডারউইনের বিভ্রান্ত তত্ত্বের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ বস্তুগত ও প্রাণিজগৎ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল। প্রাকৃতিক নিয়মের অংশ হিসেবেই তারা আবির্ভূত হয়েছে আগের প্রাণীর চেয়ে উন্নত সংস্করণ হিসেবে ও এগিয়ে যাচ্ছে আরও উন্নত প্রাণী হওয়ার পূর্ণতার দিকে। পশ্চিমাদের অনেকেই খুব দ্রুত এই তত্ত্বকে মহাসত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং এরই আলোকে পদদলিত করেছে সব ধরনের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ। হজরত আদম ও হাওয়ার সৃষ্টির ঘটনা এবং মানুষের মর্যাদাসংক্রান্ত আসমানি কিতাবের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয় না ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী পশ্চিমারা। আল্লাহ কর্তৃক মানুষ ও সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্ব লাভ করা এবং পরকাল ও নবুওয়াতের মতো বিষয়গুলো প্রশ্নবিদ্ধ করেছে পশ্চিমা জড়বাদীরা।

ডারউইনের বস্তুবাদী মতবাদের আলোকে পশ্চিমারা গড়ে তুলেছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা মতবাদ। তাই তার তত্ত্বটি নিছক কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গণ্ডিতে সীমিত নয়। এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই অবাধ যৌন-স্বাধীনতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে পশ্চিমারা এবং ধ্বংস করছে পরিবার-ব্যবস্থা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জড়বাদী ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পাশ্চাত্য ছবি, ছায়াছবি ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে ব্যভিচার বা অশ্লীলতার বিস্তারে। বিয়ে ও পরিবার তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ছে। অথচ পরিবার মানবীয় ভালোবাসা ও উচ্চতর গুণাবলির বিকাশ—তথা মানুষ গড়ার ও সুশিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং পবিত্র উপায়ে মানুষের যৌন চাহিদা পূরণের মাধ্যম। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি ও সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ উচ্চতর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা রাখে। তাকে কেবল খাওয়া-পরা ও ভোগের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ যদি শুধু পশুর মতো জৈবিক চাহিদা পূরণকেই জীবন মনে করে, তাহলে সে হয়ে পড়বে আধ্যাত্মিক দিক থেকে মৃত এক জীব, যে জন্য মৃত্যুর পর তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

মোটকথা, পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক জীবন-ধারা মানুষের নিরাপত্তার প্রধান কেন্দ্র পরিবারগুলো ধ্বংস করছে। সেখানকার সন্তান ও শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে বাবা-মায়ের স্নেহ হতে। একইভাবে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা জীবনের শেষ সময়ে বঞ্চিত হচ্ছে আপনজনদের সান্নিধ্য ও স্নেহ-ভালোবাসা থেকে। সিনেমা ও নাটকের মাধ্যমে অপবিত্রতম যৌনসম্পর্ক, ব্যাভিচার ও হৃদয়হীনতাকে বৈধ ও প্রত্যাশিত বলে তুলে ধরা হচ্ছে পাশ্চাত্যে। ফলে মানুষের ও বিশেষ করে নারীর মনুষ্যত্ববোধকে বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মানুষের স্মৃতিপট থেকে।

যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা

এ তো গেল পাশ্চাত্যের যৌন স্বাধীনতা বা যৌনতার ব্যাপারে তাদের সামাজিক অবস্থান। এখন দেখা যাক, যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ। ইসলামে পাশ্চাত্যের মতো অবাধ যৌনতার কোনো সুযোগ নেই, বরং এ ক্ষেত্রে রয়েছে একটি সীমারেখা বা গণ্ডি। যার বাইরে কেউ যৌনসম্পর্ক করতে পারবে না।

ইসলামিক যৌন আইনশাস্ত্র বা যৌনতা বিষয়ক ফিকহ বলতে সেইসব ইসলামিক অনুশাসনকে বোঝায় যেগুলো দ্বারা মুসলিমদের যৌনাচার নিয়ন্ত্রিত হবে। এসব অনুশাসন বহির্ভূত সকল প্রকার যৌনাচার ইসলামে নিষিদ্ধ বা হারাম। মানবজীবনের যৌন চাহিদা ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু কীভাবে সে যৌন চাহিদা পূরণ করা যাবে তার রয়েছে বিশেষ অনুশাসন।

ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রবল হলেও স্বয়ং যৌন কর্মকাণ্ড ইসলামে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নয়। ভালোবাসা এবং নৈকট্যের মহৎ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপকারিতা হিসেবে কুরআন ও হাদিসে অনুযায়ী [illegible] সম্পর্কসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এমনকি বিয়ের পরেও কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর রক্তস্রাবকালীন এবং সন্তান প্রসবের পর একটি নির্ধারিত সময়কালে তার সঙ্গে সঙ্গম করতে পারবে না। পায়ুতে লিঙ্গ প্রবেশকরণও তার জন্য পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে। সমকামিতার মতো কর্মকাণ্ড ও আচরণও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

একটি মেয়ের সঙ্গে কখন যৌনসঙ্গম করা যাবে

বালিগ বা বুলুগ হলো সেই ব্যক্তি যে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেছে এবং যার উপর ধর্মীয় আইন ও বিধিবিধান কার্যকর হয়েছে। বিয়ে সম্পর্কিত প্রসঙ্গে বালিগ শব্দটি *'হাত্তা তুতিকাল-রিজাল'* নামক আরবি আইনগত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার অর্থ একজন নারী যৌনসঙ্গমের জন্য শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ, সে বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিবাহের ব্যাপারে মত প্রকাশের অধিকার রাখে না। সে অর্থে বালিগ বা বালাগাত বলতে যৌন বয়ঃপ্রাপ্তিতে পৌঁছানোকে বোঝায় যা রক্তস্রাব সংঘটনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়।

ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তির বয়স আনুমানিক প্রায় ১২ বছর এবং লক্ষণ না পেলে আনুমানিক ১৫ চন্দ্রবছর বা সাড়ে ১৪ বছর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলো হলো, বয়ঃসন্ধিকালের চুল উদ্‌গমন। সিক্ত স্বপ্ন ও স্ত্রীসঙ্গমের ক্ষমতা লাভ। মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তির বয়স আনুমানিক প্রায় ৯ বছর এবং লক্ষণ না পেলে আনুমানিক ১৫ চন্দ্রবছর বা সাড়ে ১৪ বছর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে; মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলো হলো, ঋতুস্রাব হওয়া। সিক্ত স্বপ্ন ও গর্ভধারণের ক্ষমতা লাভ।

বৈবাহিক যৌনাচার

ইসলামে যৌন চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহের প্রতি ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। উপরন্তু ইসলামে এটিকে সদকার সমতুল্য বলা হয়েছে এবং নফল ইবাদতের চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই একমাত্র সম্পর্ক যেখানে পর্দার কোনো বিধি-নিষেধ নেই। হাদিসে আছে—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে তাদের উচিত বিয়ে করা; এটি দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তারা যেন রোজা রাখে, কেননা তা যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত করে।

পন্থা বা পদ্ধতি

বর্ণিত আছে যে, মদিনার ইহুদিগণ বলত, কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে পেছন দিক থেকে জরায়ুপথে সঙ্গম করে তবে তার সন্তান ট্যারা চোখ নিয়ে জন্মাবে। সে সময়ে একদিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন, কি তোমাকে ধ্বংস করেছে? তিনি উত্তরে বললেন, গত রাতে আমি আমার স্ত্রীকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে ফেলেছিলাম। অর্থাৎ তিনি পেছন দিক থেকে তার স্ত্রীর সাথে জরায়ুপথে সহবাস করেছিলেন।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু বললেন না। এরপর এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়—

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ـ

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার (তোমাদের স্ত্রীদের সাথে জরায়ুপথে যেকোনোভাবে সঙ্গম করতে পারো কিন্তু পায়ুপথে নয়)। আর তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য আগেই কিছু পাঠাও (ভালো কাজ করো অথবা আল্লাহর কাছে পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করো) এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহর সাথে নিশ্চয় তোমাদের (পরকালে) দেখা করতে হবে। আর (হে মুহাম্মদ,) বিশ্বাসীদের সুখবর দাও।[১৭]

উপরিউক্ত আয়াতে স্ত্রীর সাথে জরায়ুপথে সঙ্গমকে শস্যক্ষেত্রে বীজ বপনের সাথে তুলনা করে এটি নির্দেশ করা হয়েছে যে, ইসলামে ইচ্ছেমতো যেকোনো

[১৭] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পন্থায় শুধুমাত্র জরায়ুপথেই সঙ্গম করাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কারণ শস্যক্ষেত্রে বীজ বপনের ফলে যেমন ফসল উৎপন্ন হয় ঠিক সেভাবে জরায়ুপথে সঙ্গমের ফলেই সন্তানের জন্ম হয়।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উত্তর দেন—সামনে বা পেছনে যেকোনো দিক থেকে নিজের স্ত্রীর সাথে জরায়ুপথে সংগম করো, কিন্তু পায়ুপথকে পরিহার করো এবং রক্তস্রাবকালে সঙ্গম থেকে বিরত থাকো।[১৮]

যৌনতায় সীমারেখা এবং বিধি-নিষেধসমূহ

চারটি ক্ষেত্রে বৈবাহিক সঙ্গমের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এগুলো হলো—

১। পায়ুমৈথুন।

২। ঋতুস্রাবকালীন সঙ্গম।

৩। সন্তান জন্মের পর প্রথম ৪০ দিন।

৪। রমজান মাসে রোজা রাখা অবস্থায় এবং হজ ও উমরা পালনের সময়। হজ বা উমরাকালীন বিবাহ হলে তা সক্রিয় বলে গণ্য হবে না।

মুসলিম পুরুষদের জন্য মূর্তিপূজারি নারীর সঙ্গে বিবাহ ও সঙ্গম নিষিদ্ধ। একইভাবে পিতার স্ত্রীগণ, মাতা, কন্যা, বোন, পিতার বোন, মাতার বোন, ভাইয়ের কন্যা, বোনের কন্যা, দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুড়ি, পূর্বে বৈবাহিক বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল এমন নারীর কন্যা, পালক পুত্রের মাতা, এবং একই পরিবারের দুই বোন ও নিজ ক্রয়কৃত দাসী ব্যতীত সকল বিবাহিত নারী।

যৌনসঙ্গমের একটি ক্ষেত্র যা সাধারণত নিষিদ্ধ তা হলো পায়ুসঙ্গম।

সকল মুসলিম আইনবিদই একমত যে, নিজ স্ত্রীর সাথেও পায়ুকাম নিষিদ্ধ, যার ভিত্তি হলো এই হাদিসটি—

> তোমরা নারীদের সাথে পায়ুপথে সহবাস কোরো না।[১৯]

---

[১৮] আহমদ, তিরমিযি শরিফ।

[১৯] আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, নাসায়ি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

সে পুরুষ অভিশপ্ত, যে কোনো নারীর সাথে পায়ুপথে সঙ্গম করে।[২০]

খুজাইমা ইবনে সাবিদ বর্ণনা করেন—আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না; তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে পায়ুপথে সঙ্গম করো না।[২১]

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সেই পুরুষের দিকে তাকাবেন না যে তার স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করেছে।[২২]

পবিত্রতা অর্জন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

যৌনক্রিয়া বা সহবাসের সময় দম্পতির যৌনাঙ্গদ্বয়ের পারস্পরিক অনুপ্রবেশ অথবা অনুপ্রবেশের পর বীর্যস্খলন হলে সহবাসের পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পূর্ণরূপে ধর্মীয় পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ শরীর স্নান বা গোসল করা প্রয়োজন, যাতে তারা পরবর্তী উপাসনা বা নামাযের পূর্বে ধর্মীয় পবিত্রতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। গোসলের জন্য প্রয়োজন এমন পরিষ্কার ও দুর্গন্ধবিহীন পবিত্র পানি যা ইতিপূর্বে গোসল বা শৌচকাজে ব্যবহৃত হয়নি, এবং উপাসনার স্বার্থে পবিত্র হওয়ার মনসংকল্প বিবৃতকরণের মাধ্যমে গোসলের জন্য সূচনা করা হয়। এরপর দেহের কোনো স্থান শুকনো না থাকে এমনভাবে সম্পূর্ণ শরীরে পানি ঢালার পর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন পরিষ্কার করা হয়।

রমজান

রমজান মাসে রোজার সময় যৌনসঙ্গম নিষিদ্ধ। এ সময় যৌনসঙ্গম করলে বা কোনো কারণে বীর্যপাত ঘটালে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। যৌন উত্তেজনাবশত বীর্য-তরল বা কামঃরস নির্গত হলে রোজা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে রোজাবিহীন অবস্থায় রাত্রিকালীন সময়ে তা নিষিদ্ধ নয়।

---

[২০] আহমদ।

[২১] আহমদ ৫/২১৩।

[২২] তিরমিযি, ১৫৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা বা বিবিধ যৌনতা

ইসলামি আইনশাস্ত্রে যেমন বৈবাহিক যৌনতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বিবাহ বহির্ভূত সকল যৌনতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। উপরন্তু কুরআনে এই আইনগুলোর লিখিত নিশ্চয়তা রয়েছে—

> اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔
>
> ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে ১০০ করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

পতিতাবৃত্তি

যৌন চাহিদা পূরণের আরেকটি মাধ্যম হলো পতিতাবৃত্তি। পতিতাবৃত্তি ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআনে বলা হয়েছে—

আর শুধু পার্থিব জীবনে তোমরা কিছু স্বার্থ লাভ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করো না, যদি তারা সতীত্ব বজায় রাখতে চায়।

কোনো মুসলিম যদি এ কাজে সম্পৃক্ত হয় তবে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবে এর প্রচলন ছিল। ইসলাম আগমনের পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল স্তরে পতিতাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

হজরত আয়াশ ইবনে সালামাহ তার পিতার সূত্রে বলেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আওতাস যুদ্ধের বছর তিন দিনের (মুতাহ) বিবাহের অনুমতি দান করেছিলেন। তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কাজ করতে নিষেধ করেন।[২৭]

---

[২৭] বুখারি শরিফ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামে যৌনতার পাশাপাশি অন্যতম বিস্তৃত আলোচিত বিষয় হলো— শালীনতাবোধ। হাদিসে শালীনতাকে ধর্মবিশ্বাসের অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۔

হে মুমিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বিশ্রামের জন্য বস্ত্র খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর।[২৪] এই তিন সময় তোমাদের জন্য গোপনীয়তার।[২৫] এ সময় ছাড়া তোমাদের ও তাদের যোগাযোগে কোনো দোষ নেই।[২৬] তোমাদের একে অপরের কাছে

---

[২৪] দাস বলতে দাস-দাসী উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। ثلاث مرّات (তিনবার) বলতে 'তিন সময়' উদ্দেশ্য। এই তিন সময় এমন যে, মানুষ কক্ষে (রুমের ভিতর) নিজ স্ত্রীর সাথে প্রেমকেলিতে লিপ্ত অথবা এমন পোশাকে থাকতে পারে যে পোশাকে অন্য কারও দেখা বৈধ বা উচিত নয়। সেই কারণে সেই তিন সময়ে ঘরের দাস-দাসীদের জন্য এ কথার অনুমতি নেই যে, তারা বিনা অনুমতিতে মালিকের রুমে প্রবেশ করবে।

[২৫] عورات শব্দটি عورة শব্দের বহুবচন। যার আসল অর্থ ত্রুটি। অতঃপর এর ব্যবহার এমন জিনিসের উপর হতে শুরু করে, যার প্রকাশ করা ও দেখা পছন্দনীয় নয়। মহিলাকে সেই জন্য 'আওরাত' বলা হয়। কারণ, তার প্রকাশ ও নগ্ন হওয়া এবং তাকে দেখা শরিয়তে অপছন্দনীয়। এখানে উক্ত তিন সময়কে عورات (পর্দার সময়) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ সময়গুলো তোমাদের নিজেদের পর্দা ও গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়; যাতে তোমরা তোমাদের বিশেষ পোশাক ও অবস্থাকে (স্ত্রী ছাড়া অন্যের কাছে) প্রকাশ করতে অপছন্দ করে থাক।

[২৬] উক্ত তিন সময় ছাড়া ঘরের দাস-দাসীদের রুমে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই; তারা বিনা অনুমতিতে আসা-যাওয়া করতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۔

তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ তার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۔

বৃদ্ধ নারী; যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে।[২৭] তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।[২৮] আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ

---

[২৭] এ থেকে এমন বৃদ্ধা নারী বা এমন বিগত-যৌবনা মহিলা উদ্দেশ্য, যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এবং সন্তান দেওয়ার যোগ্যতাও শেষ হয়ে গেছে। এই বয়সে সাধারণত মহিলাদের মধ্যে পুরুষদের প্রতি যৌনকামনার যে প্রাকৃতিক আকর্ষণ থাকার কথা তা শেষ হয়ে যায়। আর তখন না তারা বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করে, আর না-ই কোনো পুরুষ তাদের প্রতি বিবাহের জন্য আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত নারীদের ক্ষেত্রে পর্দার নির্দেশকে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। 'বহির্বাস' বলতে দেহের বাইরে বা উপরের লেবাস যা শালওয়ার-কামিজের উপর বড় চাদর বা বোরকারূপে ব্যবহার করা হয়, তা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এই বয়সে তারা চাদর বা বোরকা খুলে রাখতে পারে। তবে শর্ত হলো, যেন সৌন্দর্য, সাজসজ্জা ও প্রসাধন ইত্যাদির প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়। যার অর্থ হলো, কোনো নারী নিজের যৌন অনুভূতি শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি সাজগোজ (ও ঠসক) দ্বারা যৌনকামভাব প্রকাশ করার রোগে আক্রান্ত থাকে, তাহলে তার জন্য পর্দার ব্যাপারে কোনো প্রকার শিথিলতা নেই; বরং তাকে পূর্ণরূপ পর্দা করতে হবে।

[২৮] অর্থাৎ, যদি উক্ত বৃদ্ধা নারীগণ পর্দার ব্যাপারে শৈথিল্য না করে পূর্বের ন্যায় রীতিমত বড় চাদর বা বোরকা ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে তাদের জন্য সেটাই উত্তম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ
اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا
جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ۔

অন্ধের জন্য, খোড়ার জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্য তোমাদের নিজেদের গৃহে আহার করা দূষণীয় নয়।[২৯] অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগিনীগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সেসব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে।[৩০] তোমরা একত্রে আহার করো অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার

---

[২৯] এর একটি অর্থ এই বলা হয়েছে যে, জিহাদে যাওয়ার সময় সাহাবিগণ রাদি. আয়াতে উল্লিখিত অক্ষম সাহাবাদেরকে নিজেদের ঘরের চাবি দিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে তাঁদের ঘরের জিনিস-পত্র খাওয়া-পান করার অনুমতি দিয়ে রাখতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সব অক্ষম সাহাবিগণ মালিকের বিনা উপস্থিতিতে সেখান হতে খাওয়া-পান করা অবৈধ মনে করতেন। আল্লাহ বললেন, উক্ত লোকদের জন্য নিজের আত্মীয়দের ঘর হতে বা যেসব ঘরের চাবি তাদের কাছে রয়েছে, সে সব ঘর হতে পানাহার করতে কোনো পাপ বা দোষ নেই।

আবার কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, সুস্থ-সক্ষম সাহাবায়েকেরাম রাদি. অসুস্থ-অক্ষম সাহাবাদের সাথে খেতে এই জন্য অপছন্দ করতেন, কারণ, তাঁরা অক্ষমতার কারণে কম খাবেন, আর নিজেরা হয়তো বেশি খেয়ে ফেলবেন, যার ফলে তাঁদের প্রতি অন্যায় ও বে-ইনসাফি না হয়ে যায়। অনুরূপ অক্ষম সাহাবিগণ অন্য সক্ষম লোকদের সাথে খাওয়া এই জন্য পছন্দ করতেন না, যাতে কেউ তাঁদের সাথে খেতে ঘৃণা না করে। আল্লাহ তায়ালা উভয় দলকেই পরিষ্কার করে দিলেন যে, এতে কোনো পাপ নেই।

[৩০] এ অনুমতি সত্ত্বেও কিছু উলামাগণ পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, উপরে যে খাবার খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা মামুলী ধরনের সাধারণ খাবার, যা খেলে কারো মনে ক্ষতির অনুভূতি হয় না। অবশ্য এমন ভালো জিনিস যা মালিক বিশেষভাবে নিজের জন্য গোপন করে রেখেছে, যাতে তার উপর কারো দৃষ্টি না পড়ে, অনুরূপ জমাকৃত মালপত্র; এ সব খাওয়া ও ব্যবহার করা বৈধ নয়। (আইসারুত তাফসির) এখানে 'তোমাদের নিজেদের জন্য তোমাদের নিজেদের গৃহে' বলতে নিজ সন্তানের গৃহকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু সন্তানের ঘর নিজের ঘর। যেমন : হাদিসে বলা হয়েছে, 'তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার।' (ইবনে মাজাহ ২২৯১নং, আহমাদ ২/১৭৯, ২০৪, ২১৪)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে—'মানুষের সন্তান তারই উপার্জন।' (আবু দাউদ ৩৫২৮, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ ২১৩৭নং)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করো।[৩১] তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে।[৩২] এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলি বিশদভাবে বিবৃত করেন; যাতে তোমরা বুঝতে পার।[৩৩]

হাদিসেও শালীনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত আছে—

মুআবিয়া ইবনে হায়যাহর সূত্র হতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা কর্তৃক বর্ণিত, একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আমাদের সতর কার কাছে গোপন রাখবো আর কাকে দেখাতে পারবো? তিনি উত্তর দিলেন, স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ব্যতীত সকলের নিকট গোপন রাখবে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! যখন সবাই একত্রে থাকি? তিনি উত্তর দিলেন, সতর না দেখানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, যখন আমাদের কেউ নির্জনে থাকবে? (অর্থাৎ তখন কী সতর খোলা রাখতে পারবো? তিনি বললেন, মানুষের চাইতেও আল্লাহকে বেশি লজ্জা করবে।[৩৪]

অপর হাদিসে এসেছে—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট হবে সেই পুরুষ, যে তার স্ত্রীর কাছে যায় এবং স্ত্রীও তার কাছে আসে, আর তারপর সেই পুরুষ তার স্ত্রীর গোপনীয়তা অপরদের কাছে প্রকাশ করে দেয়।[৩৫]

---

[৩১] এখানে অন্য একটি সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। কিছু মানুষ একাকী খাওয়া পছন্দ করত না বরং কাউকে নিয়ে খাওয়া জরুরী মনে করত। আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'একসাথে খাও বা একাকী, সবই জায়েয, কোনোটাতে পাপ নেই।' অবশ্য একসঙ্গে খাওয়াতে অধিক বরকত লাভ হয়। যেমন কিছু হাদিস হতে এ কথা জানা যায়। (ইবনে কাসির)

[৩২] এই আয়াতে নিজ গৃহে প্রবেশের কিছু আদব বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো—এই যে, প্রবেশের সময় বাড়ির লোকদেরকে সালাম দাও। মানুষ নিজের স্ত্রী-সন্তানদের উপর সালাম করা বোঝা বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। কিন্তু ইমানদার ব্যক্তির জন্য জরুরি আল্লাহর আদেশ পালন করে সালাম দেওয়া। নিজের স্ত্রী-সন্তানদেরকে শান্তির দোয়া দেওয়া থেকে কেন বঞ্চিত রাখা হবে?

[৩৩] সুরা নুর, আয়াত : ৫৮-৬১।

[৩৪] আবু দাউদ শরিফ, হাদিস নং-৪০০৬।

[৩৫] মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৩৩৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য আরেকটি হাদিসে রয়েছে—

হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল বলেছেন, কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষের সতরের দিকে না তাকায়, এবং কোনো স্ত্রীলোক যেন অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সতরের দিকে না তাকায়। আর কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে নিম্নবাস ছাড়া একই কাপড়ের নিচে না ঘুমায় এবং কোনো নারী যেন অন্য কোনো নারীর সঙ্গে নিম্নবাস ছাড়া একই কাপড়ের নিচে না শোয়।[৩৬]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাত বছর বয়সে তোমার সন্তানদের সালাতের নির্দেশ দাও, আর ১০ বছর বয়স থেকে তাদের প্রহার করো যদি তারা সালাত আদায় না করে, এবং (সেই বয়সে) তাদের বিছানা (শয়নের স্থান) আলাদা করে দাও।[৩৭]

এ ছাড়া একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে প্লেগ মহামারির আকারে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তা ছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব ঘটে, যা পূর্বেকার লোকদের মাঝে দেখা যায়নি।[৩৮]

ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি

ইসলামি সভ্যতার প্রধান ভিত্তিসমূহের একটি হলো, আখিরাতের জবাবদিহিতা। মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এর নৈতিক ফল মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পাওয়া যাবে। এ বিশ্বাস ছাড়া কারও পক্ষেই নৈতিক মান রক্ষা করে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সম্ভব নয়।

খ্রিষ্টধর্মে আখিরাতে বিশ্বাসের ধারণা থাকলেও গডকে ফাঁকি দিয়ে পাবার উপায় তারা আবিষ্কার করে নিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুতে বিশ্বাসী সকল মানুষের যাবতীয় পাপের কাফফারা আদায় করে গেছেন। তাই তার প্রতি বিশ্বাস থাকলেই আখিরাতের জন্য যথেষ্ট। তাদের এ বিশ্বাস তাদের

---

[৩৬] আবু দাউদ শরিফ।

[৩৭] আবু দাউদ।

[৩৮] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৪০১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাপ করার বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। ফলে যখন নিশ্চিত তখন পাপে দ্বিধা থাকবে কেন?

ইসলামে Honesty is a value আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় Honesty is a policy অর্থাৎ ইসলামের মতে সর্বাবস্থায় সততা অবলম্বন করতে হবে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় নীতি হিসেবে সততাকে লাভজনক বলে গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায়ে উন্নতির স্বার্থে সততা প্রয়োজন; কিন্তু যদি ধরা পড়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে সততা জরুরি নয়।

অসৎ উপায়ে উন্নতি করতে বাধা নেই, যদি আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। আইন, পুলিশ ও লোকলজ্জার ভয়ে সততা পালন করা হয়ে থাকে। ইসলাম অনুযায়ী আল্লাহর ভয়ে সৎ থাকতে হবে, যাতে আখিরাতে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ, আইন ও পুলিশ নাগাল না পেলেও এবং অন্য কোনো মানুষ না দেখলেও আল্লাহ সর্বাবস্থায় দেখছেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার কারও কোনো সুযোগ নেই—এ বিশ্বাস নৈতিকতা মেনে চলতে বাধ্য করে।

কুরআনে বলা হয়েছে—আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনা ছাড়া কোনো মানুষ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা এ চেতনার ধারই ধারে না।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ইসলামি সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিগত দূরত্ব বিরাট। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হলো—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, যা থেকে তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত ও বিচার দিবসের বিশ্বাসের কথা আসে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো, সেক্যুলারিজম, ডেমোক্রেসি, ডারউইনিজম, মেটেরিয়ালিজম ইত্যাদি। এসব মৌলিক ভিত্তির দিক দিয়ে ইসলামি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। এদের মধ্যে সমন্বয়ের বা সমঝোতার কোনো উপায় নেই।

সুতরাং উভয় সভ্যতার কৃষ্টি বা কালচারে বিরাট পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক কাঠামোতে, নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধের বিধান সম্পর্কে, আনন্দ-বিনোদন উপভোগের ধরনের ব্যাপারে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের ইসলামি সভ্যতার যে ভিত্তি প্রদান করেছে, যারা তা মেনে চলে তাদের চরিত্রে নিম্নরূপ গুণাবলি দেখা যায়—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১. তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করে, আখিরাতে আল্লাহর নিকট দুনিয়ার কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে বলে সর্বদা সতর্ক হয়ে জীবনযাপন করে।

২. তারা অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে সম্পদ হাসিলের চেষ্টা করে না। কারও সাথে প্রতারণা করে না। তবে এক-দুজন পাপাচারী থাকবে—এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। তদ্রূপ এটিকে মৌলিক বিষয় হিসেবে গণ্যও করা যাবে না।

৩. কারও উপর তারা সামান্য অন্যায় করে না।

৪. নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীদের সাথে তারা যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে না। এমনকি পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টিও দেয় না।

৫. ইসলাম দুনিয়াকে ভোগ করার যতটুকু অধিকার দিয়েছে এবং যে নিয়মে ভোগ করার অনুমতি আছে, একমাত্র ততটুকুই নির্ধারিত নিয়মে তারা ভোগ করে। তারা বৈরাগ্য অবলম্বন করে না। এমনকি ভোগবাদীদের মতো লাগামহীনও হয় না ইত্যাদি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি দেশে ইসলামি জীবনবিধান জনগণের নিকট পেশ করেন, যে দেশে সেকালের সভ্য দুনিয়ার (রোম ও পারস্য সভ্যতা) কোনো আলো পৌঁছেনি। সভ্য দুনিয়া তাদের বর্বর জাতি বলেই মনে করত। তারা বংশানুক্রমিকভাবে গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। লেখাপড়ার চর্চা ছিল না বললেই চলে। জনগণের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারণ, দেশে কোনো একক সরকারের অস্তিত্বই ছিল না।

এমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে গোটা আরবে এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, যা মানবজাতির ইতিহাসে সেরা কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছেন তাদের চরিত্রে উল্লিখিত গুণাবলি সৃষ্টি হওয়ার ফলেই আরবের বর্বর জাতি উন্নত সভ্য জাতিতে পরিণত হয়। ইসলামি সভ্যতায় সমৃদ্ধ এ জাতি কিছুদিনের মধ্যেই রোম ও পারস্য সভ্যতার উপর বিজয় লাভ করে। এ কারণে মাইকেল হার্ট তার লেখা 'দি হানড্রেড' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানবজাতির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাস থেকে বাছাই করা ১০০ জন মনীষীর মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিসমূহকে যারা সঠিক বলে মনে করে তাদের চরিত্র নিম্নরূপ হওয়া স্বাভাবিক—

আল্লাহর নিকট থেকে কোনো জ্ঞান নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে না বলে তারা নফসের গোলাম হতে বাধ্য। নফস মানে দেহের দাবির সমষ্টি। দেহের যাবতীয় দাবি পূরণ করতে বিনা বাধায় তারা তৎপর। দেহের কোনো নৈতিক চেতনা না থাকায় তারা নৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত অবস্থায় বস্তুজগৎকে ভোগ করতে থাকে।

সকল মানুষের মধ্যেই নৈতিক চেতনা রয়েছে। এ চেতনাই আসল মানুষ। তাই দেহের দাবি পূরণের পথে নৈতিক চেতনা অবশ্যই আপত্তি করে। কিন্তু তারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং আখিরাতকে পরওয়া করে না বলে ঐ চেতনা সর্বাবস্থায় সক্রিয় থাকে না। আইন ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা না থাকলে এবং লোকলজ্জার ভয় না থাকলে বিবেকের বিরুদ্ধে দেহের দাবি পূরণ করতে তারা দ্বিধা করে না।

তারা স্বাভাবিক কারণেই গ্রিক দার্শনিক Epieurus-এর ভোগবাদী দর্শনের অনুসারী হয়ে যায়। ভোগবাদী দর্শনের কথা হলো, মানব-জীবনের লক্ষ্যই হলো উপভোগ (Pleasure)। এই এপিকিউইয়ান ফিলসফির স্লোগানই হলো, Eat. drink and be merry খাও, দাও, ফুর্তি করে বেড়াও। এটাই তাদের জীবনের নেশা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় কিছু জীবনের লক্ষ্য বলে গণ্য হয় না। অবশ্য যারা চিন্তাশীল, গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, লেখক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার ও গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকলেও অবসর সময়ে তাদের ভেতর ঐ ভোগবাদী মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করে।

তাদের মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌনসম্পর্ক আইনসিদ্ধ বলে স্বীকৃত। তাই তাদের পারিবারিক জীবন সুখময় হতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই মনে করে, তাদের জীবনসঙ্গী অন্যের শয্যাসঙ্গী হতে পারে। এটাকে তারা দূষণীয় মনে করে না। তাদের সন্তানের পিতা কে, তা নিশ্চিত নয় বলে তাদের পাসপোর্টে শুধু মায়ের নাম লেখা হয়ে থাকে, পিতার নাম থাকে না। কারণ, মা-ই শুধু নিশ্চিত জানা। কুমারী মাতার সংখ্যাও প্রচুর। তাদের দাম্পত্যজীবন স্থায়ী নয়, ব্যাপক হারে তালাক হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নৈতিক উন্নয়নের চর্চা না থাকায়, আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনার অভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের মতো যোগ্য ও জাঁদরেল প্রেসিডেন্ট, হিলারির মতো সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হওয়া সত্ত্বেও হোয়াইট হাউজে কর্মরত মনিকা লিউনস্‌কিকে তার শয্যাসঙ্গী হতে বাধ্য করেন। মনিকা যখন তা প্রকাশ করে দেন তখন প্রেসিডেন্ট প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন।

প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আশঙ্কা দেখা দিলে জাতির নিকট ক্ষমা চেয়ে তিনি রেহাই পান। তার যোগ্যতার খাতিরে তাকে ক্ষমা করা হয়।

তাদের পারিবারিক জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা নেই বলে তাদের জীবনে বৃদ্ধ বয়সটা রীতিমতো অভিশাপ ও দুর্বিষহ। মুসলিম সমাজে বৃদ্ধ পিতা-মাতা যে সম্মান, যত্ন, মহব্বত লাভ করে তা পাশ্চাত্যে কল্পনাও করা যায় না। বৃদ্ধরা পরিবারে সবচেয়ে অবহেলিত। এ সম্পর্কে আমি একটি ঘটনা তুলে ধরছি। ঘটনাটি পড়েছিলাম শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দির-ই কোনো বইয়ে। ঘটনাটি—

এক যুবক ছেলের বিরুদ্ধে তার মা মামলা দায়ের করল। এ ঘটনা বহুদিন যাবৎ পত্র-পত্রিকায় এসেছিল। এমনকি টেলিভিশনেও এর প্রচার সরগরম ছিল। মা বললেন, আমার স্বামী মারা গেছেন। আমি এখন এ ছেলের সাথে বাস করি। আমার এ ছেলে কুকুর পালে। সে রোজ তার কুকুরের সাথে তিন ঘণ্টা সময় কাটায়, কিন্তু আমাকে এক মিনিটের জন্য দেখতে আসে না। তাকে আমি এক মিনিটের জন্য দেখতে পাই না। তাই আদালতের কাছে বিনীত নিবেদন যে, তাকে যেন নির্দেশ দেওয়া হয়, সে রোজ পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও আমার কাছে এসে বসবে। আমি তাকে যেন দেখতে পারি। এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার না, কারণ আমরা একই ঘরে বাস করি।

ছেলেও উকিল নিয়োগ করল। মা-ও উকিল নিয়োগ করল। দুই পক্ষ থেকে মোকাদ্দমা চলতে লাগল। শেষে আদালত রায় দিল, ছেলেটি যেহেতু একটি কুকুর পালে, তাই তাকে ওই কুকুরটি দেখাশোনা করতে যদি ছয় ঘণ্টা সময়ও ব্যয় হয়, তবুও এর পেছনে ওই সময়টুকু দিতে হবে। আর মায়ের ব্যাপারে হলো, যেহেতু তার ছেলের বয়স ১৮ বছরের বেশি হয়ে গেছে, তাই ছেলের কাছে মায়ের আর কিছু পাওনা নেই। মাকে দেখাশোনার আর কোনো দায়-দায়িত্বও তার উপর নেই। এখন মায়ের যদি কোনো কষ্টও হয়ে থাকে, তাহলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি রাষ্ট্রের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারেন। তখন রাষ্ট্র তাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেবে।

এখন চিন্তা করুন, যে সমাজে মায়ের মর্যাদার অবস্থা এই, আপনি নিজের সন্তানকে ওই সমাজের পোশাক পরাতে, তাদের ভাষা আর চালচলন শেখাতে ব্যস্ত। এ জন্য আমাদের উচিত, আমরা নিজেদের ছেলে-মেয়েকে ইসলামি তাহজিব ও তামাদ্দুন শিখিয়ে বড় করা। পাশ্চাত্যের এই অভিশপ্ত সভ্যতা পরিহার করা।

পশ্চিমা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দেশে জনপ্রিয়তা ধরে রাখার স্বার্থে তারা যতই জনকল্যাণমূলক কাজ করুক, নিজ দেশের স্বার্থে অন্য দেশের উপর চরম জুলুম করাকে কৃতিত্ব মনে করে। তাদের দেশের স্বার্থে অন্য দেশে গণহত্যা চালাতে সামান্য দ্বিধাও তারা করে না। নীতির দিক দিয়ে তারা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের মাপকাঠি নিজেদের দেশের জন্য এক রকম, অন্য দেশের জন্য ভিন্ন রকম। তারা নিজেদের খ্রিষ্টান মনে করে বলে বিশ্বের সকল খ্রিষ্টানদের জন্য তাদের পলিসি এক রকম আর সকল মুসলিমদের জন্য অন্য রকম।

যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার ধারকরা সতর্কতার যে বিধান মেনে চলে, পাশ্চাত্য এর কোনো ধারই ধারে না। ইসলাম সাধারণ মানুষ হত্যা করা, বিশেষ করে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকরা যেখানেই যুদ্ধ করে সেখানে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়, জনবসতি ধ্বংস করে এবং নির্দ্বিধায় চরম হিংস্র আচরণ করে। যুদ্ধবন্দিদের সাথে পশুসুলভ জঘন্য নির্যাতন করে।

সারকথা

এ অধ্যায়ের সারকথা হলো—পাশ্চাত্যের বর্তমান সকল সংকটের মূলে রয়েছে চারটি বিষয়। এ চারটি বিষয়ে তারা চায় অবাধ স্বাধীনতা। এ চারটি বিষয় হলো—

১. Freedom of Faith অর্থাৎ বিশ্বাসের স্বাধীনতা যেটা আমরা সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা বলে জানি। এ বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. Freedom of Speech অর্থাৎ মত প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা।
পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা বলতে অবাধ স্বাধীনতা যাকে বলে।

৩. Freedom of Ownership অর্থাৎ সম্পদ অর্জনে মালিকানার স্বাধীনতা।

৪. Personal Freedom অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

এর বাইরে আরও কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন—হিউম্যানিজম, মর্ডানিজম ও ফেমিনিজম। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইতালিতে হিউম্যানিজমের আবির্ভাব ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে এই হিউম্যানিজম। হিউম্যানিজমে মানুষ স্বাধীন এক অস্তিত্ব। এ মতবাদ অনুযায়ী, মানবজীবনে ঐশী দিক নির্দেশনার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি ও ইতিহাসেই মানুষের পূর্ণতাকে খুঁজে বেড়ায় এ মতবাদ। এখানে ব্যক্তিই সব কিছু। এর উপরে আর কিছু নেই।

মধ্যযুগে খ্রিষ্টান ধর্মের পুরোহিতদের চরমপন্থার বিরুদ্ধে হিউম্যানিজমের আবির্ভাব ঘটে। তারা সাধারণ মানুষকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিত না এবং পাদ্রীদের কথা ও সিদ্ধান্তই ছিল সব কিছুর উর্ধ্বে। সমকালীন হিউম্যানিজম ইমানুয়েল কান্ট ও অগাস্টো কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত। মানুষকে ঐশী শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে হিউম্যানজম। এর ভিত্তিতে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্কচ্ছেদের কারণে পাশ্চাত্য সমাজ নানা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

মার্কিন লেখক পেট্রিক জে. বুকানান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, নীতি-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের কারণে পশ্চিমা সভ্যতায় ধর্মপরায়ণ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের উপর চরম দুর্দশা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর এ কারণেই এই সভ্যতা অগ্রহণযোগ্য ও ঘৃণ্য।

তার মতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার পেছনে যে আইডিওলোজি বা জ্ঞান-তত্ত্ব কাজ করছে তা মানব প্রকৃতির সাথেও সাংঘর্ষিক। পাশ্চাত্যে নৈতিক অবক্ষয় ও মানবজীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করাও পাশ্চাত্য সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার একটা অন্যতম কারণ। সমকামীরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং প্রকৃতিও মানুষকে চরম শাস্তি দিচ্ছে। বর্তমানে লাখ লাখ মানুষ এইডস বা এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চরম সংকটে দিনাতিপাত করছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্তমান সমাজে হিউম্যানিজমের পাশাপাশি সেক্যুলারিজম ও লিবারেলিজমের বিধ্বংসী ভূমিকাও সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে অবশ্য উপরে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাই হচ্ছে সেক্যুলারিজম। এ ছাড়া, সমাজের চেয়ে ব্যক্তিই বেশি প্রাধান্য পায় লিবারেলিজমে। এ মতবাদে ব্যক্তিকে নিঃশর্ত ও লাগামহীন স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি পাশ্চাত্যে। ইউরোপের তৎকালীন খ্রিষ্টান পাদ্রিদের দুর্নীতি ও অপশাসনের কারণে সেখানে রেনেসাঁ শুরু হয়। কারণ, সে সময় ইউরোপের সব সমস্যার জন্য খ্রিষ্টান পাদ্রিদের অপনীতিকে দায়ী বলে মনে করা হতো। ওই সব পাদ্রির অন্যায় তৎপরতার কারণে ইউরোপের জনগণ খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইউরোপে সব ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার রয়েছে। মোটকথা, খ্রিষ্টান পাদ্রিদের ব্যর্থতা ও অপশাসনের কারণে পাশ্চাত্যে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করেছে। সেক্যুলারিজমের মূল বক্তব্য হলো, সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব থাকবে না।

পাশ্চাত্যে প্রভাবশালী আরেকটি মতবাদ হচ্ছে, লিবারেলিজম। শিল্প-বিপ্লবের পর নতুন যে সম্পদশালী শ্রেণি গড়ে উঠেছে, তারাই এ মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

লিবারেলিজমের সঙ্গে পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে লিবারেলিজমে সম্পদ ও পুঁজির গুরুত্ব সর্বাধিক। সম্পদ কীভাবে অর্জিত হলো, এ মতবাদে তা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এ কারণে লিবারেলিজমের ধারক-বাহকরা বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন চালিয়ে এবং বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করছে। বাস্তবিক অর্থে লিবারেলিজমে নীতি-নৈতিকতার কোনো স্থান নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বর্তমানে স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সমকামীদের বিয়েকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। একইভাবে পাশ্চাত্য-সমাজে বিয়ে বহির্ভূত অবাধ যৌনাচার এবং পর্ন-চলচ্চিত্র তৈরির প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। কারণ, এর মাধ্যমে মুনাফা হয় অনেক বেশি।

পরিণতির কথা না ভেবে যেকোনো উপায়ে আনন্দ-ফুর্তি উপভোগের প্রবণতাকে উস্কে দিচ্ছে এই মতবাদ। নিউ লিবারেলিজমে মনে করা হয়, সৃষ্টিকর্তা ও ধর্মের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। লিবারেলিজমের প্রভাবে পাশ্চাত্যে বিয়ে-বহির্ভূত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পর্ক, তালাক, বাবা-মার সঙ্গে সন্তানের বিচ্ছেদ ও ভ্রূণ হত্যার মতো অন্যায় তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে। লিবারেলিজমের প্রভাবে আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যে 'ব্যক্তিবাদ' দিন দিন জোরদার হচ্ছে। আমেরিকা ও ইউরোপে বৈধ বিয়ে তথা পরিবার গঠনের প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। 'দ্য ওয়ার অ্যাগেইনস্ট পেরেন্টস' বইয়ের মার্কিন লেখক সিলভিয়া এন হিউলেট এবং কোরনেল ওয়েস্ট এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'লিবারেলিজমের সমর্থকদের একটা অংশ সন্তান লালন-পালনের বিষয়ে একেবারেই বিতৃষ্ণ। তাদের আরেকটি অংশ বৈধভাবে বিয়ে করা এবং সন্তান নেওয়াকে পছন্দ করে না। তারা মনে করে, পরিবার গঠন করলে এর পেছনে ব্যাপক শক্তি ক্ষয় হয় এবং পরিবার হলো পছন্দের স্বাধীনতা তথা আত্মবিশ্বাস অর্জনের পথে বাধা।'

আমেরিকার আরেক বিশিষ্ট লেখক প্যাট্রিক জে. বুকানান 'দ্য ডেথ অব দ্য ওয়েস্ট' শীর্ষক বইয়ে লিখেছেন, সেক্যুলারিজম ও লিবারেলিজমে বিশ্বাসী লোকেরা মনে করেন, 'এটা আমার জীবন, আমিই উপভোগ করব।'

তিনি এ ধরনের চিন্তা-বিশ্বাসের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরতে যেয়ে জাপানসহ বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা হ্রাসের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, জাপানের অর্ধেকের বেশি নারী ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকে। তাদের অধিকাংশেরই বিয়ে করার এবং সন্তান নেওয়ার কোনো আগ্রহ নেই। নিজের জীবন নিজে ভোগ করার চিন্তা থেকেই এ ধরনের প্রবণতা শুরু হয়েছে, যার চূড়ান্ত পরিণতি ধ্বংসাত্মক। ধর্ম ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে মানুষের মাঝে এ ধরনের চিন্তা-বিশ্বাস ক্রমেই জোরালো হয়।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে পাশ্চাত্য-সমাজ থেকে ধর্ম ও নৈতিকতাকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। যে সমাজ ও পরিবার থেকে ধর্মকে মুছে ফেলা হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতিটি মানুষ তখন শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যের ভালো-মন্দ সে বিবেচনা করে না।

ইরানের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও গবেষক রাহিমপুর আযগাদি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, সেক্যুলার-ব্যবস্থায় পরিবার মানে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পরিমাপ নিয়ে বিবাদ-বিতণ্ডা। সেখানে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল নয়। কিন্তু ইসলাম ধর্মমতে, পরিবারের প্রত্যেক সদস্য একে অপরের বিষয়ে দায়িত্বশীল। এখানে নারীর প্রতি পুরুষের যে দায়িত্ব, তা বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতা হিসেবে গণ্য হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যাপক রাহিমপুর আযগাদি আরও বলেছেন, সেক্যুলার সংস্কৃতিতে নারীদের শান্তি, স্বস্তি, সম্মান-মর্যাদা ও উন্নতি নিশ্চিত করার বিষয়ে পুরুষ কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না। এ কারণে নারী তার স্বার্থের পেছনে ছুটতে বাধ্য হয়। অন্যথায় তার অধিকার লঙ্ঘিত হবে বলে সে সব সময় আশঙ্কায় থাকে। এ কারণেই পাশ্চাত্যে পুরুষদের বিরুদ্ধে ফেমিনিজম প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। কিন্তু ইসলামি সংস্কৃতিতে পুরুষ নারীর বিষয়ে দায়িত্বশীল, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নারীদের ভালো-মন্দ নিয়ে পুরুষ চিন্তা করে। এখানে নারীকে তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয় না। এ কারণে ফেমিনিজম বা নারীবাদী আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না।

ইসলামি-ব্যবস্থায় পরিবারের এক সদস্যের সাফল্য-ব্যর্থতা ও উন্নতি-অবনতি অপর সদস্যের সাফল্য-ব্যর্থতা ও উন্নতি-অবনতি হিসেবে গণ্য হয়। সেক্যুলার পরিবারের মূলভিত্তি হচ্ছে উগ্র ব্যক্তিবাদ বা ব্যক্তিস্বার্থ। কিন্তু ইসলামি পরিবারে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায় না। পরিবারের সব সদস্যের সার্বিক কল্যাণকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের যেমন কিছু অধিকার রয়েছে, তেমনই কিছু দায়িত্বও রয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের সেক্যুলার পরিবারগুলোতে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল নয়। পাশ্চাত্যের পরিবারগুলোতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক, তা আধিপত্যকামী এক সম্পর্ক। এটা প্রেমিক ও প্রেমিকার সম্পর্ক নয়। এখানেই পরিবার-ব্যবস্থা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের পার্থক্য।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞ চিন্তাবিদরা মনে করেন, লিবারেলিজম ও সেক্যুলারিজমের প্রভাবে পাশ্চাত্য সমাজ অচলাবস্থার মুখোমুখী হয়েছে। তারা বলছেন, পাশ্চাত্যের এসব মতবাদ ঐ সমাজের জন্যও এখন আর উপযুক্ত নয়। এ কারণে এসব মতবাদ এখন উল্টো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্যই হুমকিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেড. ব্রেজেনিস্কি একটা সরল স্বীকারোক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, সেক্যুলারিজমই পরাশক্তি আমেরিকাকে পতনের হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে, ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন।

মোদ্দাকথা হলো, পাশ্চাত্য ধর্মের দিক থেকে, ব্যক্তিগত দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে চায় অবাধ স্বাধীনতা। মন যা চায়, তাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করবে। কারও কোনো বাধা চলবে না। অর্থাৎ মন চায় জিন্দেগি। বিপরীতে ইসলাম বা মুসলমানদের অবস্থান হলো—আসমানি ফায়সালা। আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আর জীবন পরিচালনার জন্য দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন আল্লাহ। আর এসব কিছু যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকেই সেহেতু জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনাও আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সেটিই হবে আমাদের জীবনের উত্তম পাথেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থ পর্ব

সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ

পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি

এ অধ্যায়ের শুরুতেই জেনে নেওয়া যাক পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে। আমরা জানি পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আগত সভ্যতা-সংস্কৃতিই হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। কিন্তু এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি কোথা থেকে? কী এর অতীত? এ বিষয়ে একটু জেনে নেওয়া যাক। পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি হলো—গ্রিক, রোমান ও ভাইকিং সভ্যতা।

রোমান সভ্যতা

রোমান সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সভ্যতা। রোম, গ্রীস, কার্থেজ ও কনস্টান্টাইনসহ ভূমধ্যসাগর অঞ্চল জুড়ে বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রকে এটি যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি অধিকৃত রাষ্ট্রসমূহের শিল্প-সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আত্মস্থ করে নিজস্ব অবদানে তা সমৃদ্ধও করে। বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার প্রধানতম অবদান রাজনৈতিক ও সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত রীতি পদ্ধতি। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রোম শহরের পত্তন হয়। কালক্রমে টাইবার নদীর মোহনায় সাতটি পার্বত্য টিলাকে কেন্দ্র করে এই নগরীর বিস্তৃতি ঘটে। এই সাতটি নগরীকে নিয়ে পরে গড়ে তোলা হয় একটি একক নগররাষ্ট্র।

খ্রিষ্টপূর্ব ২৮০ অব্দ নাগাদ রোমানরা বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে স্বাধীন মিত্রদের একটি শক্তিশালী সংঘ গঠন করে। রোম সাম্রাজ্যকে সুসংহত ও বিস্তৃত করতে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তারা হলেন জুলিয়াস সিজার, পাম্পে দ্য গ্রেট, আউগুস্তুস ও তাইবেরুস। রোমেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় কংক্রিট। ফলে বিশাল ও আড়ম্বরপূর্ণ দালানকোঠা, খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ করা সম্ভব হয়। রোমক ভাস্কর্য শিল্পও এই সমৃদ্ধ সভ্যতার অন্যতম পরিচায়ক। চিকিৎসকগণ ল্যাটিন ভাষায় ঔষুধ পত্রের যেসব নাম লিখে থাকেন, তার মূলেও রয়েছে এই সভ্যতার অবদান। এ ছাড়া বছরের ১২ মাসের নাম এখনো রয়েই গেছে ল্যাটিন ভাষাতেই। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত জার্জিয়ান ক্যালেন্ডারের জন্মও ইতালিতে। ইউরোপ মহাদেশের প্রধান ভূখণ্ডের দেশগুলোতে আইনী-ব্যবস্থার বিকাশে রোমক আইনের অবদান অপরিসীম। এখনো দেশে দেশে রোমান আইন স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। গোথ, হুন ও ভান্ডালদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

প্রথমদিকে রোমানরা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। নিজেদের স্বার্থে সেখানে ধর্ম চালিত হতো শাসকশ্রেণির মাধ্যমে। প্রজাতন্ত্র বাদ দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সময় অগাস্টাস ধর্মের আশ্রয় নেয়। করে বিশাল এক ধর্মযজ্ঞ। রাষ্ট্রধর্মের বিরোধিতাকে সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। ভিন্ন ধর্মের প্রতি রোমানরা খুবই অসহিষ্ণু ছিল। তারা বহুবার চেষ্টা করেছে ইহুদিদের জোর করে রোমান ধর্মে দীক্ষিত করতে। জুলিয়াস সিজার তার নিজের স্বর্ণমূর্তি জেরুজালেমে ইহুদিদের উপাসনালয়ে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিল, যা তার মৃত্যুর কারণে শেষাবধি বাতিল হয়ে যায়। কেবল ভিন্ন ধর্মের কারণে রোমানরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ চালায়। একপর্যায়ে পবিত্র নগরী জেরুজালেম ধ্বংস করে দেয়। তাদের ধারণামতে যীশুখ্রিষ্টের আবির্ভাব হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তারা ইহুদিদের সকল ছেলেশিশুকে হত্যা করে। যীশু ধর্ম প্রচার আরম্ভ করলে তাকেও হত্যা করা হয়। খ্রিষ্টধর্মকে প্রথমে দেখা হতো ইহুদিধর্মের শাখা হিসেবে। গোপনে গোপনে ধর্মটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিস্তার লাভ করতে থাকলে রোমান সম্রাটদের অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে অনুসারীদের ওপর। সম্রাট নিরুপায় হয়ে প্রচুর খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হয়। তারপর সম্রাট ডমিশিয়ানও খ্রিষ্টানদের ওপর গণহত্যা চালায়। খ্রিষ্টানদের ওপর সবচেয়ে বড় গণহত্যা চালানো হয় ৩০৩-৩১১ খ্রিষ্টাব্দ। অবশেষে চতুর্থ শতকে যখন রোমান সম্রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ এই ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়ে, তখন সম্রাট কনস্টানটাইন বাধ্য হয়ে নিজে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। আর এ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। এরপর রাষ্ট্রশক্তি আবার বাধ্য করা আরম্ভ করে সবাইকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে। 'প্যাগান' সবকিছুকেই নিষিদ্ধ করা হয়। যার আওতায় পড়ে যায় গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও। ফলে ইউরোপে অন্ধকার যুগ চলে আসে। এমন একটা সময় আসে, যখন লেখাপড়া সীমিত হয়ে যায় কেবল ধর্মযাজকদের জন্য। অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে যায়, সম্রাট Charlemagne (৭৪২-৮১৪) (যাকে Charles the Great বলা হতো) ছিলেন ইউরোপের এমন প্রথম রাজপুরুষ, যিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন।

গ্রিক সভ্যতা

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতাকে বলা হয় আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সুতিকাগার। মননে, দর্শনে ও প্রযুক্তিতে আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা যেখানে পৌঁছেছে তার সূচনা হয়েছিল গ্রিসে, বিশেষ করে এথেন্সে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

গ্রিক সভ্যতার সোনালি অধ্যায় শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৭ সালের দিকে যখন ক্লাইসথিনিস নামে একজন রাজা এথেন্সে পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক শাসন চালু করেন। এর অবশ্য একটা ইতিহাস আছে। তার আগের কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রিসে চলছিল চরম অরাজকতা। তখনকার গ্রিস অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ক্ষমতা থাকত মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাত মানুষের হাতে। স্পার্টা নামে একটি নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ছিল বর্বরতার চরমে। শৈশব থেকেই তাদের ছেলে শিশুদের লোকালয় থেকে আলাদা করে নিয়ে তৈরি করা হতো যুদ্ধের জন্য। তারা পরত লাল পোশাক, তাদের শত্রুদের রক্ত দিয়ে রাঙানো। অভিজাত শাসকশ্রেণির বাইরে যারা ছিল তাদের কোনো অধিকার, এমনকি একখণ্ড ভূমির অধিকারও ছিল না। অনেক শাসকই অকারণে সাধারণ জনগণকে বছরে একবার নিয়ম করে কচুকাটা করত, নিজেদের কর্তৃত্ব দেখানোর জন্য। এই সময়ে ক্লাইসথিনিস সাধারণ জনগণকে কিছুটা অধিকার দেওয়ার কথা বলা শুরু করেন। তিনি নিজে ছিলেন অভিজাত শ্রেণির। তিনি জনপ্রিয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়ে উঠলে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয় স্পার্টাদের সহায়তা নিয়ে। এথেন্স চলে যায় স্পার্টাদের অধীনে। কিন্তু এই পরাধীনতা বেশি দিন থাকেনি। জনগণ বিদ্রোহ করে এবং স্পার্টাদের বিতাড়িত করে। এথেন্সবাসীর সেই বিদ্রোহ ছিল প্রথম গণঅভ্যুত্থান।

বিদ্রোহীদের পিছনে কোনো ব্যক্তি বা দল ছিল না। তাদের সফল বিদ্রোহের পর তারা নগর-রাষ্ট্রটি চালানোর জন্য একজন নেতা খুঁজতে থাকে এবং শেষমেষ তারা নির্বাসন থেকে ক্লাইসথিনিসকে ফিরিয়ে এনে এথেন্স-এর শাসনভার তার উপর অর্পণ করে। ক্ষমতা পেয়ে বুঝতে পারলেন, দেশ চালাতে হলে নাগরিকদের শক্তি কাজে লাগাতে হবে। তিনি প্রথমেই নাগরিকদের দেন নিজস্ব ভূমির অধিকার। সাথে দেওয়া হয় রাষ্ট্র চালানোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুবিধা। তিনি নগরের কেন্দ্রস্থলে প্রতি সপ্তাহে সভার আয়োজন করেন, যেখানে নাগরিকরা প্রতিটি ইস্যুতে ভোট দিতে পারত। প্রস্তাবের পক্ষে সাদা পাথর ও বিপক্ষে কালো পাথর একটি পাত্রে ফেলে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। তিনি আরেকটি ব্যবস্থা করেন, যাতে প্রতি বছর নাগরিকরা ভোট দিয়ে একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঠিক করতে পারত, যাকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্বাসনে পাঠানো হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ক্লাইসথিনিসকে এই পদ্ধতিতেই তার বিরোধীরা নির্বাসনে পাঠায়।

ক্লাইসথিনিস-এর নির্বাসনের পর এথেন্সে আবার অরাজকতা ফিরে আসলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গণতন্ত্রের চর্চা চলতে থাকে, পেরিক্লিস নামে একজন জনপ্রিয় শাসক ক্ষমতা গ্রহণ করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬১ সালে। তার সময়ে এথেন্স প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করে। পার্সিয়ানদের সাথে নৌ যুদ্ধে তিনি বিজয় লাভ করেন, যা একদিকে যেমন তার শক্তি বৃদ্ধি করে, তেমনি গ্রিক সাম্রাজ্যের সূচনা করতেও সহায়তা করে। তবে তার সময়েই গ্রিক সভ্যতার পতন শুরু হয়। স্পার্টা দখল করার কৌশল হিসাবে তিনি সকল এথেন্সবাসীকে নিয়ে শহরের প্রাচীরঘেরা অংশে অবস্থান নেন। নৌ যোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নতির কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি নৌ যোগাগোগের সূত্র ধরেই আসে প্লেগ। পুরো এথেন্স অবরুদ্ধ থাকার কারণে প্লেগের আক্রমণের ফল হয় ভয়াবহ। এথেন্সের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়।

ক্লাইসথিনিস-এর সময়কে গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়। সে গণতন্ত্রের ধারণার পাশাপাশি বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, ইতিহাস সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রিস মানবসভ্যতাকে নতুন স্থানে নিয়ে যায়। সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, প্লেটোর মত দার্শনিকের জন্ম হয়েছিল সেই সময়ে।

গ্রিক লোককাহিনির অধিকাংশই বিয়োগান্তক বরেণ্যদের শেষ হয় খুবই দুঃখজনকভাবে। প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাসেও তার ছায়া দেখা যায়। একদিকে যেমন গ্রিস জন্ম দিয়েছে পৃথিবীর সেরা বীর এবং জ্ঞানীদের, অপরদিকে তাদের নির্বাসনে পাঠানো বা হত্যা করতেও তাদের হাত কাঁপেনি। গণতন্ত্র প্রবর্তনকারী ক্লাইসথিনিসকে তারা নির্বাসনে পাঠিয়েছে, সক্রেটিসকে তারা বিষপানে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। একদিকে যেমন তারা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর সর্বোত্তম শিল্পকর্ম, অপরদিকে নিষ্ঠুরতার দিক দিয়েও তারা পিছিয়ে থাকেনি। তারা যেমন সূচনা করেছে গণতন্ত্র এবং জনগণের শাসন, তেমনি নিজ শহরের বাইরের মানুষের জন্য তারা কোনো ধরনের অধিকার ও সুবিচারের কথা বলতে ব্যর্থ হয়েছে।

অথচ মানবসভ্যতার ইতিহাসে যে কটি দেশের মানুষ তাদের উজ্জ্বল অতীতের জন্য ঈর্ষণীয় গৌরবের অধীকারী, গ্রিকরা তাদের অন্যতম। গ্রিক নামটি রোমানদের দেওয়া। গ্রিসে জন্ম নিয়েছেন তাদের মধ্যে মহাকবি হোমার, জ্ঞানতাপস সক্রেটিস, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অবিস্মরণীয় দিকপাল ইকটিনাস ও ফিডিয়াস, রাজনীতি মঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৌশলী থেমিস, টকলস, এরিস্টাইডিস ও পেরিক্লিস, সাহিত্যের অনির্বাণ জ্যোতিষ্ক সফোক্লিস, এরিস্টোফেনেস, ইউরিপাইডিস, দর্শনের শিখাগ্নী প্লেটো ও এরিস্টটল, ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস, থুকিডিডিস প্রমুখ মনীষীর আবির্ভাব এই গ্রিক সভ্যতায়। শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবদান বিশ্ব সভ্যতায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এ সভ্যতার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে আকিয়ানসহ দোরিয়ান ও আয়োনিয়ানদের অবদান অনস্বীকার্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সাল নাগাদ তারা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গ্রিসে প্রবেশ করতে শুরু করে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১১৩০ অব্দ সময়সীমার মধ্যে মিকোনাই, টিরিনস ও পিলস অঞ্চল বিকশিত হয় এক অগ্রসরমান ব্রোঞ্জ সভ্যতায়। গ্রিস সে সময় ছোট বড় কতগুলো স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে নগর-রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত। এই সভ্যতা বিকাশ লাভ করে প্রথমে ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে, এশিয়া মাইনরের ইজিয়ান উপকূলবর্তী শহরগুলোতে, এথেন্সে, তারপর সিসিলি, দক্ষিণ ইতালির গ্রিক উপনিবেশগুলোতে গ্রিকদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল প্রবল। তাদের দেব-দেবীর সংখ্যাও ছিল অনেক। তাদের বিশ্বাস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছিল, এসব দেব-দেবী তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। গ্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কাল হচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ শতক থেকে শুরু করে কয়েক দশক পর্যন্ত স্থায়ী এথেন্সে পেরিক্লিসের শাসনামল। এই সময় বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম সাফল্য অর্জিত হয়। এথেন্স হয়ে ওঠে এই সভ্যতার পীঠস্থান। বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে রঙমঞ্চ বা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবদান গ্রিকদেরই, ইতিহাস শাস্ত্রের সূচনা হয় প্রাচীন গ্রীস থেকেই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিক দর্শনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত করেন আলেস। গণিত শাস্ত্রের সূচনা করে পিথাগোরাস অমর হয়ে আছেন। হিপোক্রেটিস চিকিৎসা শাস্ত্রকে কুসংস্কার মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান।

ভাইকিং সভ্যতা

'ভাইকিং' নামটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। কিন্তু আমরা কি জানি ভাইকিং কারা? তাদের কাজ কী ছিল? আমেরিকার ইতিহাসে তাদের অবদান কতটুকু? ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১শতক পর্যন্ত ভাইকিংদের আধিপত্য ছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের একটি বিশাল সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করে এবং সমুদ্র তীরবর্তি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। সমুদ্র সৈকতে বসতি স্থাপনকারী, জীবিকার তাগিদে অনবরতভাবে যুদ্ধে লিপ্ত এসব মানুষরাই ভাইকিং নামে পরিচিত ছিল।

উপকূলীয় অঞ্চল, বিশেষত অনির্ধারিত আশ্রম, মঠ, ব্রিটিশ দ্বীপ ইত্যাদি স্থানে ভাইকিংরা অভিযান চালাত। তিন শতাব্দী ধরে তারা ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় মহাদেশের উপর বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ চালায়। যুদ্ধে পটু, আর জাহাজ চালানোর অসম্ভব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে প্রায় ৩০০ বছর ধরে গোটা ইউরোপ, আমেরিকা দাপিয়ে বেড়িয়েছে তারা।

ভাইকিং নামটি স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে এসেছে, পুরানো নরওয়েজিয়ান শব্দ 'বিকা' (উপসাগর বা খাদ) থেকে। সভ্যতার মানদণ্ডে রীতিমতো অসভ্য আর বর্বর এই জাতি সাগরে অসম্ভব সব দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করেছে। আর এসব কিছুই তারা করেছে একদম নিজেদের প্রচেষ্টায়। ভাইকিংরা জাহাজ বানানোতে ছিল অসম্ভব রকমের পটু। একটা জাহাজ কোন পথে যাবে বা কি পরিমাণ ভার বহন করতে হবে এসব বিবেচনা করে তারা জাহাজ নির্মাণ করতে পারত। প্রতিটি অভিযান শেষে নিরাপদে ফেরত আসা নাবিকদের মুখে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমুদ্রযাত্রার বিবরণ শুনে সেই রুটের জাহাজের নকশা তৈরি করত নির্মাতারা। সাধারণত দুই ধরনের জাহাজ বানাত, তার মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল 'স্যাংস্কিপ' যেটা ছিল আদতে যুদ্ধ জাহাজ। এই জাহাজগুলোতে চেপে তারা হামলা করত বিভিন্ন দেশে।

ভাইকিংসরা কোনো বংশ বা ধর্মের মতাবলম্বী ছিল না। তাদের ইউরোপীয়রা নিজেদের স্বজাতি হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। কারণ, তারা একটি বিদেশি জাতি হিসাবে এসেছিল এবং তাদের কর্মকাণ্ড ছিল বর্বরোচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা খ্রিষ্টান ছিল না। ভাইকিংদের দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল এখনকার সময়ের নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক হিসাবে পরিচিত এলাকাগুলিতে। এই দেশগুলো একত্রে স্ক্যান্ডিনেভিয়া হিসেবে পরিচিত। তারা যে দেশে বাস করত সেখানকার মাটি ছিল ভয়াবহ রুক্ষ আর অনুর্বর। সেই সঙ্গে ছিল তীব্র শীতের প্রকোপ। অনেকটা বাঁচার তাগিদেই প্রতি বছর জাহাজে চেপে বিভিন্ন দেশে অভিযানে বের হতো তারা। লুটের মাল যত বেশি হবে, তত আরামে কাটবে শীতের মৌসুম। তাই লুটপাট চালানোর ব্যাপারে তারা ছিল অসম্ভব নির্মম আর অসভ্য।

ভাইকিংদের সমাপ্তি

ইংল্যান্ডের ১১০৯ সালের ঘটনাগুলি কার্যকরভাবে ভাইকিংদের সমাপ্তি ঘটায়। তাদের সমাপ্তির পর স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের সমস্ত রাজ্যেই খ্রিষ্টান ছিল এবং ভাইকিং সংস্কৃতিগুলো খ্রিষ্টান ইউরোপের সংস্কৃতির রূপ নিয়ে ছিল। আজ ভাইকিং বংশোদ্ভূত কিছু মানুষ স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের কয়েকটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এ ছাড়া উত্তর ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং রাশিয়াসহ আরও কিছু স্থানে তাদের পাওয়া যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশ্চাত্য সভ্যতার এপিঠ-ওপিঠ

পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতেই লোকেরা মনে করে এ সভ্যতা গণতন্ত্রের জন্মদাতা, মানবাধিকারের প্রবক্তা, সহনশীলতার লীলাকেন্দ্র আর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূতিকা। এ চিত্র মহৎ, সুন্দর। সাধারণত লোকেরা এটাই বিশ্বাস করে। আর পশ্চিমা পণ্ডিতগণ ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো এটাই আমাদের শিখিয়েছে। প্রাচ্যের লোকেরা এটাই মেনে নিয়েছে, যা কিছু পাশ্চাত্যের তাই মানবিক, মহৎ আর বিজ্ঞানসম্মত। আর যা কিছু প্রাচ্যের, তা-ই কুসংস্কার, অমানবিক, সংকীর্ণতা এবং অবৈজ্ঞানিক। আমাদের মন-মগজে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে।

নিঃসন্দেহে বর্তমানে পশ্চিমা জগতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব চর্চা আছে। কিন্তু এটাই তার আসল রূপ নয়, তার ভিত্তিও নয়। পশ্চিমা সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রবল লোভ আর লালসার ওপর, ঘৃণা আর তীব্র বর্ণবাদী মানসিকতা আর গোটা পৃথিবীটাকে করায়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার ওপর। আর নির্বিচারে মানুষকে হত্যা, খুন, অপহরণ আর অমানুষিক নির্যাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের সভ্যতা। ইতিহাস তার সাক্ষী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আধুনিক যুগে ইউরোপ জন্ম দিয়েছে বেশ কয়টি সাম্রাজ্যের বা উপনিবেশিক শক্তির। স্পেনীয় সাম্রাজ্য, পর্তুগিজ সাম্রাজ্য, ফরাসি সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, জার্মান নাজী সাম্রাজ্য, কমিউনিস্ট রুশ সাম্রাজ্য, ইতালীয় সাম্রাজ্য, ডাচ সাম্রাজ্য ইত্যাদি। ইউরোপের প্রতিটি সাম্রাজ্যের হাত রঞ্জিত হয়ে আছে অগণিত মানুষের রক্তে। তাদের অতীত চেহারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া লাখ লাখ মানুষের কালো স্মৃতিতে। তাদের লোভী বর্ণবাদী মনের চাহিদা মেটাতে কত যে মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। বস্তুত এক কালো অন্ধকার ইতিহাস তাড়া করে ফিরে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে। যতই গণতন্ত্র আর মানবতার ফেরি করুক না কেন তার খুনময় অতীতকে মোছা যাবে না ভোলা যাবে না। ইতিহাস তার সমস্ত অমানবিক অপকর্মের সাক্ষী। কয়েকটি দেশের কিছু উদাহরণ তুলে ধরলেই তা সবার কাছে স্পষ্ট হবে।

স্পেনীয় উপনিবেশিক শক্তিকৃত অপরাধ

১৪৯২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত ৪০০ বছর ধরে স্পেন উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা চালিয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে দক্ষিণ আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। এর মধ্যে টেনোসটিটল্যান্ডে প্রায় ২০ লাখ আজটেক জনগোষ্ঠীর লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বাকি ৩০ লাখ মানুষ স্পেনীয় দ্বারা আনিত বিভিন্ন ধরনের রোগের বিশেষত গুটি বসন্তের সংক্রমণের দ্বারা মারা যায়।

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অন্যতম ঘৃণ্য উদাহরণ হচ্ছে স্পেনে ধর্মীয় আদালত প্রতিষ্ঠা ও তার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের ওপর নির্যাতন চালানো। ১৪৯২ সালে স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলা সর্বপ্রথম স্পেনের হাজার হাজার ইহুদি ও মুসলিমদের জোর করে খ্রিষ্টান বানানোর উদ্যোগ নেয়। তাদের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল—'হয় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করো নতুবা স্পেন ছাড়ো।' তখন লাখ লাখ মুসলমান ও অনেক ইহুদি স্পেন ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারা আশ্রয় নেয় মুসলিম শাসিত উত্তর আফ্রিকায়। সব লোকতো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশ ত্যাগ করতে সক্ষম ছিল না। কাজেই কয়েক লাখ লোক বাহ্যত খ্রিষ্টান হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু এ অসহায় লোকগুলো খ্রিষ্টান হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরও কিন্তু নিরাপদে থাকতে পারেনি। তাদের শুক্রবারে ঘরের দরজা খোলা রাখতে বাধ্য করা হয় যাতে জানা যায় যে সেদিন তারা ওজু-গোসল করে জুমার নামাজ পড়ছে কি না। রমজানের সময় তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুপুরের খাওয়ার সময় দরজা উন্মুক্ত রাখতে হতো যাতে বুঝা যায় যে তারা রান্না করছে কি না, খাচ্ছে কি না। এমনকি তাদের ঘরে কোনো আরবি লেখা পেলে সন্দেহ করা হতো যে এগুলো কুরআন-হাদিসের অংশ। তাই তাদের গ্রেফতার করা হতো এবং নির্যাতন চালানো হতো। উল্লিখিত নব্য খ্রিষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে হাজার হাজার লোকের ওপর নির্যাতন চলে, অনেককে পুড়িয়ে মারা হয়। এরপর শুরু হয় স্বজাতির ভিন্ন মতাবলম্বীর ধর্ম বিশ্বাস পরীক্ষা করার পালা। এ সময়ের মধ্যে প্রায় দেড় লাখ লোককে গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ এবং নির্যাতন চালানো হয়। প্রায় ৩ সহস্রাধিক মানুষকে গোড়া ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের কিছুটা ব্যত্যয় ঘটার কারণে অপরাধী সাব্যস্ত করে নির্মম শাস্তি প্রদান করা হয়। নির্যাতন চালানোর জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি সচরাচর ব্যবহার করা হতো তার অন্যতম ছিল মাথা চূর্ণকারী যন্ত্র 'হেড-ক্রাশার' এবং হাঁটু ও পায়ের হাড় ভেঙে দেওয়ার যন্ত্র 'নী-স্লিটার'।

হেড-ক্রাশার হচ্ছে এমন একটি ধাতব টুপি যা মাথার উপর বসানো হতো। এরপর টুপিটিকে স্ক্রু দিয়ে ক্রমাগতভাবে শক্ত করে চেপে ধরা হতো যতক্ষণ না মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে যেত। আর নী-স্লিটার হলো সুতীক্ষ্ণ আংটা লাগানো একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে হাঁটু ও পায়ের হাড়কে ভেঙে দেওয়া হতো যাতে সে আর হাঁটতে না পারে। এসব যন্ত্র ব্যবহার করেই প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মবিশ্বাসীদের শাস্তি দেওয়া হতো। ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্মবিশ্বাসীদের এমন লোমহর্ষক নির্যাতনের কোনো নজির আধুনিক যুগে অন্য কোনো ধর্মে দেখা যায় না।

পর্তুগিজ উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মানবতা বিরোধী অপরাধ

তাদের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে ১৪১৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বছর। উপনিবেশিক যুগের প্রথম দিকে তারা সারা দুনিয়ায় ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্ম প্রসার ও সবাইকে এ ধর্মে দীক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়ে অভিযান শুরু করে। তৎসঙ্গে তারা বিভিন্ন দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করার পদক্ষেপ নেয়। অন্যদের জমি কেড়ে নেওয়া, সমুদ্রে জলদস্যুতা করা, মানুষকে নির্বিচারে হত্যা-খুন করাসহ এমন কোনো অপকর্ম নেই যে তারা করেনি। তাদের মুনাফার লোভ আর লালসার কাছে প্রায় ৫০ লাখ মানুষকে জীবন দিতে হলো। তারাই প্রথম আফ্রিকা থেকে দাস ব্যবসার চালু করে। এর মাধ্যমে প্রায় ৫৫ লাখ আফ্রিকার মানুষকে আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পাচার করে। তারা আমাদের দেশে দর্ধর্ষ জলদস্যু হিসাবে পরিচিত। তারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারতের গোয়া অঞ্চলে ধর্মবিশ্বাস পরীক্ষার জন্য আদালত স্থাপন করে হিন্দু মুসলমান বহু লোকের ওপর নির্যাতন চালায়। এককথায় পর্তুগিজরা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার অপরাধে অপরাধী।

ফরাসি উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

এর সময়কাল হচ্ছে ১৫৩৪-১৯৮০ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর। এই ৪০০ বছরে ফরাসিরা আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে প্রায় ১ কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। বিশেষত নেপোলিয়ানের অধীন ফরাসি কলোনি হাইতিতে নিকৃষ্টতম ঘটনাটি ঘটে। সেখানে দ্বীপটি থেকে চিনির কাঁচা মাল আখ সংগ্রহের জন্য ক্ষুধার্ত দাসদের বাধ্য করা হয়। দাসরা যাতে আখ খেতে না পারে তার জন্য মুখে লাগাম পরানো হয়। এরপরও যারা পালিয়ে যেত বা অবাধ্য হতো তাদের কাউকে আগুনে দিয়ে কাবাব বানানো হতো, কারোর শরীরে বারুদ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেহ ছিন্ন ভিন্ন করা হতো, কারও হাত পা কেটে ফেলা হতো আরও কত কি? প্রায় ১ লাখের মতো হাইতিবাসীকে হত্যা করা হয়। জাহাজের খোলে সালফার ডাই অক্সাইড দিয়ে মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই সালফার ডাই অক্সাইড হাইতির আগ্নেয়গিরি থেকে সংগ্রহ করা হতো। যারা বিদ্রোহ করত তাদের কুকুর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করা হতো। কুকুর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করার দৃশ্য প্রকাশ্যে থিয়েটার মঞ্চে প্রদর্শন করা হতো যাতে বিদ্রোহ করতে কেউ সাহস না পায়।

বেলজীয় উপনিবেশিক শক্তির অপরাধ

বেলজিয়ামের উপনিবেশিক কাল হচ্ছে মাত্র ৭৭ বছর অর্থাৎ (১৮৮৫-১৯৬২)। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ে পাশবিকতার দিক থেকে অনেক উপনিবেশকেই তারা হার মানিয়েছে। বেলজীয় রাজা ২য় লিওপোল্ড কঙ্গো দখল করে সেখানকার জনগণকে দাস বানিয়ে নেয়। রাবার ও আইভরি যোগান দেওয়ার জন্য পাশবিকভাবে দেশটির ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালানো হয়। মাত্র ৫০ বছরে নির্যাতনে প্রায় ১ কোটি লোক মারা যায়। লিওপোল্ড মুনাফার লোভে ফোর্স পাবলিক নামক এক ভীতিপ্রদ সেনাবাহিনী গঠন ও ব্যবহার করে যাতে করে গ্রামবাসীরা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য হয়। রাবার ও আইভরির কাঁচামাল সংগ্রহের কোটা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের অনেককে গুলি করে হত্যা করা হতো, অনেককে অপহরণ করে নিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কঙ্গোর মহিলাদের ওপর ধর্ষণসহ নানা ধরনের অকথ্য যৌন নির্যাতন চালাত। তাদের উপনিবেশিক ডিভাইড এ্যান্ড রুল পলিসির কারণেই কঙ্গোর প্রতিবেশী হুতি সম্প্রদায়কে বর্ণগতভাবে নিকৃষ্ট মনে করা হতো। যার ফলে ১৯৯০-এর দশকে রুয়ান্ডায় গণহত্যার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ৮ লাখ মানুষ নিহত হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মানবতার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ

এই সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে ১৫৮৩-১৯৯৭ পর্যন্ত ৪০০ বছরেরও বেশি। এ সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের প্রায় ১৫ কোটি মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়। ১৮ শতকের শেষার্ধে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত বাংলায় দখলদারিত্ব লাভ করে। ব্রিটিশপূর্ব ভারত বিশেষত বাংলা ছিল খাদ্যে উদ্বৃত্ত। কিন্তু ব্রিটিশরা বাংলার দেওয়ানি লাভ করেই সেখান থেকে খাদ্য নিয়ে নিজ দেশে গুদামজাত করে রাখে। ভূমির ফসলের ওপর ব্রিটিশপূর্ব সময়ের চেয়ে ৫ গুণ বেশি কর ধার্য করা হয়। তৎসঙ্গে কৃষকদের সতর্কতামূলক ফসল সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ করা হয়। নীল চাষ ও আফিম চাষে কৃষকদের বাধ্য করা হয়। ফলে কৃষক সর্বহারা হয়ে যায়। তদুপরি অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। শুরু হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সরকারি কোনো সাহায্য না পেয়ে বাংলার সাধারণ মানুষ ঘাস ও মৃত মানুষের মাংস খেতে বাধ্য হয়। এ দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়। ব্রিটিশ শাসনের ১৯০ বছরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫টির মতো বড় আকারের দুর্ভিক্ষ হয়। এতে প্রায় ৫ কোটি ৬০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ব্রিটিশরা আমেরিকা (বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) শাসন করে। শুধু শাসনই তারা করেনি, বরং স্থানীয় লোকদের উৎখাত করে তারা বৃটেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাদা চামড়ার লোকদের বসতির ব্যবস্থা করে। তাদের অত্যাচারের কারণে আদিবাসী আমেরিকানরা ধ্বংস হয়ে যায়। কলম্বাসপূর্ব অর্থাৎ প্রায় ৬০০ বছর আগে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন ২১ লাখ আর সর্বোচ্চ ১ কোটি ৮০ লাখ, আর ২০১০ সালের আদম শুমারিতে সেখানে আদিবাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৯ লাখ ৩২ হাজার। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার, অনাচার, জবরদখল, ইউরোপের বিভিন্ন রোগব্যাধি রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, আদিবাসীদের ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে আমেরিকার আদিবাসীরা ও তাদের সভ্যতা আমেরিকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সোভিয়েত সাম্রাজ্যের নির্দয়তার রেকর্ড

পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের মতো এতটা নির্দয় রাষ্ট্র পৃথিবীতে খুব একটা দেখা যায়নি। তাদের সময়কাল ছিল (১৯২২-১৯৮৯) পর্যন্ত। সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিনের সময়ে প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়। লাখ লাখ মানুষকে সাইবেরিয়ায় শ্রম শিবিরে গোলাগে পাঠানো হয়। সেখানে বন্দিদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান ও অনাহারে রেখে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। যাদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হতো, নানা লোমহর্ষক পন্থায় তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হতো। লোমহর্ষক পন্থার অন্যতম ছিল 'ইঁদুর নির্যাতন' পদ্ধতি। রক্ষীরা বন্দিদের উলঙ্গ করে তাদের তলপেটের উপর ইঁদুর ভর্তি একটা ইঁদুরের খাঁচা বেঁধে দিত। খাঁচাটি গরম করলে ইঁদুরগুলো গরম থেকে বাঁচার জন্য বন্দিদের তলপেটে ছিদ্র করে গভীরে প্রবেশ করতে চাইত। (অর্থাৎ এ ধরনের নির্যাতনের একটি পদ্ধতি ছিল আর কি) এতে বন্দিদের অমানসিক যন্ত্রণা ও কষ্ট হতো।

সরকার দেশের সমস্ত কৃষি জমি কেড়ে নেওয়ার হুকুম জারি করে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকরা জমি দিতে অস্বীকার করে। তখন স্ট্যালিন সরকার পরিকল্পিতভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে কৃষকদের সরকারি নির্দেশের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করে। দেশের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়, সমস্ত শস্যাদি জব্দ করা হয়। ফলে ৭০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। এসবকে অনেকে কমিউনিস্ট নির্যাতন বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ দুঃখী মানুষের মুক্তির কথা বলে তারা ক্ষমতা দখল করেছিল আর ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র চালাতে ব্যর্থ হয়ে তারা অত্যাচারকেই ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে।

নাজী জার্মানি ভয়াবহ অপরাধ

নাজী জার্মানি মাত্র দেড় দশকে (১৯২৮-১৯৪৫) ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করে। ২০ হাজার শ্রম শিবির স্থাপন করে। প্রতিদিন ৬ হাজার মানুষকে শ্রম শিবির থেকে গ্যাস চেম্বারে পাঠানো হতো, যেখানে শাওয়ার রুমে গ্যাস ছেড়ে দেওয়া হতো। ফলে মিনিটখানেক সময়ের মধ্যে মানুষ মারা যেত। সরকারি রক্ষীরা তখন তার দেহ থেকে চুল ও অলংকার (থাকলে) সরিয়ে ফেলত। চুল দ্বারা রশি তৈরি করা হতো, স্বর্ণ ব্যাংকে জমা রাখা হতো। জার্মান চিকিৎসা ক্যাম্পে ভয়াবহ মানব পরীক্ষা চালানো হতো। বন্দিদের হিমশীতল পানিতে কয়েক ঘন্টা ধরে ডুবিয়ে রাখা হতো যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মরে ফ্রিজ হয়ে যেত। বন্দিদের দেহে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বন্দি, ম্যালেরিয়ার জীবাণু ইনজেকশন দিয়ে ঢুকানো হতো। তা ছাড়া এনেসথেসিয়া ছাড়াই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংস্থাপন করত।

উপরে ইউরোপের বিভিন্ন উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী কয়েকটি দেশের কিছু অপকীর্তি তুলে ধরা হয়েছে। এসব থেকে এটি স্পষ্ট যে মানবতাবিরোধী অপরাধে ইউরোপ অপরাধী। তারা কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ। তারা আমেরিকার আদিবাসী জনগণ ও তাদের সভ্যতা বিধ্বংসকারী। শুধু অতীতেই নয়, বরং এখন পর্যন্ত তাদের অনেকের মধ্যে ঘৃণ্য বর্ণবাদী মানসিকতা ও আচরণ বর্তমান। তারা এখনো দ্বৈত চরিত্র নিয়ে দুনিয়ার সঙ্গে আচরণ করছে। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে। ফলে প্রায় ৬ কোটির উপরে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। তাদের ঘৃণ্য ভূমিকায় মানবজাতি জর্জরিত, আতঙ্কিত, পিষ্ট। পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতে তাদের বন্ধু হচ্ছে তারা, যারা জনগণের বিরাগভাজন, তাদের স্বার্থ বিসর্জনকারী; যারা স্থানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসকারী। জনগণের কথা বলে নিজেরাই জনগণের প্রভু হয়ে বসেছে। কেউ শোষিতের গণতন্ত্রের কথা বলে জনগণকে লাগাতার শোষণ করে যাচ্ছে। তাদের মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা নিছক লোক দেখানো। তারা আন্তর্জাতিকভাবে যেসব তত্ত্বের ফেরি করছে তাতে মানবজাতির কোনো কল্যাণ নেই। তাই মানবজাতিকে নতুন পথ খুঁজতে হবে- যে পথ তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত অগ্রগতির নিশ্চয়তা দেবে। আর এমন পথ একটিই রয়েছে আর তা হলো, ইসলাম। কারণ, ইসলামেই রয়েছে কেবল এসব বিষয়ের সঠিক সন্ধান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

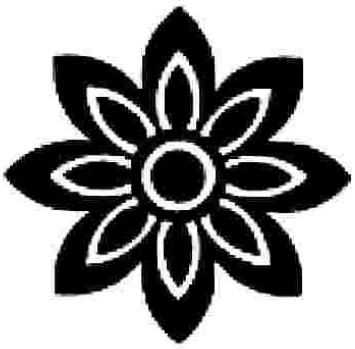

উন্নত বিশ্বের ব্যাধিগ্রস্ত জাতিসমূহ

আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই একই বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। তা হলো, নিরেট বস্তুতান্ত্রিকতার ক্রোড়ে লালিত এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এসে সবার উপর চেপে বসেছে।

তাই সভ্যতার চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মকৌশল উভয়েরই ইমারত গড়ে উঠেছে ভ্রান্ত বুনিয়াদের উপর। এর দর্শন, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি, আইন-কানুন ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসই এক ভ্রান্ত জায়গা থেকে যাত্রা করে এক ভ্রান্ত পথে উৎকর্ষ লাভ করে এসেছে। আর বর্তমানে সে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, তার ধ্বংসের শেষপ্রান্ত খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।

এই সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে এমন লোকদের মধ্যে, যাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো কিছু উপস্থিত ছিল না। সেখানে ধর্মগুরু বা পুরোহিতদের অস্তিত্ব অবশ্যি ছিল; কিন্তু তাদের কাছে বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আল্লাহপ্রদত্ত আইন-কানুন কোনোটাই ছিল না। তাদের কাছে যে বিকৃত ধর্মীয় মতবাদ ছিল, তা মানবজাতিকে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে সোজা পথপ্রদর্শন করতে চাইলেও তা করতে মোটেই সক্ষম ছিল না। বরং তা শুধু পারত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করতে। আর কার্যত সে তা-ই করল। তাদের এই প্রতিবন্ধকতার ফলে যারা উন্নতি ও তরাক্কির জন্য উৎসুক ছিল, তারা ধর্ম ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধার্মিকতার উপর আঘাত হেনে এক ভিন্ন পথে যাত্রা করল। এ পথে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং অনুমান ও অন্বেষণ ছাড়া আর কোনো দিশারি ছিল না। এ দিশারিটি সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য এবং নিজেই দিশারি ও আলোর মুখাপেক্ষী।

শুধু এটিই তাদের প্রধান নির্ভর হয়ে দাঁড়ালো। এর সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, অনুশীলন ও সংগঠন পুনর্গঠনের পথে অনেক চেষ্টা সাধনা করল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা ভ্রান্তির সূচনা করে বসল, ফলে তাদের সমস্ত উন্নতির গতিধারায় এক ভ্রান্ত লক্ষ্যস্থলের দিকে নিবদ্ধ হলো। তারা ধর্মহীনতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করল। তারা বিশ্ব প্রকৃতিকে এভাবে দেখল যে, তার কোনো স্রষ্টা ও নিয়ন্তা (খোদা) নেই।

বিশ্বজগৎ ও প্রাণিজগতের প্রতি এভাবে তাকাল যে, সত্যতা রয়েছে শুধু পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির। এই দৃশ্যমান পর্দার আড়ালে আর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এভাবে অভিজ্ঞতা ও অনুমানের সাহায্যে তারা প্রাকৃতিক নিয়মকে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হলো বটে, প্রকৃতির স্রষ্টা অবধি পৌঁছতে পারল না।

অনুরূপভাবে তারা বিশ্বের ব্যবহারযোগ্য বস্তুসমূহ নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে পেল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহারও করল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যে ঐগুলোর মালিক ও নিয়ামক নয়; বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি মাত্র, এই ধারণা থেকেই তাদের মন-মগজ একেবারে শূন্য ছিল।

এই অজ্ঞতা ও অচেতনতা তাদের দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির মৌলিক ধারণা সম্পর্কে অচেতন করে দিয়েছিল। এর ফলে তাদের গোটা কৃষ্টি ও সভ্যতাই ভ্রান্ত ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে 'আত্মা'র পূজারি হয়ে দাঁড়ায় এবং 'আত্মা' আল্লাহর স্থান দখল করে তাদের কঠিন ফিতনা ও বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে দেয়।

সেই মিথ্যা খোদার বন্দেগিই আজ তাদের চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক মারাত্মক পথে টেনে নিয়ে চলছে। এ পথের মধ্যকার পর্যায়গুলো নেহায়েত ভীতিপ্রদ ও চোখ ধাঁধানো হলেও তার শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ভুয়া খোদাই বিজ্ঞানকে মানুষের ধ্বংসের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। নৈতিকতাকে আত্মপূজা, প্রদর্শনেচ্ছা, অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছে।

অর্থব্যবস্থার উপর স্বার্থপরতাও চাপিয়ে দিয়েছে। সামাজিকতার শিরা-উপশিরায় আত্মপূজা, বিলাসপ্রিয়তা ও আত্মকেন্দ্রিকার কোহলাহল ঢেলে দিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাজনীতিকে জাতীয়তাবাদ, স্বদেশিকতা, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য এবং শক্তি পূজার দ্বারা দূষিত করে মানবতার পক্ষে এক নিকৃষ্টতম অভিশাপ বানিয়ে দিয়েছে।

মোদ্দাকথা, পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ আসলে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে, কয়েক শতকের মধ্যেই তা কৃষ্টি ও সভ্যতার এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়।

সে বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হলেও আসলে তা বিষদুষ্ট, তার ফল দেখতে সুন্দর ও সুদৃশ্য হলেও আদতে কাঁটাযুক্ত, তার শাখা-প্রশাখায় বসন্তের শোভা থাকলেও তার থেকে প্রবাহিত বিষাক্ত বায়ু ভেতরে ভেতরে গোটা মানবতাকেই বিষাক্ত করে চলেছে।

যে পাশ্চাত্যবাসীগণ এই বিষবৃক্ষকে সহস্তে রোপন করেছিল, তারা আজ নিজেরাই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কারণ, সে বৃক্ষ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এমন বিভ্রান্তি, জটিলতা ও পেরেশানির সৃষ্টি করেছে, তার যেকোনো প্রচেষ্টাই অসংখ্য জটিলতা ডেকে নিয়ে আসে। তার যেকোনো ডালই তারা কেটে ফেলে দেয়, সেখান থেকে অসংখ্য কাঁটাযুক্ত ডাল ফুটে বেরোয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা পুঁজিবাদের উপর করাত চালাল, সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমের অভ্যুদয় ঘটল।

গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানলে অমনি ডিক্টেটরবাদ আত্মপ্রকাশ করল। সামাজিক সমস্যাবলির সমাধান করতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নারীত্ববাদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের আবির্ভাব হলো। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকারের জন্যে আইন প্রয়োগের চেষ্টা করল, ফলে আইন লঙ্ঘন ও অপরাধ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

মোটকথা, কৃষ্টি ও সভ্যতার এই বিষবৃক্ষ থেকে বিকৃতি ও বিচ্ছৃঙ্খলতার এক অন্তহীন ধারা বেরিয়ে আসছে এবং তা পাশ্চাত্য জীবনকে আপদমস্তক দুঃখ-কষ্ট ও ক্লেশের এক বিরাট ফোড়ার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রতিটি শিরা-উপশিরা ও স্নায়ুকেন্দ্রে অনুভূত হচ্ছে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলো আজ সে ফোঁড়ার তীব্র যাতনায় আর্তনাদ করে উঠছে। তাদের হৃদয় মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তাদের আত্মা কোনো অমৃত রসের জন্য ছটফট করছে। কিন্তু অমৃতরস কোথায় পাওয়া যাবে, সে খবরই তাদের জানা নেই। তাদের অধিকাংশ লোক এখনো ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে যে, সমস্যার আসল উৎস হচ্ছে ঐ বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখামাত্র।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই ডাল পালা কাটবার কাজেই তারা নিজেদের সমস্ত সময় ও মেহনত নিয়োজিত করেছে। কিন্তু তবু তারা বুঝতে পারে না যে, বিকৃতিটা ডাল-পালায় নয়; বরং গাছের মূল শিকড়ে অবস্থিত। আর অসৎ বৃক্ষমূল থেকে সৎ ডাল-পালা বেরুনোর প্রত্যাশা করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে আপন সভ্যতা বৃক্ষের মূলগত খারাপিকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, এমন একটি ক্ষুদ্র দলও সেখানে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা কয়েক শতক ধরে ঐ বৃক্ষের ছায়ায় প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তারই ফল-ফলারি থেকে তাদের অস্থি গোশত গঠিত হয়েছে, তাই এর মূল ছাড়া অন্য কোনো মূল থেকে সৎ ডালপালা বিস্তৃত হতে পারে, তাদের মন মানস এ কথা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

ফলে উভয় দলের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এক রকম। তারা অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে তাদের যন্ত্রণা উপশমকারী কোনো জিনিস সন্ধান করে ফিরছে; কিন্তু তাদের অভীষ্ট বস্তুটি কি এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে, এ খবরই তাদের জানা নেই।

বস্তুত পাশ্চাত্য জাতিগুলোর সামনে কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও কর্মনীতি পেশ করার এটাই উপযুক্ত সময়। আজ তাদের বলা দরকার, তোমাদের হৃদয় মন যে ইপ্সিত বস্তুটির জন্য উদ্বেলিত, যে অমৃতরসের জন্য তোমরা চাতকের ন্যায় পিপাসার্ত, তা হচ্ছে এমন এক পূতপবিত্র মহিরুহ, যার মূল কাণ্ড এবং ডালপালা উভয়টাই সৎ। এর ফুল যেমন খুশবুদার, তেমনি কাঁটা মুক্ত।

এর ফল যেমন সুস্বাদু, তেমনি প্রাণ সঞ্চারক। এর হাওয়া যেমন আরামদায়ক, তেমনি হৃদয়-মন শীতলকারী। এখানে তোমরা বাস্তব বিচার বুদ্ধির সন্ধান পাবে, চিন্তা ও দৃষ্টির একটি নির্ভুল কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে পাবে এবং সর্বোত্তম মানবীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী জ্ঞানের সন্ধান পাবে। তোমরা এখানে এমন এক আধ্যাত্মিকের সন্ধান পাবে, যা সন্যাসী ও সংসার বৈরাগীদের জন্য নয়; বরং দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে সংগ্রামকারীদের জন্যে আত্মিক শান্তি ও মানসিক স্বস্তির একমাত্র উৎস।

এখানে তোমরা নৈতিকতা ও আইন-কানুনের এমন উন্নত ও সুদৃঢ় বিধিব্যবস্থা দেখতে পাবে, যা মানব প্রকৃতি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় বদলে যেতে পারে না। এখানে তোমরা কৃষ্টি সভ্যতার এমন নির্ভুল মূলনীতির সন্ধান পাবে, যা অবৈধ শ্রেণি-বৈষম্য ও কৃত্রিম জাতি-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিভেদকে নিশ্চিহ্ন করে মানবসমাজকে খালেস যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর সংগঠিত করে।

সে মূলনীতি সাম্য, সুবিচার, উদারতা, দানশীলতা ও সদাচরণের এমন এক শক্তিময় ও সুসংগত পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাতে ব্যক্তি, শ্রেণি ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে স্বার্থ, অধিকার ও প্রয়োজনের খাতিরে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, লড়াই বাধবার কোনোই অবকাশ নেই; বরং সবাই এখানে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যক্তিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্যে সানন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করতে পারে।

কাজেই তোমরা যদি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে এক প্রচণ্ড আঘাত এসে তোমাদের কৃষ্টি সভ্যতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ইতিহাসের ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষ্টি সভ্যতাগুলোর শামিল করে দেওয়ার আগেই ইসলামের বিরুদ্ধে তামাম বিদ্বেষকে তোমাদের মন থেকে মুছে ফেলে দাও।

তোমাদের মধ্যযুগের ধর্মীয় উন্মাদদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিদ্বেষ লাভ করেছ এবং সেই অন্ধকার যুগের তামাম জিনিসের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার পরও যাকে তোমরা আজ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রয়েছ, তাকে পরিহার করো এবং উদার মনে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হও, তাকে গ্রহণ করো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

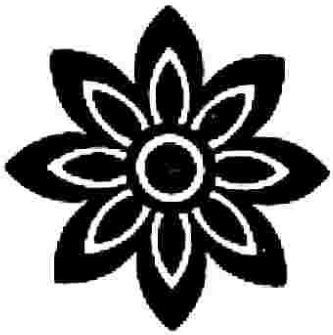

মানবীয় আইন বনাম আল্লাহর আইন

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার মদ্য নিবারক আইনটি যথারীতি বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে সভ্য দুনিয়ার অধিবাসীরা প্রায় ১৪ বছর পর আবার নিরসের সীমা পেরিয়ে রসের চৌহদ্দিতে পদার্পণ করে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মি. পুজভেল্টের অভিষিক্ত হওয়াটাই ছিল নিরসের উপর রসের বিজয় লাভের প্রাথমিক ঘোষণা। এপ্রিল (১৯৩৩) মাসে একটি আইনের সাহায্যে শতকরা ৩১.২ ভাগ এ্যালকোহলযুক্ত মদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর মাত্র কয়েক মাস অতিক্রান্ত না হতেই মার্কিন শাসনতন্ত্রের অষ্টাদশ সংশোধনীটি বাতিল করে দেওয়া হলো। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে মদের ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রফতানি ও চোলাই-প্রস্তুতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

বস্তুত আইনের সাহায্যে নৈতিকতা ও সামাজিক সংশোধনের এ ছিল সবচাইতে বড় প্রচেষ্টা। দুনিয়ার ইতিহাসে এত বড় প্রচেষ্টার আর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ সংশোধনীর আগে 'এ্যান্টি সেলুন লীগ' নামক সংস্থা কয়েক বছর ধরে পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচারপত্র, নকশা-চিত্র, ম্যাজিক-লণ্ঠন, ছায়াছবিসহ অন্যান্য উপায়ে আমেরিকানদের মন-মগজে মদের অপকারিতা বদ্ধমূল করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এই বিরাট প্রচারকার্যে উক্ত সংস্থাটি পানির মতো অর্থের বন্যা ছুটিয়েছিল। অনুমান করা হয়েছে যে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত শুধু প্রচারকার্যেই সাড়ে ৬ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে এবং মদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে, তার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯০০ কোটির মতো!

এতদভিন্ন মদ্য নিবারক আইনটি কার্যকর করণে ১৪ বছরে মার্কিন জাতিকে যে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে, তার মোটামুটি পরিমান ৬৫ কোটি পাউন্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সম্প্রতি ১৯২০ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৩৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়কার যে সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করেছে তা থেকে জানা যায়, উক্ত আইনটি কার্যকর করার ব্যাপারে মোট ২০০ ব্যক্তি নিহত হয়েছে, ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৩৩৫ জনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, ১ কোটি ৬০ লাখ পাউন্ড জরিমানা ধার্য করা হয়েছে এবং ৪০ কোটি ৪০ লাখ পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

মোটকথা, ১৪ বছরে আমেরিকায় মদ্য নিবারণের যে ফল প্রকাশ পায়, তার মোটামুটি বিবরণ হচ্ছে এরূপ—

- লোকদের মন থেকে আইনের প্রতি মর্যাদাবোধ তিরোহিত হয় এবং সমাজের সর্বস্তরে আইন ভঙ্গ করার ব্যাধি বিস্তার লাভ করে।
- মদ্যপান নিবারণের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়নি; বরং তার উল্টো নিষিদ্ধ ঘোষণার পর বস্তুটি পূর্বের চাইতেও বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।
- নিবারক আইনটি কার্যকর করার কারণে একদিকে সরকারের এবং অপরদিকে গোপনে মদ্য ক্রয়ের ফলে প্রজা সাধারণের অপরিমিত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় এবং এভাবে গোটা দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।
- রোগের প্রকোপ, স্বাস্থ্যহানি, মৃত্যুহার বৃদ্ধি, জনচরিত্রের বিপর্যয়, সমাজের সকল স্তরে, বিশেষত নব্য বংশধরগণের মধ্যে দুষ্কৃতি ও পাপাচারের বিস্তৃতি এবং অপরাধমূলক কার্য অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধি পায়।

এই ছিল উক্ত আইনের নৈতিক ও তামাদ্দুনিক ফল।

এই ফল অর্জিত হয় এমন একটি দেশে, যাকে ২০ শতকের আলোকোজ্জ্বল যুগে সর্বাধিক সুসভ্য দেশ বলে গণ্য করা হয়। তার অধিবাসীরা উন্নতমানের শিক্ষা ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে তাদের মন-মগজ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোকদীপ্ত। তারা নিজেদের ভালো মন্দ ও লাভ-ক্ষতি অনুধাবন করতে পুরোপুরি সমর্থ।

এই পরিণাম-ফল প্রকাশ পায় এমন অবস্থায়, যখন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এবং কয়েক'শ কোটি পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক প্রকাশ করে গোটা জাতিকে মদের অপকারিতা সম্বন্ধে শতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

এই ফল আত্মপ্রকাশ করে এমন পরিস্থিতিতে, যখন মার্কিন জাতির এক বিরাটসংখ্যক অংশ নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল এবং তাদের ইচ্ছানুসারেই নিবারক আইনটি পাশ হয়েছিল।

সর্বোপরি এই পরিণামফলের অভিব্যক্তি ঘটে এমন অবস্থায়, যখন আমেরিকার মতো বিরাট রাষ্ট্র ২০ শতকের সর্বোত্তম শাসনযন্ত্রের সহায়তায় মদ্যপান ও মদ বিক্রির মূলোচ্ছেদ করার জন্যে পূর্ণ ১৪ বছর পর্যন্ত অবিচল ছিল।

বস্তুত এই ফল প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই সংখ্যাগুরু অংশ মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে একমত ছিল এবং এ কারণেই তা নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যখন জানা গেল যে, দেশবাসী কোনো মতেই মদপান ত্যাগ করতে সম্মত নয় এবং জবরদস্তিতে মদ বর্জন করানোর ফলে পূর্বের চাইতেও খারাপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তখন সেই সরকার ও সংখ্যাগুরু জনসাধারণই আবার মদকে বৈধ করার ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হলো।

এবার এমন একটি দেশের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, যা আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেকার অন্ধকার যুগের, যা সবচাইতে অন্ধকার যুগ বলে বিবেচিত হতো, সে দেশের অধিবাসীরা ছিল অশিক্ষিত। তাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কোনো নাম-নিশানা পর্যন্ত ছিল না। তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো সন্ধান জানত না। তাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক হয়তো বা ১০ হাজারে একজন পাওয়া যেত এবং তারও মান এত নিম্ন যে, আজকের সাধারণ লোকও তার চাইতে বেশি জ্ঞান রাখে। বর্তমান যুগের সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান ও উপায় উপকরণ তখন মোটেই ছিল না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র ছিল একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায় এবং তা কায়েম হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছরের বেশি অতিক্রান্তও হয়নি। তখনকার জনসাধারণ ছিল মদের ভক্ত প্রেমিক। তাদের ভাষায় মদের প্রায় আড়াইশ'র মতো নাম ছিল। সম্ভবত দুনিয়ার কোনো ভাষায়ই এর এত নামকরণ হয়নি। এটা ছিল মদের প্রতি তাদের আসক্তির প্রমাণ। এর আরও একটি প্রমাণ হচ্ছে তাদের কাব্য সাহিত্য। তা থেকে জানা যায়, মদপান ছিল তাদের স্বভাবগত এবং তা বিবেচিত হতো তাদের জীবনধারণের পক্ষে একটি অপরিহার্য বস্তু হিসেবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই পরিস্থিতিতে সেখানে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কী? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ۔

তারা তোমার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এ দুটিতে বড় অপকার রয়েছে, তবে লোকের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে। কিন্তু এ দু'য়ের ক্ষতির পরিমাণ উপকারের চাইতে অনেক বেশি।[৩৯]

এটা মদ সম্পর্কে কোনো হুকুম ছিল না; বরং এতে মদের প্রকৃতি ও গুণাগুণ বিবৃত করে বলা হয়েছে যে, তাতে কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয় জিনিসই বর্তমান রয়েছে। তবে অকল্যাণের দিকটিই বেশি শক্তিশালী। এই শিক্ষামূলক ঘোষণার ফলে জাতির একটি অংশ তখনই মদপান ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও মদ্যপায়ীরাই রইল সংখ্যাগুরু।

এরপর আবার মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। কারণ, কোনো কোনো লোক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়তে গিয়ে ভুল করে ফেলত। এমতাবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর এই হুকুম শুনিয়ে দিলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ۔

হে ইমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যেও না; (নামাজ তোমাদের এমন অবস্থায় পড়া উচিত, যখন) তোমরা জানতে পার যে, তোমরা কী বলছ।[৪০]

---

[৩৯] সুরা বাকারা : ২১৯।

[৪০] সুরা নিসা, আয়াত : ৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লোকেরা মদপান করার জন্যে সময় নির্দিষ্ট করে নিল। এরপর থেকে তারা সাধারণভাবে ফজর ও জোহরের মাঝখানে কিংবা এশার পর মদপান করতে লাগল, যাতে করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়তে না হয় কিংবা নেশার কারণে নামাজ ত্যাগ করার প্রশ্ন উঠতে না পারে।

কিন্তু মদের আসল ক্ষতির দিকটি তখনও অনুদ্‌ঘাটিত ছিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় লোকেরা প্রায় সময়ই গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত এবং তার পরিণতি খুনখারাবি পর্যন্ত পৌঁছত। এ কারণে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত নির্দেশ জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অতঃপর ইরশাদ হলো—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ' اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ -

হে ইমানদারগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি, পাশাখেলা ইত্যাদি হচ্ছে শয়তানের উদ্ভাবিত নোংরা কাজ; সুতরাং ওগুলো তোমরা বর্জন করো। আশা করা যায়, এই বর্জনের ফলে তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বৈরিতা জাগিয়ে তুলতে এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখতে চায়। এটা জানার পরও কি তোমরা ওগুলো থেকে বিরত থাকবে না? আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের কথা শোনো এবং বিরত থাকো। কিন্তু তোমরা যদি অবাধ্যতা করো, তবে জেনে রেখো, আমার রাসুলের কাজ হচ্ছে শুধু নির্দেশকে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।[৪১]

এই নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই মদ্য প্রেমিকরা যারা মদের নামে নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল, তারা এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। মদ্য নিবারণ-সংক্রান্ত ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই পানপাত্রগুলোকে ভেঙে ফেলা হলো। মদিনার অলিগলিতে মদের বন্যা-প্রবাহ বয়ে গেল। এক মজলিসে বসে ১০-১১ জন সাহাবি মদ পান করে নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন। এরই মধ্যে রাসুলুল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণাকারীর এই আওয়াজ কানে এল যে, মদ চিরদিনের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। সেই নেশার ঘোরেই খোদায়ি হুকুমের প্রতি এমনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হলো যে, সাহাবিগণ অনতিবিলম্বে মদ পান বন্ধ করে দিলেন এবং পানপাত্রগুলো ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হলো। এক ব্যক্তি কোথাও বসে মদপান করছিল। সে মুখে কেবল পেয়ালাটি তুলে ধরেছে, এমন সময় কেউ এসে মদ নিষিদ্ধের আয়াতটি পড়ে শোনাল। অমনি তার মুখ থেকে পেয়ালাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফলে সে এক ফোঁটা মদও গলাধঃকরণ করতে পারল না।

এরপর যে ব্যক্তিই মদ পান করেছে, তাকে জুতা, লাঠি, লাথি, ঘুসি ইত্যাদি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পরে এর শাস্তিস্বরূপ ৪০টি করে বেত্রাঘাত দেওয়া হতে লাগল। শেষে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। ফলে আরবদেশ থেকে মদপানের নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে গেল। এরপর ইসলাম যেখানেই গিয়েছে, বিভিন্ন জাতিকে স্বাভাবিকভাবেই সে 'নিরস' পরহেজগার বানিয়ে দিয়েছে। এমনকি আজও ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ কোনরূপ 'নিবারক আইন' বা দণ্ডবিধি ছাড়াই মদকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলছে। মুসলিম জাতির মধ্যে মদপায়ীদের সংখ্যা যদি গণনা করে দেখা হয়, তাহলে আজও হয়তো এ জাতিকে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির চাইতে বেশি পরহেজগার দেখা যাবে। পরন্তু এ জাতির মধ্যে যারা মদ পান করে, তারাও একে অত্যন্ত গোনাহের কাজ বলে মনে করে। তাদের হৃদয় এ জন্যে অনুতপ্ত হয় এবং অনেক সময় নিজে নিজেই তাওবা করে এ কুঅভ্যাস ছেড়ে দেয়।

বস্তুত ন্যায় নীতি ও বিচার বুদ্ধির জগতে চূড়ান্ত ফায়সালা নির্ভর করে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর। এর সাক্ষ্যকে কখনো মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না। এখানে সবার সামনে দুটি অভিজ্ঞতা রয়েছে—একটি আমেরিকার, দ্বিতীয়টি ইসলামের। উভয় অভিজ্ঞতার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এবার এ দুটি অভিজ্ঞতার তুলনা করে এ থেকে শিক্ষালাভ করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কর্তব্য।

ইসলাম এই জটিলতার নিরসন করেছে অন্য একটি উপায়ে; আর একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এ ছাড়া এই সমস্যার আর কোনো সমাধান নেই। তাহলে এই যে, নৈতিক চরিত্র, সমাজনীতি ও তামাদ্দুনিক প্রশ্নাবলি উত্থাপন এবং শরয়ি বিধানের প্রতি আনুগত্যের দাবি জানানোর পূর্বে সে গোটা মানবজাতিকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ইমান পোষণের আহ্বান জানায়। অবশ্য ইমান আনা বা না আনা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইমান আনার পর তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার আর কোনো প্রশ্ন থাকে না। অতঃপর আল্লাহ র তরফ থেকে তাঁর রাসুল যে নির্দেশই দান করেন এবং আল্লাহর কিতাব যে আইনই নির্দিষ্ট করে দেয়, তার আনুগত্য তার পক্ষে অপরিহার্য। এই মূলভিত্তি স্থাপনের পর ইসলামি শরিয়তের তামাম বিধিব্যবস্থা তার উপর কার্যকরী হয়ে যাবে। এরপর আর কোনো খুঁটিনাটি বা মৌলিক প্রশ্নেই তার সদিচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো স্থান থাকবে না। এ কারণেই শত শত কোটি টাকার অপচয়, অতুলনীয় প্রচার প্রোপাগান্ডা এবং রাষ্ট্রশক্তির অপরিমেয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমেরিকায় যে কাজ সম্ভব হয়নি, তা ইসলামি রাষ্ট্রে আল্লাহর তরফ থেকে রাসুলের একটিমাত্র ঘোষণায়ই হয়ে গিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

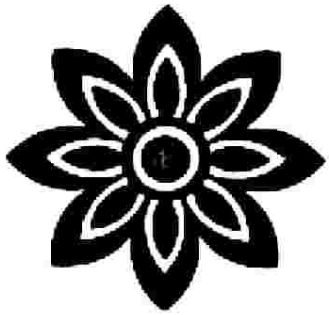

মুসলিম কেন পাশ্চাত্যের অনুসারী

পাশ্চাত্যের সভ্যতা এমন জীবন বিধ্বংসী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম কেন এ সভ্যতার অনুসারী। এর কারণ হলো—রাষ্ট্রশাসন, বাদশাহি এবং বিজয় ও আধিপত্য দু-প্রকার—প্রথমটি মানসিক ও নৈতিক আধিপত্য, আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক ও বস্তুগত। প্রথম শ্রেণির আধিপত্য হলো, কোনো জাতি যখন চিন্তা, গবেষণা, আবিষ্কার ও মানসিক শক্তিতে বিপুলভাবে উন্নতি লাভ করে, তখন অন্যান্য জাতি স্বভাবতই তার চিন্তাদর্শের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তার ধ্যান-ধারণা, ধর্মবিশ্বাস ও মতাদর্শ তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলে; তারই ছাঁচে তাদের মানসিকতা গড়ে ওঠে। তার সভ্যতাই তাদের আপন সভ্যতায় পরিণত হয়। তার জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই তারা নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করে নেয়। এমনকি তার ভালো-মন্দ ও সত্যাসত্যই তাদের কাছে ভালো-মন্দ ও সত্যাসত্যের মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার আধিপত্য হলো—কোনো জাতি যখন বস্তুগত সমৃদ্ধির দিক থেকে অতীব শক্তিশালী হয়, তখন তার মোকাবিলায় অন্যান্য জাতি নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সামগ্রিকভাবে কিংবা আংশিকভাবে অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর জেঁকে বসে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পক্ষান্তরে গোলামি বা পরাধীনতাও দু'প্রকার—প্রথমটি মানসিক আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। উপরে আধিপত্য প্রসঙ্গে দুটি শ্রেণির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, গোলামির এ দুটি শ্রেণি ঠিক তার বিপরীত।

এক হিসেবে আধিপত্যের এই দুটি শ্রেণি সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও মানসিক প্রাধান্য বিস্তৃত হলে রাজনৈতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনটি অনিবার্য নয়। কিংবা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মানসিক প্রাধান্যও কায়েম হয়ে যাবে, এরও কোনো বাধা-ধরা নিয়ম নেই। তবে প্রকৃতির নিয়ম হলো, কোনো জাতি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং জ্ঞান সাধনা ও তথ্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হলে, মানসিক উন্নতির সাথে সাথে বৈষয়িক অগ্রগতিও সে অর্জন করে। পক্ষান্তরে কোনো জাতি চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লে মানসিক অবনতির সাথে সাথে তার বৈষয়িক অধঃপতনও শুরু হয়ে যায়। পরন্তু আধিপত্য শক্তিমত্তা আর পরাধীনতা দুর্বলতার পরিণতি বিধায় মানসিক ও বৈষয়িক দিক থেকে দুর্বল ও নির্বীর্য জাতিগুলো তাদের দুর্বলতা ও নির্বীর্যতার পথে যত এগিয়ে চলে, সেই অনুপাতেই তারা গোলামি ও পরাধীনতার শিকার হতে থাকে; আর এই উভয় দিক থেকে শক্তিমান জাতিগুলো তাদের মন-মগজ ও দেহ-সত্তার উপর কর্তৃত্বশীল হয়ে বসে।

বর্তমানে মুসলমান এই দ্বিবিধ গোলামিরই শিকার। কোথাও উভয়বিধ গোলামি পুরোপরি বর্তমান, আবার কোথাও রাজনৈতিক গোলামি কিছুটা কম হলেও মানসিক গোলামি সমধিক। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে কোনো মুসলিম জনপদই সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন নয়। কোথাও তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করলেও নৈতিক ও মানসিক গোলামি থেকে আদৌ মুক্ত নয়। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাট-বাজার, সভা-সমিতি, ঘরবাড়ি, এমনকি তাদের আপন দেহ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের উপর পুরোমাত্রায় কর্তৃত্বশীল। তারা পাশ্চাত্যের মগজ দিয়ে চিন্তা করে, পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে দেখে, পাশ্চাত্যের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলে। তারা উপলব্ধি করুক আর নাই করুক, তাদের মগজের উপর এই ধারণাই চেপে রয়েছে যে, পাশ্চাত্য যাকে সত্য মনে করে, তা-ই সত্য, আর সে যাকে মিথ্যা ঘোষণা করছে, তা-ই মিথ্যা। তাদের মতে সত্যতা, যথার্থতা, সভ্যতা, নৈতিকতা, ভদ্রতা, শালীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে পাশ্চাত্যের নির্ধারিত মানদণ্ডই হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল মানদণ্ড। এমনকি নিজেদের দীন ও ইমান, চিন্তাধারা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা ও শালীনতা, চরিত্র ও রীতিনীতি, সব কিছুই তারা ঐ মানদণ্ডে যাচাই করে। যে জিনিস এই মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ, তাকেই তারা যথার্থ বলে মনে করে; তার সম্পর্কে তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যায় এবং জিনিসটি পাশ্চাত্য মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে গর্ববোধ করে। আর যা কিছু এই মানদণ্ডের বিচারে উত্তীর্ণ নয়, তাকে তারা সচেতনভাবে হোক কিংবা অচেতনভাবে—ভ্রান্ত বলে মনে করে। কেউ তাকে প্রকাশ্যে বর্জন করে, কেউ মনে মনে বিরক্তি বোধ করে এবং কোনো রকম টেনে হিঁচড়ে তাকে পাশ্চাত্য মানদণ্ডে উতরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের স্বাধীন জাতিগুলোর অবস্থাই যখন এই, তখন পাশ্চাত্য জাতিগুলোর অধীনস্থ মুসলমানদের মানসিক গোলামির কথা আলোচনা করে আর কি লাভ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গোলামির কারণ কী? এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হলে একটি আলাদা গ্রন্থই রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে সংক্ষেপে বললে তা নিম্নরূপ দাঁড়ায়—

মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞান সাধনার উপর। যে জাতি এ পথে অগ্রগামী, সে-ই দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন অলংকৃত করে; তার চিন্তাধারাই গোটা দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পক্ষান্তরে যে জাতি এ ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে, তাকে স্বভাবতই অন্যের অনুবর্তী ও অনুসারী হয়ে থাকতে হয়। তার চিন্তাধারা ও মতাদর্শে লোকদের মস্তিষ্কের উপর আধিপত্য বিস্তার করার মতো কোনো শক্তিই বাকি থাকে না। জ্ঞানসাধক ও সত্যানুসন্ধিৎসু জাতির শক্তিশালী চিন্তা ও মতবিশ্বাসের বন্যা-প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তি-সামর্থ্য পর্যন্ত তার মধ্যে থাকে না। মুসলমানরা যত দিন সত্যানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান সাধনার পথে অগ্রসর ছিল, তত দিন দুনিয়ার সকল জাতি তাদের অনুসরণ ও অনুবর্তন করে চলেছে। ইসলামি চিন্তাধারা সমগ্র মানবজাতির চিন্তা-দর্শনকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভালো-মন্দ, সুকৃতি-দুষ্কৃতি, ভ্রান্তি-অভ্রান্তি সম্পর্কে ইসলামের নির্ধারিত মানদণ্ড-সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে, সমগ্র দুনিয়ার কাছে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। আর দুনিয়ার লোকেরা কি ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায় তাদের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডকে সেই মানদণ্ডের আদলেই গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে চিন্তানায়ক ও গবেষকের আবির্ভাব যখন বন্ধ হয়ে গেল, তারা ত্যাগ করল চিন্তা-ভাবনা ও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞান-সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকেই যেন অবসর গ্রহণ করল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলো এই সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। তারা চিন্তা-গবেষণার শক্তিকে কাজে লাগাল; বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করল; প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর উৎস সন্ধান করল। এর অনিবার্য পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হলো। পাশ্চাত্য জাতিগুলো দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন দখল করে বসল। একসময় যেভাবে দুনিয়ার লোকেরা মুসলমানদের কর্তৃত্বের সামনে নতি স্বীকার করেছিল, তেমনি তাদেরও পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হলো।

চার-পাঁচ শতক পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের পূর্ব পুরুষদের বিছানো সুখশয্যায় অঘোরে ঘুমাচ্ছিল, আর পাশ্চাত্য জাতিগুলো ছিল নিজেদের উন্নয়নের কাজে লিপ্ত। এরপর সহসা পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর অভ্যুত্থান ঘটল এবং মাত্র এক শতকের মধ্যেই তারা গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে চোখ মেলে তাকিয়েই মুসলমানরা দেখতে পেল, খ্রিষ্টান ইউরোপ লেখনী ও তরবারি উভয় দিক থেকেই সুসজ্জিত; আর এই দ্বিবিধ শক্তির সাহায্যেই তারা গোটা দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। একটি ক্ষুব্রাকৃতির দল এর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষার চেষ্টা করল; কিন্তু তার না ছিল লেখনীর শক্তি, আর না ছিল তরবারির তেজ। ফলে তারা শুধু পরাজয়ই বরণ করতে লাগল। জাতির বাকি অংশ অর্থাৎ সংখ্যাগুরু দলটি যে কর্মনীতি অবলম্বন করল, দুর্বল ও কাপুরুষরা চিরকাল তা-ই করে থাকে। তরবারির তেজ, যুক্তির বল, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের সমর্থন এবং চোখ ধাঁধানো রূপ-সৌন্দর্যসহ যে ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ ও রীতিনীতি পাশ্চাত্য থেকে এল, আরামপ্রিয় মস্তিষ্ক ও পরাভূত মানসিকতা তাকে একেবারে ইমানের মর্যাদা দিয়ে বসল। যেসব পুরানো ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক আইন-কানুন নিছক গতানুগতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই নতুন ও শক্তিশালী বন্যার স্রোতে তা খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। আর চেতনাহীনতার এ পথে লোকদের মন-মগজে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, পাশ্চাত্য থেকে যা কিছু আসে, তা-ই সত্য এবং তা-ই হচ্ছে সভ্যতা ও বিশুদ্ধতার একমাত্র মানদণ্ড।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে অন্য যেসব জাতির সংঘর্ষ হয়েছে, তাদের কারও কারও তো স্থায়ী ও স্বতন্ত্র কোনো সভ্যতাই বর্তমান ছিল না। কারও কারও কাছে একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা ছিল বটে, কিন্তু তা অন্য সভ্যতার মোকাবিলায় আপন স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখার মতো শক্তিশালী ছিল না। আবার কারও কারও সভ্যতার সাথে এই নবাগত সভ্যতার তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্যই ছিল না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে এই সকল জাতি অতি সহজেই পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে গেল এবং কোনো বড় রকম সংঘর্ষেরই প্রয়োজন দেখা দিল না। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারটা ছিল তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা একটি স্থায়ী, স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অধিকারী। এদের সভ্যতার একটি নিজস্ব ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-নীতি ও বিধি-ব্যবস্থা, চিন্তা ও কর্ম উভয় দিক থেকেই জীবনের তামাম বিভাগের উপর পরিব্যাপ্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলনীতি ও ভিত্তি সম্পূর্ণ এই সভ্যতার পরিপন্থি। এ কারণেই প্রতি পদক্ষেপে এই দু-সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দানা বেঁধে উঠেছে। আর এই সংঘাতের ফলে মুসলমানদের চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

যে দর্শন ও বিজ্ঞানের কোলে পাশ্চাত্য সভ্যতা লালিত হয়েছে, পাঁচ-ছয় শতক ধরে তা শুধু নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বস্তুবাদের পথেই এগিয়ে চলেছে। এই সভ্যতা যেদিন জন্মলাভ করেছে, ঠিক সেদিন থেকেই ধর্মের সাথে এর সংঘাত শুরু হয়েছে; বরং বলা যায়, ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি ও বুদ্ধির সংঘাতই এই সভ্যতাকে জন্মদান করেছে। যদিও বিশ্বপ্রকৃতির নিদর্শনাদির পর্যবেক্ষণ, তার বিচিত্র রহস্যের উদ্‌ঘাটন, তার অন্তর্নিহিত নিয়ম-শৃঙ্খলার অন্বেষণ, তার বাহ্যিক দৃশ্যাবলি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা এবং এগুলোর সমন্বয়ে অনুমান ও সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে ফলাফল নির্ণয় ইত্যাদির কোনোটাই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ নয়, তবু ঘটনাচক্রে রেনেসাঁ আমলে ইউরোপে নয়া বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সূত্রপাত হতেই খ্রিষ্টান পাদ্রিদের সঙ্গে তার তীব্র বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। কারণ, এই পাদ্রি সম্প্রদায় তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে প্রাচীন গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। তারা এই আশা পোষণ করে রেখেছিল যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসার ফলে এই ভিত্তিতে যদি সামান্যতম ফাটলও ধরে, তাহলে ধর্মের গোটা ইমারতই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা এই নয়া বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের বিরোধিতায় লিপ্ত হলো এবং একে প্রতিরোধ করার জন্যে শক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করল। প্রতিষ্ঠা করল ধর্মীয় আদালত এবং এর মাধ্যমে এই আন্দোলনের অগ্রনায়ক ও নিশানবাহীদের কঠোর, নির্মম ও ভয়ংকর শাস্তি প্রদান করতে লাগল। কিন্তু এ আন্দোলন ছিল এক অপ্রতিরোধ্য মানস-চেতনার ফল; তাই নিপীড়ন ও নির্যাতনে নিস্তেজ হওয়ার পরিবর্তে এটি আরও জোরদার হয়ে উঠল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমনকি শেষ পর্যন্ত মুক্ত ... ধর্মীয় কর্তৃত্বকে একেবারে খতম করে দিল।

শুরুতেই এই লড়াইটা ছিল মুক্ত চিন্তার অগ্রনায়ক ও পাদ্রিদের মধ্যে সীমিত। কিন্তু পাদ্রিরা যেহেতু ধর্মের নামে স্বাধীন চিন্তানায়কের সঙ্গে লড়াই করছিল, তাই খুব শিগগিরই এটি খ্রিস্টান ধর্ম ও মুক্ত চিন্তার ধারকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে পরিণত হলো। অতঃপর ধর্ম বস্তুটাকেই (তা যেকোনো ধর্মই হোক না কেন) এই আন্দোলনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে আখ্যা দেওয়া হলো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চিন্তা-ভাবনাকে ধর্মীয় চিন্তাপদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি বলে ঘোষণা করা হলো। যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রকৃতির বিষয়াদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করবে, তার পক্ষে ধর্মীয় মতবাদ বর্জন করে নিজস্ব পথে চলা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলো। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদের মূলভিত্তি এই যে, এই বিশ্বজাহান থেকে ঊর্ধ্বতন এক শক্তিকে প্রাকৃতিক জগতের তামাম নিদর্শন ও দৃশ্যাবলির কার্যকারণ বলে ঘোষণা করতে হবে। যেহেতু এটি ছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের শত্রুদের মতবাদ, এ জন্যই আল্লাহ অথবা কোনো অতি-প্রাকৃতিক সত্তার ধারণা ছাড়াই বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা এবং খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে প্রাকৃতিক বিষয়াদির উপর দৃষ্টিক্ষেপণকারী প্রত্যেকটি পন্থাকেই অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়াকে এই নয়া আন্দোলনের নায়কগণ অনিবার্য মনে করল। এইভাবে নব্যযুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের মধ্যে খোদা, আত্মা কিংবা আধ্যাত্মবাদ ও অতিপ্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিদ্বেষের সঞ্চার হলো। অথচ এটা আদৌ বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের স্বাভাবিক পরিণতি ছিল না; বরং এ ছিল নিতান্তই ভাবাবেগের আতিশয্যের ফলমাত্র। তারা খোদার প্রতি এই জন্যে বিদ্বেষী ছিল না যে, তাঁর অনস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছিল; বরং তাঁর প্রতি এই জন্যে বিরক্ত ছিল যে, তিনি ছিলেন তাদের এবং তাদের মুক্ত চিন্তার শত্রুদের প্রভু (মাবুদ)। পরবর্তী পাঁচ শতকে তাদের যুক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তা এবং তাদের বৈজ্ঞানিক আন্দোলন যেটুকু কাজ করেছে, তার মূলে এই অযৌক্তিক ভাবাবেগই সক্রিয় ছিল।

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান যখন আসল যাত্রাপথে পদক্ষেপ করে, তখন তার লক্ষ্য ছিল খোদাপরস্তির সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে নিবদ্ধ। তবু ধর্মীয় পরিবেশে বেষ্টিত থাকার ফলে শুরুতে প্রকৃতিবাদকে খোদাপরস্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে চলছিল। কিন্তু যতই সে নিজের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলল, খোদাপরস্তির উপর ততই প্রকৃতিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এমনকি খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধারণা এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকটি অতি প্রাকৃতিক জিনিসের ধারণাই দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল। তারা এমন চরম প্রান্তে গিয়ে পৌছল যে, বস্তু ও গতি ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো জিনিসেরই অস্তিত্ব রইল না। তারা বিজ্ঞানকে প্রকৃতবাদেরই সমর্থক বলে ঘোষণা করল। যে জিনিস মাপা বা ওজন করা যায় না, তার কোনো অস্তিত্ব নেই, এই মতবাদের উপর গোটা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সম্প্রদায় বিশ্বাস স্থাপন করে বসল।

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। পাশ্চাত্য দর্শনের জনকরূপে পরিচিত ডেকার্টে (মৃত্যু ১৬৫০) একদিকে যেমনি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, অপরদিকে তেমনি বস্তুর সাথে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও স্বীকার করতেন। অন্যদিকে তিনিই আবার বিশ্বপ্রকৃতির নিদর্শনাদির যান্ত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সূচনা করেন। শুধু তাই নয়, তার প্রবর্তিত চিন্তাপদ্ধতিই পরবর্তীকালে নিরেট বস্তুবাদে পরিণত হয়। হব্‌স (মৃত্যু ১৬৭৯) আরও একধাপ সামনে এগিয়ে অতি-প্রকৃতিবাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। তিনি বিশ্বপ্রকৃতি এবং এর প্রতিটি বস্তুকেই যান্ত্রিক বিশ্লেষণের উপযোগী বলে ঘোষণা করেন এবং এই জড়জগতের প্রভাবশীল যেকোনো আত্মিক বা অশরীরী শক্তির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন; কিন্তু একই সাথে তিনি খোদার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে এমনি এক কার্যকারণ শক্তিকে স্বীকার করা আবশ্যক ছিল। এ সময়েই ১৭ শতকের যুক্তিবাদের সবচেয়ে বড় অগ্রনায়ক স্পিনোজার (মৃত্যু ১৬৭৭) আবির্ভাব হয়। তিনি বস্তু, আত্মা এবং সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কোনো পার্থক্যই বাকি রাখলেন না। তিনি খোদা এবং বিশ্বপ্রকৃতিকে মিলিয়ে একটি অবিচ্ছেদ্য সত্ত্বা বানিয়ে দিলেন এবং খোদার সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে অস্বীকার করলেন। এদের উত্তরসূরি লিব্‌নিজ (মৃত্যু ১৭১৬) এবং লক্ (মৃত্যু ১৭০৪) খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু উভয়েরই মানসিক প্রবণতা ছিল প্রকৃতিবাদের দিকে।

এইভাবে দেখা যায় যে, ১৭ শতকের দর্শনশাস্ত্রে খোদাপরস্তি ও প্রকৃতিবাদ উভয়েই পাশাপাশি চলছিল। অনুরূপভাবে বিজ্ঞানও ১৭ শতক পর্যন্ত পুরোপুরি জড়বাদে পরিণত হয়নি। কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য অগ্রনায়কদের কেউই খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু এরা বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে খোদায়ী মতবাদ পরিহার করে যেসব শক্তি ও বিধি-বিধান এই ব্যবস্থাপনাটি পরিচালনা করছে, সেগুলো অন্বেষণ করার ইচ্ছুক ছিলেন। এই খোদায়ী মতবাদ পরিহার করাটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাস্তিকতা ও প্র[illegible] এটাই পরবর্তীকালে মুক্ত চিন্তার বৃক্ষ হিসেবে বিকশিত হয়। কিন্তু ১৭ শতকের বিজ্ঞানীদের এ সম্পর্কে কোনো চেতনাই ছিল না। তারা প্রকৃতিবাদ ও খোদাপরস্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য রেখা আঁকতে পারেননি; বরং এই দুটো মতবাদ পাশাপাশি চলতে পারে বলে তারা মনে করতেন।

অবশ্য ১৮ শতকে এসে এ সত্য প্রতিভাত হলো যে, খোদার সত্তাকে অগ্রাহ্য করে যে চিন্তাপদ্ধতি বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ও তার বিধি-বিধানের অনুসন্ধান করবে, তা কিছুতেই বস্তুবাদ, ধর্মহীনতা ও জড়বাদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এই শতকে জন টোলেন্ড, ডেভিড হার্টলে, জোসেফ প্রিস্টলি, ভলটেয়ার, লা-মেট্রি, হোলবাক, কেবানিস, ডেনিস ডয়েড্রো, মন্টেস্কু, রুশো এবং এই ধরনের আরও কতিপয় স্বাধীন চিন্তাশীল দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়। এরা হয় প্রকাশ্যে খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে, নতুবা তার স্বীকৃতি দিলেও মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁকে একজন নিয়মতান্ত্রিক সম্রাটের চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেনি। অর্থাৎ এদের স্বীকৃত খোদা বিশ্বপ্রকৃতিকে একবার গতিবান করে তার থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এখন আর এই ব্যবস্থাপনার পরিচালনায় তার কোনো ভূমিকা নেই। এই শ্রেণির দার্শনিক ও বিজ্ঞানী বিশ্বপ্রকৃতি, জড়জগৎ এবং গতি ছাড়া আর কোনো জিনিসেরই অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। তাদের মতে যেসব জিনিস পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আয়ত্তাধীন, কেবল তা-ই সত্য। হিউম তার অভিজ্ঞতাবাদ ও সংশয়বাদের সাহায্যে এই চিন্তা-পদ্ধতি জোরালোভাবে সমর্থন করেন। এমনকি যুক্তিসিদ্ধ বিষয়াদির সত্যতার জন্যেও তিনি অভিজ্ঞতাকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেন। অবশ্য বার্কলি বস্তুবাদের এই ক্রমবর্ধমান বন্যা প্রবাহের গতিরোধ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ অবধি তিনিও একে রোধ করতে সমর্থ হননি। অতঃপর হেগেল বস্তুবাদের স্থলে আদর্শবাদ প্রবর্তন করার প্রয়াস পান। কিন্তু নিরেট বস্তুর মোকাবিলায় সূক্ষ্ম আদর্শকে কেউ গ্রহণ করল না। কান্ট একটি মধ্যমপন্থা উদ্ভাবন করলেন। তিনি বললেন, খোদার অস্তিত্ব, আত্মার স্থায়িত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি আমাদের বোধগম্য জিনিস নয়, সুতরাং এগুলো মেনে চলা সম্ভব নয়; তবে এগুলোর প্রতি ঈমান পোষণ করা যেতে পারে। কারণ আমাদের বাস্তব বিচারবোধ এগুলোর প্রতি ঈমান পোষণেরই দাবি জানায়। এই ছিল খোদাপরস্তি ও প্রকৃতিবাদের মধ্যে আপস সৃষ্টির সর্বশেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা বুদ্ধি ও চিন্তার ভ্রান্তি খোদার অস্তিত্বকে নিছক কল্পনাপ্রসূত কিংবা বড়জোর একজন নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাহীন সত্তা বলে ঘোষণা করার পর, শুধু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
নৈতিকতার হেফাজতের জন্যে তাকে মানা, ভয় করা এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করাটা ছিল নিতান্তই এক অযৌক্তিক ব্যাপার।

১৯ শতকে বস্তুবাদ তার উৎকর্ষের চরম শীর্ষে পৌঁছে। ভোগট, রুখনার, ভোলবে, কোমে, মোল্‌শট এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ বস্তু এবং তার গুণাগুণ ছাড়া আর সব জিনিসের অস্তিত্বকেই বাতিল করে দেন। মিল দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতাবাদ এবং নীতিশাস্ত্রে উপযোগবাদের প্রবর্তন করেন। অতঃপর স্পেনসার দার্শনিক বিবর্তনবাদ, বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি এবং জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষের ধারণাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রচার করেন। পরন্তু জীবতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্বের আবিষ্কার উদ্ভাবনী, ফলিত বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং বৈষয়িক উপকরণের প্রাচুর্য লোকদের মনে এই ধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল করে দিল যে, বিশ্বপ্রকৃতি আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে; কেউ একে সৃষ্টি করেনি; তা নিজে নিজেই এক বাঁধাধরা নিয়মে চালিত হচ্ছে, এর কোনো সুনির্দিষ্ট চালক নেই; আপনা আপনিই এ বিবর্তন ও উৎকর্ষের পর্যায়গুলো অতিক্রম করে চলছে, এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উপর অপর কোনো অতি-প্রাকৃতিক সত্তার প্রভাব নেই। নিষ্প্রাণ বস্তুর ভেতরে কারও নির্দেশে প্রাণের সঞ্চার হয় না; বরং বস্তু তার নিজস্ব ধারায় বিবর্তিত হতে থাকলেই প্রাণের সঞ্চার হয়। বিবর্তন, ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি, চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি হচ্ছে এই বিবর্তিত বস্তুরই গুণগত বিশেষত্ব। মানুষ, পশু সবাই হচ্ছে যন্ত্র মাত্র; স্বাভাবিক নিয়মেই এরা চালিত হচ্ছে। এদের কলকজাগুলো যেভাবে বিন্যস্ত হয়, সে ধরনের কাজই এরা সম্পাদন করে থাকে। এদের ভেতরে কোনো ইখতিয়ার বা 'স্বাধীন ইচ্ছার' অস্তিত্ব নেই। এদের নিয়ম-শৃঙ্খলার বিচ্যুতি ঘটলে এবং প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলেই মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু হচ্ছে স্বাভাবিক বিলুপ্তিরই নামান্তরমাত্র। অন্যকথায় যন্ত্র যখন ভেঙেচুরে গিয়েছে, তখন তার গুণ-বৈশিষ্ট্যও বিলীন হয়ে গিয়েছে। এখন আর তার হাশর বা পুনর্জীবন লাভের কোনোই সম্ভাবনা নেই।

এই প্রকৃতিবাদ ও বস্তুবাদকে স্থিতিশীল করে তোলা এবং একটা প্রামাণ্য ও সুসংবদ্ধ মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ডারউইনের বিবর্তনবাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার লিখিত 'প্রজাতির উৎস' (Origin of Species) নামক গ্রন্থটি ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বিজ্ঞানজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। এই গ্রন্থে যে যুক্তিধারা সন্নিবেশিত হয়, ১৯ শতকের বিজ্ঞানীদের কাছে তা ছিল যুক্তির সর্বোত্তম পদ্ধতি। সে যুক্তিধারা থেকে এই মতবাদ আরও বলিষ্ঠরূপে সমর্থিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয় যে, বিশ্বপ্রকৃতির [illegible] ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ছাড়াই চলতে পারে। প্রকৃতির নিদর্শন ও দৃশ্যাবলির জন্যে তার নিজস্ব নিয়ম-কানুন ছাড়া আর কোনো কার্যকারণের প্রয়োজন নেই। জীবনের নগণ্য স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত সকল বস্তুরই বিকাশ ও বিবর্তন হচ্ছে এ যুক্তি ও বিচার বুদ্ধিহীন প্রকৃতির অনুক্রমিক ক্রিয়ার নিছক পরিণতি। মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুকে কোনো বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তা সৃষ্টি করেননি; বরং যে প্রাণবস্তু যন্ত্রটি একদিন কীটরূপে বিচরণ করত, তা-ই শেষে বাঁচার লড়াই, যোগ্যতমের উর্দ্ধতন এবং প্রকৃতির নির্বাচনে ইচ্ছা, অনুভূতি বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই দর্শন থেকেই পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতা জন্মলাভ করে। এতে না আছে কোনো বিচক্ষণ ও ক্ষমতাবান আল্লাহর ভয়ের স্থান; আর না আছে নবুওয়াত, প্রত্যাদেশ (ওহি) ও ইলহামের কোনো গুরুত্ব। এর ভেতরে মৃত্যুর পর অপর কোনো জীবনের ধারণা, ইহজীবনের কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহির চিন্তা, মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের প্রশ্ন, জীবনের জৈবিক উদ্দেশ্যের চেয়ে উচ্চতর কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা ইত্যাদির কোনোই অবকাশ নেই। এ হচ্ছে নিরেট বস্তুবাদী সভ্যতা। এর গোটা অবয়বই আল্লাহর ভয়, সরলতা, সত্যবাদিতা, সত্যানুসন্ধিৎসা, সচ্চরিত্র, দায়িত্বজ্ঞান, বিশ্বস্ততা, সৎকর্মশীলতা, লজ্জাশীলতা, পরহেজগারি ও পবিত্রতার ধারণা থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে এই সকল ধারণার উপরই ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত।

ফলকথা, পাশ্চাত্যের গোটা মতাদর্শ ইসলামি মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তার পথ ইসলামের অনুসৃত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম যে জিনিসগুলোর উপর নৈতিক আচরণ ও তামাদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন করে, এ সভ্যতা চায় সেগুলোর মূলোৎপাটন করতে। পক্ষান্তরে এই সভ্যতা যে ভিত্তিগুলোর উপর মানুষের ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ পদ্ধতির ইমারত গড়ে তুলতে চায়, তার উপর ইসলামের ইমারত এক মুহূর্তের জন্যেও টিকে থাকতে পারে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসলীলা

রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর বিস্ময়কর উন্নতি ও অগ্রগতিতে একশ্রেণির লোকের মন-মগজ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মনে এই ধারণার সঞ্চার হয়েছে যে, ঐ জাতিগুলোর উন্নতি ও তারাক্কি হয়তো বা অক্ষয়, অবিনশ্বর। দুনিয়ায় তাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য চিরতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পৃথিবীর রাজত্ব ও উপায় উপকরণের কর্তৃত্বের ব্যাপারে একেবারে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দেওয়া হয়েছে। তাদের শক্তি ও ক্ষমতা এমনই মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তা উৎখাত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

বস্তুত এটা কোনো নতুন ধারণা নয়; বরং প্রত্যেক যুগের প্রতাপশালী জাতিগুলো সম্পর্কেই এরূপ ধারণা পোষণ করা হয়েছে। মিসরের ফিরাউন বংশ, আরবের আদ ও সামুদ, ইরাকের কালদানি, ইরানের কিসরা, গ্রীসের দিগ্‌বিজয়ী বীর, রোমের বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট, জগজ্জয়ী মুসলিম মুজাহিদ, তাতারীদের দুনিয়াখ্যাত সেনাবাহিনী প্রমুখ সবাই এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে একই রূপ প্রতাপ ও শক্তির তামাসা দেখিয়ে গেছেন। পালাক্রমে এরা প্রত্যেকেই আপন আপন ভোজবাজির নৈপুণ্য দেখিয়ে একইভাবে দুনিয়ার মানুষকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। যখন যে জাতিই মাথা তুলেছে, এভাবেই সে দুনিয়ার উপর ছড়িয়ে পড়েছে। এমনি করেই সে বিশ্বময় নিজের খ্যাতি, যশ ও বীর্যবত্তার ডঙ্কা বাজিয়েছে আর এভাবেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুনিয়ার মানুষ ধারণা করে নিয়েছে যে, তাদের শক্তি ও ক্ষমতা অক্ষয়, অবিনশ্বর। কিন্তু তাদের আয়ুষ্কাল যখন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং অক্ষয় ও অবিনশ্বর ক্ষমতার অধিকারী সম্রাট তাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করেছেন, তখন তাদের এমনি পতন ঘটেছে যে, অধিকাংশ জাতিই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনোটির নাম-নিশানা দুনিয়ায় থাকলেও তারা তাদের শাসিতের শাসনাধীন, গোলামদের গোলাম এবং পদানতদের পদানত হয়েই বেঁচে রয়েছে—

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔

তোমাদের পূর্বে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘুরে দেখো, যারা (আল্লাহর বিধান) অস্বীকার করেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে![৪২]

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় পাশ্চাত্য জাতিগুলোর উপর দুটি প্রচণ্ড শয়তান চেপে বসেছে। তারা তাদের ধ্বংস ও বিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার একটি হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা বংশ নিধনের শয়তান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতীয়তাবাদের শয়তান। প্রথম শয়তানটি চেপে বসেছে তাদের ব্যক্তিদের উপর, আর দ্বিতীয়টি বসেছে তাদের জাতি ও রাজ্যসমূহের উপর। প্রথমটি তাদের পুরুষ ও নারীদের বিবেক বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নিজস্ব হাত দ্বারাই তাদের বংশধরদের নিধন করাচ্ছে। তাদের গর্ভনিরোধের কলা-কৌশল শিক্ষা দান করছে। গর্ভপাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। বন্ধ্যাত্বকরণের মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে। এর ফলে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় শক্তি তারা নিজেরাই বিনষ্ট করে ফেলছে। এটি তাদের এমনি হৃদয়হীন করে দিয়েছে যে, তারা নিজেদের সন্তানকে নিজেরাই হত্যা করছে। মোটকথা, এই শয়তান ক্রমশ তাদের আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করাচ্ছে।

দ্বিতীয় শয়তানটা তাদের বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাধ্যক্ষদের থেকে নির্ভুল চিন্তা ও সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। সে তাদের মধ্যে আত্মসর্বস্বতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিহিংসা, ঘৃণা বিদ্বেষ ও লোভ-লালসার কুৎসিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
মনোবৃত্তি পয়দা করেছে। তাদের পরস্পর বিবদমান ও বৈরী ভাবাপন্ন বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে দিচ্ছে।

يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ -

তিনি তোমাদের বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে দিবেন এবং এক দলের দ্বারা আরেক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহন করাবেন।[৪৩]

তাদের পরস্পরের শক্তি ও ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এ-ও হচ্ছে এক ধরনের খোদায়ি আজাব।

মোটকথা, সে তাদের এক প্রচণ্ড আত্মহত্যার জন্য তৈরি করেছে। এটি পর্যায়ক্রমে নয়; বরং আচানক অনুষ্ঠিত হবে। সে তামাম দুনিয়ায় গোলা বারুদ জমা করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিপদকেন্দ্র বানিয়ে রেখেছে। এখন সে কেবল একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষমান। সে মুহূর্তটি আসামাত্র সে কোনো একটি বারুদাগারকে অগ্নিশলাকা দেখিয়ে দেবে। তারপর দেখতে না দেখতেই এমন ধ্বংসলীলা বিস্ফোরিত হবে, যার ফলে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসলীলাও ম্লান হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত আমি যা কিছু বলেছি, তাতে কোনো অত্যুক্তির অবকাশ নেই, বরং ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে আসন্ন মহাযুদ্ধের বিপুল প্রস্তুতি দেখে খোদ তাদেরই দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ শিউরে উঠেছেন এবং এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে তারা অত্যন্ত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি মার্কিন মিলিটারি স্টাফের প্রাক্তন সদস্য সার্জেল নিউম্যান (Sergel Neuman) আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আসন্ন যুদ্ধ শুধু সৈন্যদের লড়াই হবে না, বরং তাকে ব্যাপক গণহত্যা বলাই হবে সমীচীন। এই হত্যাযজ্ঞে নারী ও শিশুদের পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হবে না। বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের দায়িত্বটা সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাসায়নিক দ্রব্য ও নিষ্প্রাণ যন্ত্রের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। এই মরণাস্ত্রগুলো সামরিক ও অসামরিক লোকের মধ্যে পার্থক্য করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর এই যুদ্ধমান শক্তিগুলোর লড়াই ময়দান বা দুর্গের মধ্যে নয়, বরং শহর, বন্দর ও লোকালয়ের মধ্যে হবে। কারণ, আধুনিক যুদ্ধনীতি অনুযায়ী শত্রুপক্ষের আসল শক্তি সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়, বরং তার জনপদ, বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্পকারখানার মধ্যে

[৪৩] সুরা আনআম, আয়াত : ৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিহিত। পরবর্তীকালে আণবিক বোমা ও উদযান বোমা নামে এর চাইতেও ভয়ংকর মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে তার ধ্বংসলীলার একটি ক্ষুদ্র নমুনাও পেশ করা হয়েছে। আরও অনেক নতুন নতুন অস্ত্র ও মরণবোমা আবিষ্কার করা হয়েছে।

সহজে অনুমান করা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কীভাবে নিজের ধ্বংসের উপকরণ নিজ হাতেই সংগ্রহ করেছে। এখন তার আয়ুষ্কাল রয়েছে শুধু তার যুদ্ধ ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত। একটি খোদাহীন সভ্যতা কীভাবে একটি গোটা জাতিকে হিংস্র পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতর জীবে পরিণত করতে পারে তার নিদর্শন দেখুন।

যেদিন দুনিয়ার দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবে, সেদিনই পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসের জন্যে খোদায়ি ফায়সালা কার্যকর হয়েছে মনে করতে হবে, কারণ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র ময়দানে অবতরণ করার পর যুদ্ধ কিছুতেই বিশ্বব্যাপী রূপ ধারণ না করে পারে না। আর যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী হলে ধ্বংসও হবে বিশ্বব্যাপী, সন্দেহ নেই।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۔

জলে-স্থলে যত বিপর্যয় দেখা যায় তা সবই মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। যাতে করে তারা কোনো কোনো কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহন করতে পারে। সম্ভবত তারা এখনো (সৎ পথে) প্রত্যাবর্তন করতে পারে।[৪৪]

যাইহোক, দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে নতুন কোনো বন্দোবস্ত গ্রহণ এবং জালিম ও অত্যাচারীদের পতন ঘটিয়ে অপর কোনো জাতিকে (সম্ভবত তা কোনো নিপীড়িত জাতি হবে) দুনিয়ায় খিলাফতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় এখন অত্যাসন্ন। এই মর্যাদার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাকে মনোনীত করেন, তা-ই এখন লক্ষ্য করার বিষয়।

কিন্তু এ ব্যাপারেও একটি নির্ধারিত কানুন রয়েছে। সেটি তিনি তাঁর প্রিয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তা হলো, তিনি এমন কোনো জাতিকে সমাসীন করেন, যারা সেই অভিশপ্ত কওমটির ন্যায় বদকার ও অবাধ্য হবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ـ

যদি তোমরা অবাধ্য আচরণ করো তাহলে তোমাদের পরিবর্তে অপর কোনো জাতিকে সমুন্নত করা হবে। তারা তোমাদের মতো হবে না।[৪৫]

এ কারণেই বাহ্যিক লক্ষণাদি দেখে মনে হয়, আজকাল যেসব দুর্বল পরাধীন জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করছে এবং ফিরিঙ্গি জাতিগুলোর সদগুণাবলি (যা কিছু সামান্য তাদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে) বর্জন করে তাদের দোষত্রুটিগুলো (যা তাদের অভিশপ্ত হওয়ার হেতু) গ্রহণ করেছে, আসন্ন বিপ্লবে তাদের সফলকাম হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

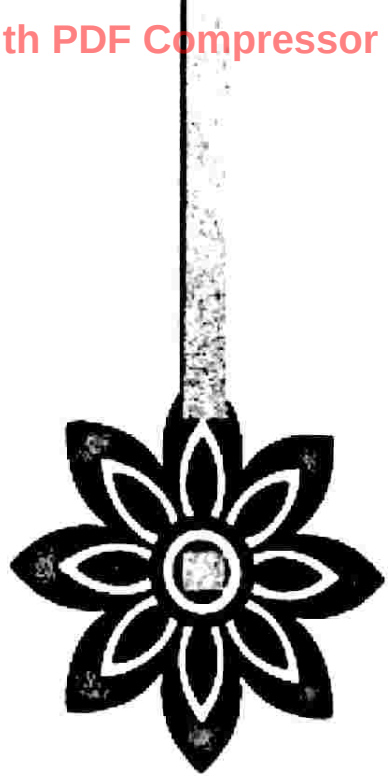

পঞ্চম পর্ব

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতি

সংস্কৃতির পরিচয়

'সংস্কৃতি' শব্দটি মূলত সংস্কৃত ভাষার শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'কালচার'। যার অর্থ কর্ষণ করা। আর আরবি প্রতিশব্দ হলো, 'আস সাকাফাহ।' সাকাফাহ শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা, জানা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া। পরিশীলিত, প্রশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুসাক্কাফ' বা সংস্কৃতিবান। আর সংস্কৃতি শব্দটি গঠিত হয়েছে 'সংস্কার' শব্দ থেকে। যার অর্থ শুদ্ধি, পরিমার্জন, মেরামত, ভুল সংশোধন। সুতরাং সংস্কৃতি অর্থ হলো, সংস্করণ, বিশুদ্ধকরণ, অনুশীলনলব্ধ দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন।

পরিভাষায় বিশ্বাসলব্ধ মূল্যবোধে উদ্ভাসিত, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত মন-মানসিকতাকেই সংস্কৃতি বলা হয়।

সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় সংস্কৃতি হলো—জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নিয়ম-নীতি, সংস্কার ও অন্যান্য দক্ষতা যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে। অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো মানুষের আচরণের সমষ্টি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি সংস্কৃতি

ইসলামি সংস্কৃতি হলো ইসলামের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মানুষ তার আচার-ব্যবহার, দেহ, মন ও আত্মাকে যেভাবে সংস্কার ও সংশোধন করে, তাই ইসলামি সংস্কৃতি।

ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি

ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো সংস্কৃতিকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা যাবে না। ইসলামি সংস্কৃতি কোনো ভাবেই কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক সংস্কৃতি গ্রহণ করে না।

ইসলামি সংস্কৃতি কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত উৎসব ব্যতীত অন্য কোনো উৎসব গ্রহণ করে না। যেমন মুসলমানদের উৎসব মাত্র দুটি ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহা।

ইসলামি সংস্কৃতি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এক থাকে, কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না।

ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামি সংস্কৃতি মহান আল্লাহর তাওহিদ ভিত্তিক সংস্কৃতি, অর্থাৎ যে সংস্কৃতিতে আল্লাহর সাথে শিরকের কোনো ছোঁয়া থাকবে না।

ইসলামি সংস্কৃতির মূলনীতি ও মূল্যবোধ বিশুদ্ধ, যথার্থ, মহান ও সার্বজনীন। অর্থাৎ এটি এমন এক সংস্কৃতি যার মূলনীতি এতই বিশুদ্ধ, যাতে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আর এটি এমন একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি যা কোনো দেশ, জাতি, ভাষা, বর্ণে সীমাবদ্ধ নয়।

এই সংস্কৃতি সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং বিবেক ও জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইসলামি সংস্কৃতি একটি মানবকল্যাণমূলক সংস্কৃতি। এতে রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা। মহান আল্লাহর বাণী—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহভীরু।[৪৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔

আমি উন্নত চরিত্র পূর্ণতাকল্পে প্রেরিত হয়েছি।[৪৪]

ইসলামি সংস্কৃতি একজন মুসলমানকে আনুগত্যশীল করে তোলে। সে আরও বেশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিহ সুন্নাহ অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করতে তৎপর হয়।

এটি এমন এক সংস্কৃতি যাতে রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। হজরত সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের (জিহ্বার) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী স্থানের (লজ্জাস্থানের) জিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।[৪৫]

সর্বোপরি কথা হলো—ইসলামি সংস্কৃতি নৈতিকতা সমৃদ্ধ এবং মানুষের ধর্ম কর্মের সমন্বয়ক।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এমন এক সংস্কৃতি, যাতে কোনো ধর্মের ছোঁয়া নেই, নেই কোনো নৈতিকতা, মানবিকতা ও শালীনতা। এটা ভোগবাদের চিন্তা থেকে উৎসারিত সংস্কৃতি। তাই জীবনকে উপভোগ করার জন্য যেসব আনন্দ-ফুর্তি করার সুযোগ হয়, সেটাই পাশ্চত্য সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি হলো পুঁজিবাদী চিন্তা ও অন্যান্য পার্থিব ভোগ। যার মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্মহীনতা। এই সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে

---

[৪৩] সূরা হুজরাত, আয়াত : ১৩।

[৪৪] আহমাদ, ইবনে আবি, হা. নং-১৪১৯।

[৪৫] বুখারি শরিফ, হাদিস নং-২১০৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
নির্বিচারে গ্রহণ করা এবং যারা এর বিপরীতে দাঁড়ায় তাদের অসভ্য ও পশ্চাতপদ গণ্য করা।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ক্ষুদ্র রূপায়ণ

ক. স্যাটেলাইট সংস্কৃতি খ. সিনেমা বা চলচ্চিত্র সংস্কৃতি। গ. অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সংস্কৃতি। ঘ. সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও মডেলিং সংস্কৃতি। ঙ. পার্লার সংস্কৃতি। চ. দিবস পালন/উৎসব সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

১. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মূলত একটি ভোগবাদী সংস্কৃতি, যা মানুষকে সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে সে তার ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং এটি মুসলমানদের আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে বিমুখ করে।

২. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে জীবনের দৃশ্যমান ও আনুভূতিক শিল্পময় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। আর এতে লাগামহীন জীবনযাপনের উলঙ্গতাকে নানাভাবে বর্ণময় করার চেষ্টা করা হয়।

৩. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিভিন্ন উৎসব সাদরে গ্রহণ করে নেয়, ইসলামে যার কোনো ভিত্তি নেই। যেমন—থার্টিফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন ডে, এপ্রিল ফুল, বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিন ইত্যাদি উৎসব। [এগুলো বিস্তারিতভাবে সামনে আলোচনা করা হবে।]

৪. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বংশানুক্রমে অতিবাহিত হতে থাকে। যদিও এর মধ্যে কুফরি কোনো সংস্কৃতি থাকে, তবুও বংশানুক্রমে তার ধারা বজায় থাকে।

৫. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুসলমানদের ইমানি চেতনাকে নষ্ট করে দেয়। যার কারণে সে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। আর অন্য দিকে ইসলামি সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে কেবল আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মুমিনদের জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে। যেখানে অবিশ্বাসী হওয়ার বা কুরআন-হাদিস অনুসৃত জীবনযাপনের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অন্য জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলেন—যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য ধারণ করল, সে তাদেরই দলভুক্ত হলো।[৪৯]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন প্রকারের লোক আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত। যথা—

১. হারাম শরিফের পবিত্রতা বিনষ্টকারী।
২. ইসলামে বিজাতীয় রীতি-নীতির (সংস্কৃতির) প্রচলনকারী।
৩. কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রচেষ্টাকারী।[৫০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পশ্চিমা সংস্কৃতির বিশেষ দিবস-রজনী

থার্টিফার্স্ট নাইট

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ সালে 'জুলিয়াস সিজার' সর্বপ্রথম ইংরেজি নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করেন। তারপরও ১ জানুয়ারি নববর্ষ পালনের ইতিহাসের সাথে ইসলামের ন্যূনতম সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি। সূত্রমতে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ইংরেজি সনের বিস্তৃতি। ধীরে ধীরে শুধু ইউরোপে নয় সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালন করা হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে নববর্ষ শুরু হতো ২৫ মার্চ, তারা ধারণা করত, এদিন দেবদূত গ্যাব্রিয়েল যিশুমাতা মেরির কাছে যিশুখ্রিষ্টের জন্মবার্তা জ্ঞাপন করে। অ্যাংলো-স্যাকসন ইংল্যান্ডে নববর্ষের দিন ছিল ২৫ ডিসেম্বর। পহেলা জানুয়ারি পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর। ধীরে ধীরে শুধু ইউরোপে নয় সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালন করা হচ্ছে।

যেসব কারণে থার্টিফার্স্ট নাইট ইসলামে নিষিদ্ধ

থার্টিফার্স্ট নাইট ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে যুব সমাজে অশ্লীলতার সয়লাব ঘটে। নারীর শ্লীলতাহানির মতো দুঃখজনক ঘটনাগুলোর বিস্তার লাভ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে। নৈতিক পতন, অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও আর্থিক অপচয় এর সাথে জড়িত। তাই এটা মুসলমানের সংস্কৃতি হতে পারে না। ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই। বছর শেষে ফুর্তি-মাস্তিতে মত্ত থেকে থার্টিফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপন নয়, বরং জীবনের হালখাতা মেলে ধরে নীরবে-নিভৃতে নিজের কাছে নিজের কৃতকর্মের হিসাব পেশ করা জরুরি।

জীবন থেকে হারিয়ে ফেলা একটি বছরের শেষ মুহূর্তে একজন মানুষের করণীয় হলো—ব্যবসায়ীদের যেমন হালখাতা আছে, মিডিয়ার সালতামামি আছে। তেমনি একজন আল্লাহর বান্দারও সালতামামি-হালখাতা আছে। আছে হিসাব-নিকাশ। দীর্ঘ এক বছরের অতীত জীবন ফিরে দেখা বর্ষ শেষে একজন মানুষের দায়িত্ব এবং এটাই তার অনুভূতি হওয়া চাই। ফেলে আসা একটি বছরে চোখ ফিরিয়ে সফলতার অধ্যায়গুলোর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আর মানবিক ভুলগুলোর জন্য ইসতিগফার করা। নাচ-গান, ডিজে পার্টি, পটকা, আতশবাজির উৎসবের মধ্যদিয়ে বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায় সংস্কৃতি পরিত্যাজ্য। এ সংস্কৃতি অনেক পাপের পথ উন্মোচন করে।

এপ্রিল ফুল

স্পেনের মুসলমানদের এক মর্মান্তিক ট্রাজেডিপূর্ণ দিবস ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেকগুলো মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মুসলমানরা এ দিনকে 'এপ্রিল ফুল' বা 'এপ্রিলের বোকা' দিবস হিসেবে পালন করে। অন্ধ অনুকরণ ও ইতিহাস-বিষয়ে অজ্ঞ থাকার কারণে মুসলমানরা এ দিনটিকেও একটি খুশির দিন, অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করে, অথচ এ দিনে বিশ্বের সকল মুসলমানগণকে স্পেনের মুসলমানদের উপর চালানো সেদিনের নির্মম হত্যাযজ্ঞকে স্মরণ করে বেদনাক্লিষ্ট হয়ে অশ্রুপাত করা উচিত। মুসলমানরা তাদের ইতিহাস সম্পর্কে এমনভাবে অজ্ঞ রয়েছে যে, তাদের ভাইদের প্রতি ইহুদি-নাসারা যে অমানুষিক, অবর্ণনীয় নির্মম আচরণ করেছিল তাও ভুলে বসে আছে।

১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল। দুর্ভাগ্য-তাড়িত মুসলিম গ্রানাডাবাসী অসহায় নারী ও মাসুম বাচ্চাদের করুণ মুখের দিয়ে তাকিয়ে খ্রিষ্টানদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে খুলে দেয় শহরের প্রধান ফটক। সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেয় আল্লাহর ঘর পবিত্র মসজিদে। শহরে প্রবেশ করে খ্রিষ্টানবাহিনী মুসলমানদের মসজিদের ভেতর আটকে রেখে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। এরপর একযোগে শহরের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সকল মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে মেতে উঠে হায়েনারা। লাখ লাখ নারী-পুরুষ-শিশু আর্তনাদ করতে করতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায় মসজিদের ভেতর। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ অসহায় মুসলমানদের আর্তচিৎকারে যখন গ্রানাডার আকাশ-বাতাস ভারী ও শোকাতুর করে তুলল, তখন রানি ইসাবেলা হেসে বলতে লাগল—Oh Muslim! How fool you are! 'হায় মুসলিম জাতি! তোমরা কতইনা বোকা! সেই থেকে খ্রিষ্টানজগৎ প্রতি বছর ১ এপ্রিল আড়ম্বরের সাথে পালন করে আসছে—April Fool মানে 'এপ্রিলের বোকা' উৎসব।

আজ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হয়, যেখানে মুসলমানদের হেয় করা হচ্ছে, মুসলমানদের উপহাস করে এ দিনটি গোটা খ্রিষ্টানবিশ্বে পালন করা হচ্ছে, সেখানে আমরা মুসলিম জাতি তাদের তালে তাল মিলিয়ে এ দিনে একজন অপরজনকে ধোঁকা দিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠছি, ইহুদি-নাসারাদের কালচার গ্রহণ করছি। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ ـ

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি-নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অর্থাৎ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ـ

যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়।

এ ছাড়া আরেকটি কথা যা আমি উপরেও কয়েকবার বলেছি তা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অমীয় বাণী—

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ـ

যে কোনো জাতির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে, সে তাদেরই একজন বলে বিবেচিত হবে।

সুতরাং পহেলা এপ্রিলসহ অন্যান্য বিজাতীয় সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালোবাসা দিবস

এক নোংরা ও জঘন্য ইতিহাসের স্মৃতিচারণের নাম বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এর পেছনে দু-ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়।

এক. ২৭০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। তখন রোমের সম্রাট ছিলেন ক্লডিয়াস। সে সময় ভ্যালেন্টাইন নামে একজন সাধু তরুণ প্রেমিকদের গোপন পরিণয়-মন্ত্রে দীক্ষা দিত। এ অপরাধে সম্রাট ক্লডিয়াস সাধু ভ্যালেন্টাইনের শিরশ্ছেদ করেন। তার এ ভ্যালেন্টাইন নাম থেকেই এ দিনটির নামকরণ করা হয় 'ভ্যালেন্টাইন ডে' যা আজকের 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস'।

দুই. সম্রাট ক্লডিয়াস দেখলেন অবিবাহিত যুবকরা যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তে ধৈর্যের পরিচয় বেশি দেয়, বিবাহিত যুবকদের তুলনায়। অনেক সময় তারা স্ত্রী-পুত্রের টানে যুদ্ধে যেতেও অস্বীকৃতি জানায়। তাই সম্রাট কিছুদিনের জন্য যুগলবন্দি তথা যেকোনো পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামক পাদ্রি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গোপনে তার গির্জায় পরিণয় প্রথা চালু রাখে।

এ খবর জানাজানি হলে সম্রাট তাকে জেলে বন্দি করার নির্দেশ দেয়। জেলের ভেতর-ই পরিচয় ঘটে জেলার-এর এক অন্ধ মেয়ের সাথে। ঐ পাদ্রি ছিল চিকিৎসক। বন্দি অবস্থায় চিকিৎসা করে অন্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনে বলে ইতিহাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এভাবে ভ্যালেন্টাইন তার প্রেমে পড়ে যায়। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগ মুহূর্তে একটি চিঠিতে সে লিখে যায়—From Your Valentine (ইতি তোমার ভ্যালেন্টাইন)। বর্তমান ভ্যালেন্টাইন কার্ডে যে অভিনন্দন হিসাবে From Your Valentine লেখা থাকে, তা এই ঘটনার স্মৃতি সজীব রাখার জন্যই।

এ ছাড়া এ দিবসটি পালনের কারণ খুঁজলে ইতিহাসে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা উঠে আসে। তবে সর্বোপরি কথা—এর পেছনে যে ঘটনাগুলোই ইতিহাসে বিদ্যমান তার সবকটিই অথর্ব ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূচিত হয়েছে।

এ দিবসটি শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেই নয়, বরং প্রায় সবকটি মুসলিম দেশেই পালন করা হচ্ছে!

আর বাংলাদেশে এ দিবসটি পালন করা শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। কিছু ব্যবসায়ীর মদদে এটি প্রথম চালু হয়। এ দেশে 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস'-এর আমদানি করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি প্রতিদ্বন্দ্বী (?) সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনও প্রতিযোগিতার বাজারে কেউ পিছিয়ে থাকতে চায় না বলে পরের বছর থেকেই অন্যান্য পত্রিকাও এ দিনের প্রচারণায় নামে। এ দিবসটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়গুলোতে।

এক খ্রিষ্টান পাদ্রির স্মরণে উদযাপিত এই দিবসের তারিখ, অনুষ্ঠান, রসম-রেওয়াজ বিকৃতির শিকার হতে হতে ইতিহাসে এটা লজ্জাজনক অশ্লীল এক দিবসে রূপ লাভ করেছে। এমন কোনো অশ্লীল ও মন্দ কাজ বাকি নেই যা এই দিবসকে কেন্দ্র করে করা হয় না।

শেষকথা

পশ্চিমারা খুব ভালো করেই জানে যদি বিশ্বব্যাপী তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আধিপত্য ধরে রাখতে হয় এবং গোটা বিশ্বকে ভোগবাদী ও বস্তুবাদীকরণ করতে হয়, তাহলে তাদের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শকে অন্যদের জন্য অনুসরণীয় বানাতে হবে। এই ফাঁদ পেতে মানুষের বিবেককে স্বীয় প্রভাববলয়ে নিয়ে আসতে হবে। মানুষের চিন্তা-ধারা ও ধ্যান-ধারণার ওপরই প্রথম হামলা চালাতে হবে। তাই তারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গোটা বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছে। বর্তমানে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভয়াবহ আগ্রাসন চলছে। এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে ইসলামি বিশ্ব শুধু বস্তুগত ও মানবিক দিক দিয়েই চরম ক্ষতিগ্রস্ত নয়; বরং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আকিদা-বিশ্বাস থেকেও দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আকিদা-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বানিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র এবং স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করে একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতা তথা মার্কিন সভ্যতাকে গোটা মানবসমাজের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে শুধু মুসলিম উম্মাহই নয়; বরং প্রতিটি দেশ ও জাতিগোষ্ঠী তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাচ্যের জাতি-গোষ্ঠীকে নগ্নতা অশ্লীলতার পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারাও পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামি করতে বাধ্য হয়।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাশ্চাত্যের এই সুদীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার ফলে বর্তমানে কোনো মুসলিম জনপদই সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন নয়। কোথাও তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করলেও নৈতিক ও মানসিক গোলামি থেকে আদৌ মুক্ত নয়। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, হাট-বাজার, সভা-সমিতি, ঘরবাড়ি, এমনকি তাদের আপন দেহ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের ওপর পুরোমাত্রায় কর্তৃত্বশীল। তারা পাশ্চাত্যের মগজ দিয়ে চিন্তা করে, পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে দেখে, পাশ্চাত্যের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলে। তারা উপলব্ধি করুক আর নাই করুক তাদের মগজের ওপর এই ধারণাই চেপে রয়েছে যে, পাশ্চাত্য যাকে সত্য মনে করে, তাই সত্য, আর সে যাকে মিথ্যা ঘোষণা করছে, তাই মিথ্যা। তাদের মতে-সত্যতা, যথার্থতা, সভ্যতা, নৈতিকতা, ভদ্রতা, শালীনতা ইত্যাদির ব্যাপারে পাশ্চাত্যের নির্ধারিত মানদণ্ডই হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল মানদণ্ড। এমনকি নিজেদের দ্বীন ও ইমান, চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা ও শালীনতা, চরিত্র ও রীতিনীতি, সব কিছুই তারা ওই মানদণ্ডে যাচাই করে। যে জিনিস এই মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ, তাকেই তারা যথার্থ বলে মনে করে, তার সম্পর্কে তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যায় এবং জিনিসটি পাশ্চাত্য মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে গর্ববোধ করে। আর যা কিছু এই মানদণ্ডের বিচারে উত্তীর্ণ নয়, তাকে তারা সচেতনভাবে হোক কিংবা অচেতনভাবে, ভ্রান্ত বলে মনে করে। কেউ তাকে প্রকাশ্যে বর্জন করে, কেউ মনে বিরক্তি বোধ করে এবং কোনো রকম টেনে হিঁচড়ে তাকে পাশ্চাত্য মানদণ্ডে উতরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

আমাদের স্বাধীন জাতিগুলোর অবস্থাই যখন এই তখন পাশ্চাত্য জাতিগুলোর অধীনস্থ মুসলমানদের মানসিক গোলামির কথা আলোচনা করে আর কী লাভ? প্রতিরোধের কর্মপন্থা নবতর ইমানের প্রশিক্ষণ পাশ্চাত্যের এই সর্বগ্রাসী বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা থেকে রক্ষা পেতে হলে সর্বপ্রথম মুসলিম বিশ্বকে ইসলামের ওপর নবতর ও জীবন্ত ইমান আনতে হবে। মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ধর্ম, নতুন জীবন দর্শন, নতুন পয়গম্বর, নতুন শরিয়ত ও নতুন তালিম বা শিক্ষামালার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলাম চির শাশ্বত। সে তো সূর্যের মতো, না কখনো পুরানো ছিল আর না সে এখনো পুরানো আছে। রাসুলের নবুওয়াত চিরস্থায়ী ও আখেরি নবুওয়াত। তার আনীত দ্বীন সুরক্ষিত এবং তার প্রদত্ত শিক্ষামালাও জীবিত ও জীবন্ত। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ইমানের আবশ্যক।

নতুন ফিতনা, নতুন শক্তি, নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা এবং নতুন আহ্বান মোকাবিলা কমজোর ইমান ও কেবল রসম রেওয়াজ ও আচার অভ্যাস দিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
করা যাবে না। কোনো জরাজীর্ণ ও দশাপ্রাপ্ত প্রাসাদ নতুন সাইক্লোন ও নতুন কোনো প্লাবনে ধাক্কা সইতে পারে না। তাই মুসলিম বিশ্ব যদি মনুষ্য জগতে নবতর রুহ ও নতুন জীবন সৃষ্টি করতে চায় এবং দুনিয়ার বর্তমানের বস্তুবাদিতা এবং সন্দেহ-সংশয় ও অস্থিরতার ওপর জয়লাভ করতে চায় তাহলে তাকে তার ভেতর নতুন ইমানি শক্তি, জীবন্ত ইয়াকিন ও নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। চেতনাবোধের প্রশিক্ষণ কোনো জাতির জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক বিষয় হলো, সে জাতি সঠিক জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনাবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের চেতনাবোধ তৈরি হবে এবং দৃষ্টি যত দিন না পরিণত ও পাকাপোক্ত হবে তত দিন এই বিপদাশঙ্কা থেকেই যায় যে, তারা অন্য কোনো আহ্বান বা আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত হবে এবং দেখতে না দেখতেই শত শত বছরের শ্রম ও সাধনাকে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দেবে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. বলেন, এ সময়ে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, মুসলিম জাতির বিভিন্ন শ্রেণি ও জনগণের মধ্যে সঠিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা, এমন চেতনা যা কোনো রকমের জুলুম ও বেইনসাফি বরদাশত করে না, ধর্ম ও নৈতিকতার বিকৃতি সহ্য করে না, যা সহিহ শুদ্ধ ও ভুলভ্রান্তি, অকপটতা ও কপটতা, দোস্ত-দুশমন তথা শত্রু-মিত্র, শান্তিকামী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীর মধ্যে খুব সহজেই পৃথক করতে হবে। অপরাধী ও অন্যায়কারী যেন তার অসন্তোষ ও ক্রোধের হাত থেকে বাঁচতে না পারে এবং অকপট ও নিষ্ঠাবান মানুষ যেন তার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যা সংকট ও বিষয়াদির ক্ষেত্রে একজন বুদ্ধিমান ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং ফায়সালা করার সামর্থ্য রাখে। যত দিন এই চেতনাবোধের উন্মেষ না ঘটবে, কোনো মুসলিম দেশ ও জাতির কর্মপ্রেরণা, কাজের সামর্থ্য ও যোগ্যতা, ধর্মীয় আবেগ ও মাজহাবি জীবনের প্রদর্শনী ও দৃশ্যাবলি খুব বেশি একটা গুরুত্ব বহন করবে না।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য জরুরি হলো, শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে নতুন করে ঢেলে সাজানো যা হবে তার রুহ ও তার পয়গামের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। মুসলিম বিশ্ব প্রাচীন পৃথিবীর ওপর তার জ্ঞানগত নেতৃত্ব কায়েম করেছিল এবং দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সভ্যতা সংস্কৃতির অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। সে দুনিয়ার সাহিত্য ও দর্শনের হৃৎপিণ্ডে তার বাসা বানিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সভ্য দুনিয়া তার বুদ্ধি নিয়ে চিন্তা করেছে, তার কলম দিয়ে লিখেছে এবং তারই ভাষায় লেখালেখি করেছে, গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হজরত আদম আলাইহিস সালামকে ভূ-পৃষ্ঠের খিলাফত প্রদান করা হয়েছিল সৃষ্টি সম্পর্কীয় জ্ঞানের কারণেই। সুতরাং দ্বীনি ও জাগতিক দু-ধরনের জ্ঞান জীবন নামক গাড়ির দুটি চাকার ন্যায় যেকোনো একটি চাকা বিকল হয়ে গেলে গাড়িটি আর সামনে অগ্রসর হতে পারে না। অদ্রূপ মানুষ যদি দ্বীনি জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তাহলে মানুষ ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে, আর যদি জাগতিক জ্ঞান থেকে দূরে সরে যায় তাহলে পৃথিবীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

নবুওয়াতের যুগ থেকে নিয়ে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে সার্বজনীন ইসলামি একক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেমনিভাবে হাফেজ, আলেম, মুফতি, ইমাম ও খতিব বের হয়েছেন তেমনিভাবে ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ, রসায়নবিদ, গণিতবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শাসক ও সেনাবাহিনীও বের হয়েছেন। অতএব মুসলিম উম্মাহকে আবার তার হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে হলে তাকে অবশ্যই গণমুখী উৎপাদনমুখী সার্বজনীন ইসলামি একক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। জ্ঞান-গবেষণা ও লেখার ময়দানে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন মুসলিম সমাজে এমন চিন্তাবিদ ও তথ্যানুসন্ধানীর আবির্ভাব হতে হবে, যারা চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-গবেষণা ও লেখার ময়দানে আত্মনির্ভরশীল হবেন এবং এর সাহায্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার গোটা ভিত্তিমূলকেই ধসিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. বলেন, ইসলামি বিশ্বকে চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-গবেষণা ও লেখার ময়দানে আত্মনির্ভরশীল এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের ইলমি গবেষণার বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তিনি বলেন, ওরিয়েন্টালিস্টদের নেতিবাচক প্রভাব প্রতিক্রিয়ার নির্মূল ও তাদের বিশাল ত্রুটির সংশোধনের জন্য উলামায়ে ইসলাম, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও মুসলিম রিসার্চ স্কলারদের দায়িত্ব হলো—ইলমি বিষয়ে গবেষণাসমৃদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থাবলি রচনা করা এবং ইসলামি বিশ্বকে সঠিক নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-গবেষণা ও ইসলামের নির্ভেজাল সঠিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করানো– ঐসব সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ রেখে, যেগুলো ওরিয়েন্টালিস্টদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, বরং ইলমি পদ্ধতি, গবেষণার নীতিমালা, গভীর বিশ্লেষণ, সুগভীর দৃষ্টি, ব্যাপক অধ্যয়ন, নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স, তথ্যসূত্র ও শক্তিশালী দলিল প্রমাণের ক্ষেত্রে তাদের থেকেও অগ্রগামী হওয়া এবং ঐসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ইলমি দুর্বলতাগুলো থেকেও নিরাপদ থাকা, যেসব ক্ষেত্রে সাধারণত ওরিয়েন্টালিস্টরা পদস্খলনের শিকার হয়েছে। এই কাজটির গুরুত্বের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লামা নদবি লিখেন—যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজটি আনজাম না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বের আধুনিক শিক্ষিত মেধাবী সাহসী যুবসমাজ—যারা ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় লেখাপড়া করছে কিংবা নিজ দেশে ইউরোপিয়ান ভাষায় ইসলাম নিয়ে অধ্যয়নে অভ্যস্ত, তাদের ওরিয়েন্টালিস্টদের বিষাক্ত চিন্তাধারা ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক গোলামি থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। শক্তিশালী সাহিত্য রচনা করা এ যুগ ভাষা সাহিত্যের যুগ। ভাষা সাহিত্যের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতা মুসলিমবিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। তাই মুসলিম উম্মাহকে ভাষা সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. আরও বলেন, ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী শক্তির রহম-করমের উপর ছেড়ে দেবেন না। ওরা লিখবে আর আপনারা পড়বেন ঐ অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত নয়। দুটি শক্তির হাত থেকে ভাষা সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে হবে। অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামি শক্তির হাত থেকে। অনৈসলামি শক্তি বলতে সেই সব নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের কথাই আমি বোঝাতে চাচ্ছি যাদের মন-মগজ ও চিন্তা-কর্ম ইসলামি নয়।

মোটকথা, এই উভয় শক্তির হাত থেকেই ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। এমন অনবদ্য সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে যেন অন্য কেউ আর ফিরেও না তাকায়। তথ্য-প্রযুক্তি ও মিডিয়ার শক্তি অর্জন করা শত্রু যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে তার জবাব সে পদ্ধতিতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। শত্রু আজ মিডিয়া ও তথ্য-প্রযুক্তির ছিদ্র পথ দিয়ে দিন দুপুরে আমাদের ইমান-আকিদার উপর হামলা চালাচ্ছে। সেই হিসেবে তার জবাবও সেই তথ্য-প্রযুক্তি ও মিডিয়ার পথ ধরেই দিতে হবে। সে লক্ষ্যে আমাদের শক্তিশালী ও কার্যকর ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রচলিত ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আমাদের লোকজনদের ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

এমনিভাবে ইসলামের ধারক-বাহকদের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিতে শক্তি অর্জন করতে হবে এবং সেগুলো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন বাদ মতবাদের অসারতা প্রমাণ করা ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন মোকাবিলায় একদল যোগ্য মেধাবী কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, যাদের লেখনী, জ্ঞান-গবেষণা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চিন্তা চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শক্তিশালী হিসেবে করে গড়ে তুলতে হবে, যারা ইসলামি বিশ্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা, পাশ্চাত্যের জীবনব্যবস্থা, নীতি আদর্শ, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতিসহ সমকালীন সকল ইসলাম বিরোধী বাদ-মতবাদ নিয়ে গবেষণা করবেন এবং তাতে ব্যুৎপত্তি হাসিল করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন। শিশুদের নিষ্পাপ সাদাসিধে মন ফলকের উপর কালিমা লেপে দেওয়া হয়। এসব কার্টুন ও মুভিতে সাধারণত দাড়িবিশিষ্ট মানুষদের শয়তান ও ভূত দৈত্য বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়। এভাবেই জীবনের সূচনাতে শিশুদের কচিকাঁচা কোমল মনে ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে জীবন বাড়ার সাথে সাথে দ্বীন ও ধর্মের প্রতি তারা ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হতে থাকে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে যে বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা চলছে তার এক সর্বগ্রাসী ফলাফল আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে- ব্যাপক দ্বীনি, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন পাশ্চাত্যের বহুমুখী বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ফলে মানুষের মাঝ থেকে নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ বিদায় হয়ে গেছে। সমাজের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় মহল আজ ভোগবাদী মানসিকতা ও পার্থিব আরাম-আয়েশের পিছনে হন্যে হয়ে ছুটছে।

অন্যকথায়, দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা, পার্থিব জীবনের প্রতি মোহ এবং ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা মহামারি আকারে প্রসার ঘটেছে। এর স্বাভাবিক পরিণতি হলো, মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলি ও নৈতিকতার অবক্ষয়, ইসলাম কর্তৃক হারাম বিষয়কে হালকাভাবে গ্রহণ, অশ্লীলতার প্রসার, মদ্যপ সমাজের সৃষ্টি এবং ইসলামের ফরজ ও আবশ্যকীয় বিষয় থেকে এমন বাধা বন্ধনহীন স্বাধীনতা, যেন এই শ্রেণির কাজের সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই কিংবা ইসলামি শরিয়ত অতীত কোনো দাস্তান ও বিয়োগান্ত উপাখ্যান ছিল, আজ তা মানসুখও হয়ে গেছে। ইসলামি দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আজ এ ভোগবাদী মানসিকতা লালনকারী এক বিশাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি আমাদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। ধর্মহীনতার উত্তাল সয়লাব এই সুদীর্ঘ সময় ধরে বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক মানসিক ধর্মান্তর ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ নিজের অবচেতনভাবেই ধর্মহীন হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম নাম ধারণ করলেও তাদের মধ্যে ধর্মের ন্যূনতম মূল্যবোধটুকুও পাওয়া যায় না। এই ধর্মহীনতার সয়লাব আজ মুসলিম বিশ্বের সীমান্তের বহু ভেতরে ঢুকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পড়েছে। আমাদের কিল্লায় নয়, বরং আমাদের কলিজায় আঘাত করেছে। পূর্ণ এক শতাব্দী হতে চলেছে ইউরোপ আমাদের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণির মস্তিষ্ক বিকৃত করে আসছে। সংশয়, সন্দেহ, ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ভণ্ডামি ও প্রতারণার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়ে, চিন্তা-চেতনায়। এতে ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের ইমান নড়বড়ে হয়ে পড়েছে, বরং সেখানে স্থান করে নিয়েছে বস্তুতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা। নতুন শতাব্দীর এ উষালগ্নে আজ আমরা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন। আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর ইমান ও বিশ্বাস আজ নড়বড়ে, ঘুন ধরা। এমন এক প্রজন্ম আমাদের শাসন ক্ষমতায় আসছে যাদের না ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ওপর ইমান আছে, না তাদের মধ্যে ইসলামপ্রীতি, ইসলামি চেতনাবোধ এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসনকে প্রাধান্য দেওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, না তার মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে জাতিগতভাবে সেও গণনায় মুসলমান এই সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক আছে। আর যদি কিছু সম্পর্ক থাকেও তা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। ব্যস, এ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। এখনকার অবস্থা তো এর চেয়েও নাজুক। ধর্মবিবর্জিত মানসিকতা, অধর্মীয় চিন্তাধারা, বিজাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতিপ্রীতি আমাদের সাধারণ জনগণ ও গ্রামীণ জীবন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ মুসলমানদের মাথার ওপর ব্যাপক ধর্মহীনতার নাঙ্গা কৃপাণ ঝুলছে। সুতরাং এ অবস্থা থেকে আমাদের বাঁচতে হলে নদবি রহ.-এর উল্লিখিত কথাগুলোর বাস্তবায়নে আমাদের শতভাগ সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রন্থপঞ্জি

১. wikipedia

২. বিভিন্ন ওয়েবসাইট।

৩. আবুল ফজল ১৯৬১, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা।

৪. ফ্রয়েড, সিগমান্ড ১৯২৭ 'সভ্যতার মর্মপীড়া', ফজলুল আলম অনূদিত, নতুন দিগন্ত, এপ্রিল-জুন ২০০৯।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪৮ বাং, সভ্যতার সঙ্কট, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

৬. Arnold M, 1869, Culture and Anarchy, NY

৭. Freud S, 1927 Civilization and its discontent, Future of an illusion, Harmondsworth: Penguin

৮. Parsons T, 1937, Structure of social action, NY

৯. The Clash of Civilization

১০. The Moral Foundations of Islamic Culture

১১. প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ—মুসা আল হাফিজ।

১২. আমাদের অনুপম সভ্যতা—ড. মুস্তফা সিবায়ি রহ., মাহফুযুর রহমান অনূদিত।

১৩. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি—মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম।

১৪. বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস—খন্দকার মাহমুদুল হাসান।

১৫. ইসলামি সভ্যতা—ড. মো: ইবরাহিম খলিল।

১৬. তানকিহাত।

১৭. মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব—আবুল হাসান আলি নদবি রহ., যুলফিকার আলি নদবি অনূদিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৮. প্রাচ্যবিদদের ইসলাম চর্চার নেপথ্যে—ড. মুস্তফা সিবায়ি রহ., আবদুল্লাহ আল ফারুক অনূদিত।

১৯. সমকালীন বিশ্বে ইসলাম ও বাংলাদেশ—ড. মো. মাইনুল আহসান খান।

২০. ইসলামে নারীর অবদান—আবুল হাসান আলি নদবি রহ.।

২১. সহস্রাব্দের ঋণ—মুসা আল হাফিয।

২২. বাংলাপেডিয়া (National Encyclopaedia of Bangladesh)—অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

২৩. বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে বিপন্ন যুবসমাজ—এডভোকেট এম মাফতুন আহম্মদ।

২৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন—মাহফুযুল হক্ব।

২৫. থার্টিফার্স্ট নাইট : একটু ভাবুন!

২৬. পাশ্চাত্য ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র—ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ., আবুল হুসাইন আলেগাজী অনূদিত।

২৭. পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম—স্যার টমাস আর্নল্ড, নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি অনূদিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner